৬০ বছরের ঐতিহ্যবাহী সাপ্তাহিক পত্রিকা

আলিপুর বার্তা

সারা বাংলা জুড়ে

নিখিলবঙ্গ কল্যাণ সমিতির সাংস্কৃতিক বিভাগ মাঙ্গলিকী

৭ এর পাতায়

জানা অজানা সফরে

৬ এর পাতায়

কলকাতা ঃ ৬০ বর্ষ, ১৯ সংখ্যা, ২২ ফাল্গুন – ২৮ ফাল্গুন, ১৪৩২ ঃ ০৭ মার্চ – ১৩ মার্চ , ২০২৬

Kolkata : 60 year : Vol No.: 60, Issue No. 19, 07 March - 13 March 2026

৮ পাতা, মূল্য ৩ টাকা

দিনগুলি মোর...

সাত দিন, সাত সকাল। গত সাতটা দিন কোন কোন খবর আমাদের মন রাঙালো। কোন খবরটা এখনও টাটকা। আবার কোনটা একেবারেই মুছে গেল মন থেকে। গত সাতটা দিনের রঙ বেরঙের খবরের ডালি নিয়ে এই বিভাগ। আমাদের সপ্তাহ শুরু শনিবার, শেষ শুক্রবার।

শনিবার : অনুপ্রবেশ আটকাতে কাঁটা তারের বেড়া দিতে হবে

পশ্চিমবঙ্গ লাগোয়া বাংলাদেশ সীমান্তে। এর জন্য প্রয়োজনীয় জমি দিচ্ছে না বলে বিরোধীদের কাঠগড়ায় উঠেছে রাজ্য সরকার। এবার সেই বদনাম ঘোচাতে জমি হস্তান্তরের পদ্ধতি শুরু করার সিদ্ধান্ত নিল প্রশাসন।

রবিবার : সুপ্রীম কোর্টের নির্দেশ মত প্রকাশিত হল পশ্চিমবঙ্গের

চূড়ান্ত ভোটারের প্রথম তালিকা। সরাসরি বাদের পর পড়ে রইল প্রায় ৬০ লক্ষ বিচারাধীন নাম যাদের নথি পরীক্ষা করছেন বিচারকরা। ভোটের আগে বেরোবে আরও তালিকা।

সোমবার : আক্রমণ পাল্টা আক্রমণ শুরু হয়েছিল আগেই।

এবার গভীর রাতে গোপন ডেরায় হানা দিয়ে ইরানের সর্বোচ্চ নেতা আয়াতুল্লা খামেইনিকে সপরিবারে হত্যা করলো আমেরিকা–ইসরায়েলের যৌথ বাহিনী। এরপর ইরানে শুরু হয়েছে তীব্র বিক্ষোভ। আরও হিংস্র পাল্টা আক্রমণ। মধ্য প্রাচ্যের যুদ্ধ যেন আরও ঘনীভূত হচ্ছে।

মঙ্গলবার : পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার ভোট সামলাতে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র

মন্ত্রকের আদেশে ইতিমধ্যেই রাজ্যে এসেছে ২৪০ কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনী। কিন্তু সেটাও যথেষ্ট নয় বলে আরও ২৪০ কোম্পানি সেনা আনার সিদ্ধান্ত নিয়েছে রাজ্য ও নির্বাচন কমিশন। ১০ মার্চের মধ্যে কাজ শুরু করবে এরা।

বুধবার : এসআইআর–এর তথ্য সংগ্রহের সময় মিলেছে ডেথ

সার্টিফিকেট। সেই অনুযায়ী মৃত ব্যক্তিদের আধার কার্ড নিষ্ক্রিয় করার কাজ শুরু করেছে আধার কর্তৃপক্ষ। পশ্চিমবঙ্গের ৩৩ লক্ষ মৃত ব্যক্তিকে ইতিমধ্যে চিহ্নিত করা হয়েছে।

বৃহস্পতিবার: মধ্যপ্রাচ্যের যুদ্ধের বাতাস লাগলো ভারতের দোর

গোড়ায়। শ্রীলঙ্কার দক্ষিণ উপকূলের কাছে আমেরিকার ডুবোজাহাজের আক্রমণে ডুবে গেল ইরানের যুদ্ধজাহাজ আইরিস দেনা। জানা গিয়েছে ভারতের রুটিন মহড়ায় অংশ নিয়ে ফিরছিল জাহাজটি।

শুক্রবার: কোনো আগাম খবর ছাড়াই দিল্লি গিয়ে পদত্যাগ করলেন

পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল সি ভি আনন্দ বোস। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক সূত্রে জানা গিয়েছে অস্থায়ী ভাবে আনন্দ বোসের স্থলাভিষিক্ত হচ্ছেন তামিলনাড়ুর বর্তমান রাজ্যপাল এন আর রবি।

সবজান্তা খবরওয়ালা

রাজ্যপালের পদত্যাগ, রাজ্য রাজনীতিতে জল্পনা তুঙ্গে

ওঙ্কার মিত্র

ইতিমধ্যে সকলে জেনে গিয়েছে নেতাজি সুভাষের ফ্যান রাজ্যপাল সি ভি আনন্দ বোস হাতেখড়ি দিয়ে পশ্চিমবঙ্গে যে পঠন পাঠন শুরু করেছিলেন সাড়ে ৩ বছর পর তা সাঙ্গ করলেন হঠাৎ পদত্যাগের মাধ্যমে। তাঁর বদলে অস্থায়ী রাজ্যপাল হিসাবে নিযুক্ত হলেন তামিলনাড়ুর বর্তমান রাজ্যপাল সে রাজ্যে সাড়া ফেলে দেওয়া আর এন রবি যাঁর নামের দুপাশে আমাদের বিশ্বকবি। রবীন্দ্র ও রবি। পরবর্তী কোনো অঘটন না ঘটলে আগামী বিধানসভা ভোটের সময় রাজ্যের সাংবিধানিক প্রধান হয়ে বিরাজ করবেন এই আর এন রবি। আর এ নিয়েই এখন চঞ্চল পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতি। বিশেষ করে ভারতের বর্তমান জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা অজিত দোভালের ডেপুটি হয়ে কাজ করা দুঁদে গোয়েন্দা প্রাক্তন আই পি এস অফিসার আর এন রবি মহাশয়ের ট্র্যাক রেকর্ড জন্ম দিচ্ছে নানা জল্পনার।

রাজনৈতিক মহলের মতে আগামী ১০ তারিখটি পচিমবঙ্গে রাজনীতির ম্যাচে বড় স্ট্রাইকারের ভূমিকায় উঠে আসতে চলেছে। ১০ মার্চ সুপ্রীম কোর্টে রাজ্যের এসআইআর মামলার শুনানী রয়েছে। এদিনের আগেই এ রাজ্যে আসতে চলেছে আরও ২৪০ কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনী। ঠিক একদিন আগে ৯ তারিখে দুদিনের সফরে মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারের নেতৃত্বে রাজ্যে আসছে কমিশনের ফুল বেঞ্চ। তার আগে এইভাবে রাজ্যপাল বদল রাজ্যে বয়ে এনেছে জল্পনার মেঘ। একে আরও ঘনীভূত করেছে রাজ্যের বিরোধী দলগুলি। তারা এবার দাবী তুলেছে ভোটারের বিচার সম্পূর্ণ না করে ভোট ঘোষণা করা যাবে না।

এরপর দুয়ের পাতায়

সীমান্তে বাড়ছে অবৈধ কার্যকলাপ

কল্যাণ রায়চৌধুরি : বিধানসভা নির্বাচনের প্রাক্কালে পশ্চিমবঙ্গে চলছে এসআইআর প্রক্রিয়া। পাশাপাশি চলছে বিভিন্ন জেলা ও থানার পুলিশ সুপার সহ ওসি, আইসি বদল। ইতিমধ্যে রাজ্য আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনকে কেন্দ্র করে শুরু হয়েছে কেন্দ্রিয় বাহিনীর টহলদারি। রাজ্যের প্রধান বিরোধী দল বিজেপি সুর চড়াচ্ছে অনুপ্রবেশ ইস্যুতে। খোদ দেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী রাজ্য জমি দিচ্ছে না তাই কাঁটা তারের বেড়া দেওয়া যাচ্ছে না বলে অভিযোগ করছেন।

এরপর দুয়ের পাতায়

বন্ধু সরকার

শক্তি ধর

শিরোনামের এই শব্দবন্ধটির জন্ম পশ্চিমবঙ্গে বামফ্রন্টের রাজত্বকালে। যাদের শ্রমিক, কৃষক, ক্ষেতমজুর ফ্রন্ট যথাক্রমে শিল্প ও ভূমি মালিকদের শত্রু বলে চিহ্নিত

করেছিল তাদেরই সরকারি কর্মচারী সংগঠন সরকারকে বন্ধু বলে মেনে নিয়েছিল। সরকারি কাজ শিল্প বা কৃষির মত মুনাফার সঙ্গে যুক্ত নয় ঠিকই কিন্তু নিয়োগকারী কোথাও কর্মচারীর বন্ধু হয়েছে বলে এর আগে শোনা যায়নি। এমনকি কংগ্রেস আমলে এই সরকারকেই তারা দাবী দাওয়া না মেটানোর জন্য শত্রু বলে গণ্য করতো। বামফ্রন্ট সরকারের বিরুদ্ধে বামপন্থী কর্মচারী ইউনিয়নের মিটিং, মিছিল, ধর্না হত কিন্তু সবটাই ছিল লোক দেখানো, গট আপ খেলা। ডিএ ঘোষণার ২–৪ দিন আগে ধর্মতলায় জমায়েত, গরম গরম বক্তৃতা দেওয়া হত। ডিএ ঘোষণা হলেই বলা হত আন্দোলনকে মান্যতা দিয়েছে সরকার। এই বন্ধু সরকারকেই নির্বাচনে জেতাতে জান হাজির থাকতো কর্মচারী নেতাদের। আবার আন্দোলন জারি রাখবার জন্য মাইনের দিন চলে আসতো কুপন। এই বন্ধু–বন্ধু খেলা করতে গিয়ে ক্ষমতার পরিবর্তন হতেই ব্লকে ব্লকে, অফিসে অফিসে ছড়ানো বিপুল সংগঠন রাতারাতি সংকুচিত হয়ে একটি কেন্দ্রীভূত সংগঠনে পরিণত হয়েছে। শেষ পর্যন্ত সরকারও বন্ধুর মান রাখতে পারেনি। দাবি দাওয়া বাকি রেখেই বিদায় নিতে হয়েছে।

পরিবর্তনের পর অবশ্য নতুন সরকারের বন্ধুতা একেবারে বিলুপ্ত হয়ে যায়নি। চরিত্রের কিছুটা বদল হয়েছে মাত্র। বাম আমলে সরকার ছিল সাধারণ কর্মচারীর বন্ধু, বর্তমানে সরকার অফিসারদের বন্ধু। প্রশাসনিক অভিজ্ঞতা বুঝিয়ে দিয়েছে অফিসারদের খুশি করতে পারলেই সব দিক থেকে ফায়দা। ফলে বর্তমান আমলে নিচুতলার কর্মীদের যারা সরাসরি নিয়ন্ত্রণ করে সেই এক্সিকিউটিভ অফিসারদের পরম বন্ধু হয়ে উঠলো সরকার।

এরপর দুয়ের পাতায়

বিলম্বিত এসআইআর, রাষ্ট্রপতি শাসনের ইঙ্গিত?

কুনাল মালিক

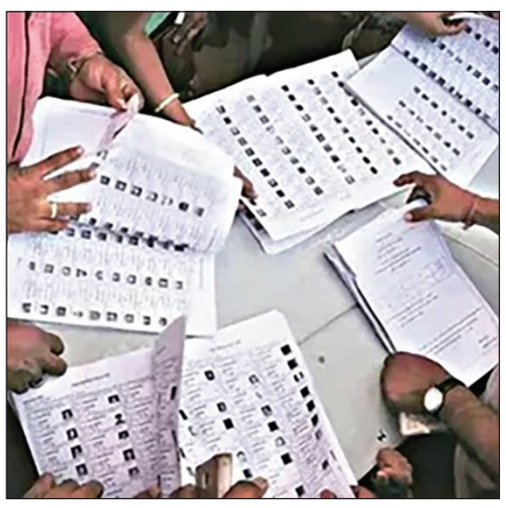

ত্রিসআইআর পর্ব এখনো বিশবাঁও জলে। নানা টালবাহানা বিতর্কের পর সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে গত ২৮ ফেব্রুয়ারি একটি চূড়ান্ত তালিকা প্রকাশিত হয়েছে। যেখানে ইতিমধ্যেই প্রায় ৬৩ লক্ষ ভুয়ো ভোটারের নাম বাদ পড়েছে। যদিও হিসাব অনুযায়ী ৬৫ লক্ষ ভুয়ো ভোটারের নাম পড়েছে কিন্তু যেহেতু আরো ২ লক্ষ নতুন ভোটারের নাম সংযোজন হয়েছে, তাই হিসাবটা দাঁড়াচ্ছে ৬৩ লক্ষের মতন। এখনো ৬০ লক্ষ ভোটারের নাম বিচারাধীন। কলকাতা হাইকোর্টের ব্যবস্থাপনায় বিচারবিভাগীয় দপ্তর এই ৬০ লক্ষ ভোটারের নাম বৈধ না অবৈধ সে ব্যাপারে নথি চেক করছে। শেষ খবর পাওয়া পর্যন্ত জানা যাচ্ছে, এই ৬০ লক্ষ বিচারাধীন ভোটারের মধ্যে ৫ লক্ষ ৫০ হাজার ভোটারের নাম চেকিং হয়েছে। যার মধ্যে ২৫ শতাংশ বাদ এবং ৭৫ শতাংশ ভোটারের ক্ষেত্রে সবুজ সংকেত পাওয়া গিয়েছে। এখনো ৫৫ লক্ষ ভোটারের নাম চেকিং করতে বাকি আছে। ৫০০ থেকে ৫৫০ জন বিচারক এই সমস্ত নথি চেক করছেন, শোনা যাচ্ছে আরও ২০০ বিচারক আসছেন। সূত্র মারফত জানা যাচ্ছে, প্রায় ১৫ লক্ষ ভোটারের নাম বাদ পড়তে চলেছে। অর্থাৎ ৮০ লক্ষ ভুয়ো ভোটারের নাম বাদ যাবে, তাতে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু তাতেও সমস্ত প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ হবে না নমিনেশন দেবার আগের দিন পর্যন্ত। সূত্র মারফত জানা যাচ্ছে, যে পরিমাণ নথি চেক করতে বাকি আছে তা সম্পূর্ণ করতে ১০০ দিনের ও বেশি সময় লাগবে। আরো জানা যাচ্ছে, যে ২৯৪ টা বিধানসভা আসন ধরলে গড়ে বিধানসভা প্রতি প্রায় ২৭ থেকে ৩০ হাজার ভোটারের নাম বাদ পড়তে চলেছে। কমিশন সূত্রের খবর ইতিমধ্যেই ভোটের প্রক্রিয়া শুরু করার যে সমস্ত প্রস্তুতি আছে সবই শুরু হয়ে গেছে। সব ঠিকঠাক থাকলে ৯ থেকে ১০ মার্চের মধ্যে কমিশনের ফুল বেঞ্চ রাজ্যে চলে আসবেন। রাজ্যের জেলাশাসক ও অন্যান্য সংশ্লিষ্ট আধিকারিকদের সঙ্গে আলোচনা সেরে দিল্লি ফিরে গিয়ে হয়তো ১২ থেকে ১৫ মার্চের মধ্যে নির্বাচনের দিনক্ষণ ঘোষণা করতে পারে কমিশন।

এরপর দুয়ের পাতায়

দ্রুত পদক্ষেপে রাজ্যের সহযোগিতা চাইলো রেল

হাওড়া সংলগ্ন দুটি সেতু নিয়ে সতর্কবার্তা

নিজস্ব প্রতিনিধি : সড়ক ও রেল যাত্রীদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে সময়ের বিরুদ্ধে লড়াই শুরু করেছে পূর্ব রেল। হাওড়া সংলগ্ন বানারস ও চন্দমারি রোড ওভারব্রিজ বদলানোর জন্য জরুরি ভিত্তিতে যান চলাচল সাময়িক বন্ধ করার অনুমতি দিতে রাজ্য সরকারের হস্তক্ষেপ চেয়েছে রেল কর্তৃপক্ষ। রেলের দাবি, দ্রুত সিদ্ধান্ত না হলে জন নিরাপত্তা মারাত্মক ঝুঁকির মুখে পড়তে পারে।

রেল সূত্রে জানা গিয়েছে, প্রযুক্তিগত পরিদর্শনে দেখা গেছে দুই সেতুই অত্যন্ত জীর্ণ অবস্থায় পৌঁছেছে। বিশেষ করে বানারস ব্রিজ দ্রুত প্রতিস্থাপন করা প্রয়োজন। এই কাজ শেষ করতে প্রায় ৪ মাস সময় লাগবে এবং বর্ষা শুরু হওয়ার আগেই কাজ সম্পন্ন করা জরুরি বলে মনে করছে রেল। কিন্তু অনুমোদন পেতে দেরি হলে প্রকল্পের সময়সূচি ভেঙে পড়তে পারে বলে আশঙ্কা। অন্যদিকে, চন্দমারি রোড ওভারব্রিজ–এর অবস্থাও উদ্বেগজনক বলে জানিয়েছে রেল। রাজ্য সরকারের অধীনে থাকা অ্যাপ্রোচ অংশে লম্বালম্বি ফাটল ও কাঠামোগত ক্ষতির চিহ্ন মিলেছে।

এরপর দুয়ের পাতায়

বেহাল বাঁধ, উদ্বেগে গ্রামবাসীরা

রবীন দাস

দক্ষিণ ২৪ পরগনার নামখানা ব্লকের হরিপুর এলাকার তেঁতুল ঘাটে দীর্ঘদিন ধরে বেহাল অবস্থায় পড়ে রয়েছে নদী বাঁধ। প্রায় সাড়ে ৪০০ মিটার এলাকাজুড়ে সপ্তমুখী নদীর ধারের এই বাঁধটি বর্তমানে ভগ্নপ্রায় হয়ে রয়েছে। সামনে বর্ষাকাল ঘনিয়ে আসায় চরম উদ্বেগে দিন কাটাচ্ছেন স্থানীয় বাসিন্দারা।

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, প্রায় ৩৫ বছর আগে এই নদী বাঁধটি নির্মাণ করা হয়েছিল। তখন বাঁধের নিচের অংশে ইট বিছিয়ে তার উপরে মাটি ফেলে বাঁধটি তৈরি করা হয়। কিন্তু দীর্ঘদিন ধরে সঠিক রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে বর্তমানে বাঁধটির একাধিক অংশ দুর্বল হয়ে পড়েছে। অনেক জায়গায় মাটি ধসে গিয়ে বড় বড় গর্ত তৈরি হয়েছে, আবার কোথাও কোথাও নদীর জলের তোড়ে বাঁধের অংশ ক্ষয়ে গিয়েছে।

গ্রামবাসীদের দাবি, অতীতে প্রাকৃতিক দুর্যোগের সময় অন্তত ৪ বার এই বাঁধটি ভেঙে গিয়েছিল। সেই সময় নদীর জল গ্রামে ঢুকে পড়ে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছিল। বহু বাড়িঘর, ফসলের জমি এবং

রাস্তা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল। তৎকালীন পরিস্থিতিতে প্রশাসনের পক্ষ থেকে তড়িঘড়ি মাটি ফেলে অস্থায়ীভাবে বাঁধটি মেরামত করা হলেও স্থায়ী সমাধানের কোনো উদ্যোগ নেওয়া হয়নি বলে অভিযোগ।

তাদের আরও অভিযোগ, মাঝে মাঝে কয়েক ঝুড়ি মাটি ফেলে বাঁধটি সংস্কারের নামমাত্র কাজ করা হয়। কিন্তু এত বড় সমস্যার স্থায়ী সমাধানের জন্য এখনো পর্যন্ত কোনো শক্তপোক্ত পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়নি। স্থানীয়দের দাবি, দ্রুত এই নদী বাঁধটি পাকা করে মজবুতভাবে নির্মাণ করা হোক। নাহলে বর্ষার সময় নদীর জোয়ার বা প্রাকৃতিক দুর্যোগের ফলে বড় ধরনের বিপর্যয় ঘটতে পারে বলে আশঙ্কা করছেন তাঁরা। এখন প্রশাসনের দ্রুত হস্তক্ষেপের দিকেই তাকিয়ে রয়েছেন হরিপুর এলাকার

এই বিষয় নিয়ে নামখানা পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি অভিষেক দাঁ জানান, 'নামখানা ব্লকের একাধিক যে সমস্ত নদী বাঁধ বেহাল অবস্থায় রয়েছে সেই সমস্ত নদী বাঁধ তাদের নজরে রয়েছে এবং সেচ দপ্তরের আধিকারিকরাও সেদিকে নজরদারি চালাচ্ছেন। খুব শীঘ্রই এই বেহাল নদী বাঁধগুলো দ্রুততার সঙ্গে মেরামত হবে।'

প্রতিরক্ষা দুর্বলতাই সব চেয়ে বড় পাপ

প্রণব গুহ

স্বামী বিবেকানন্দ বলেছিলেন, 'স্ট্রেন্থ ইজ লাইফ, উইকনেস ইজ ডেথ'। অর্থাৎ শক্তিই জীবন, দুর্বলতাই মৃত্যু। স্বামীজী মনে করতেন, নিজেকে দুর্বল মনে করা বা নিজের ক্ষমতার ওপর বিশ্বাস না রাখাই সবচেয়ে বড় পাপ। এর কারণ কি? উত্তর দিয়ে গিয়েছেন বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। তিনি বলেছিলেন, 'এ জগতে হায়, সেই বেশি চায় আছে যার ভুরি ভুরি। রাজার হস্ত করে সমস্ত কাঙালের ধন চুরি'। পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে বর্তমানে ঠিক এটাই চলছে, দুর্বলের ওপর সবলের উৎপীড়ন। ইউক্রেনের উপর রাশিয়া, গাজার উপর ইসরায়েল, ইরানের ওপর আমেরিকা–ইসরায়েল, সর্বত্র এই একই খেলা। যারা বর্তমানে সংঘর্ষে জড়িয়ে নেই তারাও হয়তো নজর রাখছে অন্য কোনো দুর্বলের উপর, সুযোগ পেলেই ঝাঁপিয়ে পড়বে।

দুর্বলের ওপর সবলের অত্যাচার আজকে নতুন নয়। যেদিন থেকে মনুষ্য সমাজে ধন সম্পদের দখল শুরু হয়েছে সেদিন থেকেই এই খেলা চলছে। এর একটাই কারণ মহম্মদের মৃত্যুর ৩২ বছর পর, অর্থাৎ ৬৬৪ খ্রিস্টাব্দে প্রথম আক্রান্ত হয় ভারতবর্ষ। মুহালিব নামে একজন এক মুসলমান সেনাপতি মুলতান প্রদেশ ভেদ বহু বন্দী নিয়ে গিয়েছিলেন। সেই সামান্য আক্রমণও সামলানো যায় নি। এরপর কাশিম, সবকতগীন, সুলতান মামুদ, মহম্মদ ঘোরী, কুতুবুদ্দিন, বাবর, অগুনতি পরাজয়ের ইতিহাস খোদিত হয়ে আছে ভারতে। আবার মুঘলদের দুর্বলতার সুযোগে রবার্ট ক্লাইভের হাতে সপে দিতে হয়েছে ভারতকে। ফলে নিজেদের রক্ষায় দুর্বলতা থাকলে ধন, সম্পদ, জ্ঞান, বিদ্যা, ধর্ম কিছুই কাজে লাগে না। এই কারণেই পৃথিবীর সমস্ত দেশে সবচেয়ে বেশি অর্থ খরচ হয় প্রতিরক্ষা খাতে। দেশের মানুষকে খেতে দিতে না পারলেও কিনতে হয় অস্ত্র–শস্ত্র, গোলা–বারুদ। আর এই আক্রমণের কারণ যদি ধর্ম হয় তাহলে তার পরিণাম ভয়ঙ্কর। এর থেকে শিক্ষা নিয়ে ভারত আজ তাই অর্থনীতির সঙ্গে পাল্লা দিয়ে নিজেকে শক্তিশালী করছে প্রতিরক্ষায়। এমন কুনজর না থাকলে হয়তো গরীবরা আরও সরকারি বরাদ্দের অংশীদার হত।

ইরানে এক নেতার নিরঙ্কুশ নেতৃত্বে ধর্মীয় শাসন কায়েম থাকলেও সামলানো গেল না পরিস্থিতি। প্রাকৃতিক সম্পদ, খনিজ তেল তাদের সর্বনাশের কারণ হল প্রতিরক্ষায় দুর্বলতার কারণে। আমেরিকা–ইসরায়েলের সঙ্গে ইরানের সংঘাত ক্রমশঃ তাই নতুন মাত্রা নিচ্ছে।

এরপর দুয়ের পাতায়

নারী দিবসের আলোয়

পুষ্পাঞ্জলির লড়াই

মলয় সুর : মেয়েরা স্বনির্ভর, মেয়েরা স্বাবলম্বী তবু তাদের নিরাপত্তার এখনও যথেষ্ট অভাব। সে আর্থিক অনটনের সংকটে পড়ে একটি মাত্র সাইকেলকে সঙ্গী করে বিভিন্ন এলাকার বাড়ি বাড়ি ফেরিওয়ালার মতো পুজোর সামগ্রী বিক্রি করেন। এই কাজে স্রেফ সাইকেল নিয়ে মাইলের পর মাইল পাড়ি দিচ্ছেন। তাঁর নাম পুষ্পাঞ্জলি নায়েক। বাড়ি ভদ্রেশ্বর এ্যাঙ্গাস জুট মিলের উড়িয়া লাইনে। বাড়িতে তাঁর বাবা–মা রয়েছেন। এক সময় তাঁর বাবা জুট মিলে চাকরি করতেন। পুষ্পাঞ্জলির স্বামী বহু বছর আগে মারা গেছেন। তাঁর তিন মেয়ের উড়িষ্যাতে বিয়ে হয়েছে। তাদের আদি বাড়ি উড়িষ্যার বেরহমপুর।

এরপর দুয়ের পাতায়

অর্থনীতি

শেয়ার বাজারে যুদ্ধ

সঞ্জয় দত্ত
শেয়ার বাজার বিশেষজ্ঞ ও মিউচুয়াল ফান্ড ডিস্ট্রিবিউটর

বর্তমানে মধ্যপ্রাচ্যের ভূ-রাজনৈতিক উত্তেজনা (বিশেষ করে ইরান ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে সংঘাতের আশঙ্কা) এবং বিশ্ববাজারে অপরিশোধিত তেলের দাম বৃদ্ধির কারণে ভারতীয় বাজারে একটি অস্থির নিম্নমুখী প্রবণতা দেখা দিচ্ছে। ৩ মার্চ হোলি উপলক্ষে বাজার বন্ধ থাকলেও ৪ মার্চ খোলার পর থেকেই সূচকের ওপর চাপ দেখা যাচ্ছে।

মধ্যপ্রাচ্যে যুদ্ধের সম্ভাবনা এবং বিশ্বব্যাপী Risk-off মনোভাবের কারণে বিনিয়োগকারীরা নিরাপদ সম্পদে (যেমন সোনা) ঝুঁকছেন, যার ফলে শেয়ার বাজারে বিক্রির চাপ বাড়ছে।বিদেশি প্রাতিষ্ঠানিক বিনিয়োগকারীরা (FII) ক্রমাগত শেয়ার বিক্রি করছেন, যা বাজারকে উপরের দিকে উঠতে বাধা দিচ্ছে। যদিও দেশীয় বিনিয়োগকারীরা (DII) কিছুটা ভারসাম্য রক্ষার চেষ্টা করছেন। ডলারের বিপরীতে ভারতীয় রুপির দুর্বলতা (প্রায় ₹৯০.৯) এবং তেলের দাম বৃদ্ধি মুদ্রাস্ফীতির আশঙ্কা বাড়িয়ে দিচ্ছে।আগামী ১৭–১৮ মার্চ মার্কিন ফেডারেল রিজার্ভের (FOMC) বৈঠক বাজারের পরবর্তী বড় মোড় নির্ধারণ করতে পারে।

নিফটি যদি ২৪,০০০-এর মনস্তাত্ত্বিক সাপোর্ট ভেঙে নিচে নামে, তবে বড় ধরণের পতন হতে পারে।আইটি (IT) এবং অটো সেক্টর বর্তমানে চাপে থাকতে পারে। অন্যদিকে ডিফেন্সিভ সেক্টর যেমন–FMCG এবং Pharma কিছুটা ভালো ফল করতে পারে।বাজারের বর্তমান অস্থিরতায় লিভারেজ কম রাখা এবং কঠোরভাবে স্টপ লস মেনে চলা বুদ্ধিমানের কাজ হবে।ভালো মানের লার্জ-ক্যাপ শেয়ারগুলোতে পতন চলাকালীন ধাপে ধাপে (SIP আকারে) বিনিয়োগ শুরু করা যেতে পারে।

বাড়ছে অবৈধ কার্যকলাপ

প্রথম পাতার পর

এই আবহের মধ্যে উত্তর ২৪ পরগনার ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তবর্তী বনগাঁ মহকুমার অন্তর্গত আকাইপুর থেকে আগ্নেয়াস্ত্র ও কার্তুজ সহ এক দুষ্কৃতিকে গ্রেপ্তার করলো গোপালনগর থানার পুলিশ। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, গোপনসূত্রে খবর পেয়ে তাজা কার্তুজ ও একটি বন্দুক সহ অরিন্দম বিশ্বাস ওরফে আকাশ নামে এক স্থানীয় বাসিন্দাকে গ্রেপ্তার করা হয়। ৫ মার্চ তাকে বনগাঁ মহকুমা আদালতে পাঠানো হলে বিচারক পুলিশ হেফাজতের নির্দেশ দেন। গোপালনগর থানার পক্ষ থেকে জানানো হয়, এই অস্ত্র সে কোথা থেকে পেল এবং আরও কোনও অস্ত্র আছে কিনা, এব্যাপারে জেরা করা হচ্ছে।

চলতি সপ্তাহের প্রথমে সক্রিয় হয়ে উঠেছে মালদা সীমান্ত। অনুপ্রবেশের অপরাধে গুয়াহাটি-বেঙ্গালুরু এক্সপ্রেস থেকে ধরা হয় ৩ জন মহিলাকে। অভিযোগ, ময়মনসিংহের বাসিন্দা এই ৩ মহিলা মাথাপিছু ২৫০০০ টাকা দিয়ে অবৈধভাবে এপারে ঢুকেছে। এর ঠিক ১ দিন পরেই মালদায় অভিযান চালিয়ে উদ্ধার করা হয় আগ্নেয়াস্ত্র সহ বিপুল জাল নোট। গ্রেপ্তার করা হয়েছে ৩ জনকে। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, গোপন সূত্রে খবর পেয়ে চাঁচল থানা এলাকায় প্রথম অভিযান চালানো হয়। উদ্ধার করা হয় ৫ লক্ষ টাকার জাল নোট। ওই থানারই অন্য এলাকায় আরেকটি অভিযানে ধরা হয় হরিশচন্দ্রপুরের বাসিন্দা ২ অস্ত্র ব্যবসায়ীকে।

সীমান্তবর্তী এই জেলাগুলিতে অস্ত্র-শস্ত্র, পাচার, অনুপ্রবেসের ঘটনা চিন্তা বাড়াচ্ছে রাজ্য প্রশাসনের। এর মধ্যেই জেলায় জেলায় টহল শুরু করেছে কেন্দ্রিয় বাহিনী। তাদের কাছে এই সব অপরাধ চিহ্নিত হলে ভোটের আগে নির্বাচন কমিশনের কোপে পড়তে হতে রাজ্য পুলিশকে।

বন্ধু সরকার

প্রথম পাতার পর

গত বিধানসভা নির্বাচনের ঠিক আগে যখন দাবী-দাওয়া নিয়ে সরকারের বিরুদ্ধে ক্ষোভ দানা বাঁধছে, পোস্টাল ব্যালট নিয়ে শাসকদল ঘোর অস্বস্তিতে, বিরোধী দল ঘাড়ে নিঃস্বাস ফেলছে তখন এই সব অফিসারদের মাসে কিছু টাকা স্পেশাল অ্যালাউন্স দিয়ে জয় বার করে এনেছিল শাসক দল। নির্বাচনের দায়িত্বে থাকা এইসব অফিসাররাই সামলে দিয়েছিলেন ভোট ও গণনা। সরকার বন্ধু হলে কি হয় তার জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত হয়ে রয়েছে সেই কর্মকাণ্ড।

এখন বন্ধু সরকার সিরিয়ালের দ্বিতীয় এপিসোড চলছে এবারের এসআইআর-এ। এবারও ইতিমধ্যে অফিসারদের নানা সুবিধা ঘোষণা করেছে সরকার। শুধু আর্থিক নয়, আরও এক ধাপ এগিয়ে পদন্নোতি, পদ বৃদ্ধির টোপ দেওয়া হয়েছে এবার। এমনকি কমিশন শাস্তি দিলেও রাজ্য সরকার পাশে থাকবে বলে আশ্বাস দিয়েছে। এসব পেয়ে তারা এতটাই আপ্লুত যে তাদের সংগঠন নির্বাচন কমিশনের মত একটি উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন সাংবিধানিক সংস্থার বিরুদ্ধে ফোঁস করতেও দ্বিধা করছে না। তবে এই সংঘাত নির্বাচনী রাজনীতির এক নতুন সাবজেক্ট। আগে কখনও এই চ্যাপ্টার লেখা হয়নি। ভারতের সংবিধান প্রনেতারাও নিশ্চই এমন একটা পরিস্থিতি কল্পনা করতে পারেন নি, পারলে হয়তো নির্দিষ্ট ধারা থাকতো এই অভূতপূর্ব সংঘাত নিরসনে।

তবে একজন বৈধ নাগরিকের ভোটাধিকার খর্ব হলে তা মৌলিক গণতান্ত্রিক অধিকারে হস্তক্ষেপ এবং তার জন্য যারা দায়ী তাদের কি শাস্তি হতে পারে তা পরিষ্কার করে বলা আছে সংবিধানে। এখন দেখার নির্বাচন কমিশন এ ব্যাপারে কতটা দৃঢ়তা দেখাতে পারে মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকার প্রতিষ্ঠায়।

সব চেয়ে বড় পাপ

প্রথম পাতার পর

একই ধর্মের গোষ্ঠীরা জড়িয়ে পড়ছে লড়াইতে। ইরান আমেরিকার ওপর প্রতিশোধ নিতে শিকার বানাচ্ছে অন্য মুসলমান রাষ্ট্রকে।

তারাও পাল্টা ইরান বিরোধে সামিল হচ্ছে। আমেরিকা প্রতিদিন নতুন নতুন অছিলায় ইরানকে আক্রমণ করছে। ইরান পরমাণু অস্ত্র তৈরি করছে না বলে ঘোষণা করলেও আক্রমণ কমছে না। অন্যদিকে, ইসরায়েল-গাজা সংঘর্ষ থমকে রয়েছে বটে কিন্তু কখন তা আবার শুরু হবে তা বলা যায় না। এদিকে সংঘর্ষ শুরু হয়েছে আফগানিস্তান-পাকিস্তানে। যুদ্ধের আগুন ঘিরে ধরছে ভারতকে। ভারতের সীমানার বাইরে হলেও ইতিমধ্যে ভারত মহাসাগরে ইরান-আমেরিকা যুদ্ধের তাপ অনুভূত হচ্ছে। আশঙ্কিত তেলের বাজার, ধস নামছে শেয়ার বাজারে। সিঁদুরে মেঘ দেখছে ভারত।

এরই মধ্যে ভারতীয় অর্থনীতিকে তার গন্তব্য লক্ষ্যে পৌঁছাতে হবে। ২০৪৭-এ প্রকাশিত হতে হবে অমৃত ভারতকে। তাই সারা দুনিয়ায় চাই শান্তি, আর এই শান্তি আনতে পারে সবলতা। সবল শাশ্বত ভারতই হয়ে উঠুক শান্তির দূত।

রেলে ৫,৩৪৯ অ্যাপ্রেন্টিস

নিজস্ব প্রতিনিধি, মুম্বই : পশ্চিম রেলের বিভিন্ন ডিভিশন অ্যাপ্রেন্টিস হিসাবে ৫,৩৪৯ জন লোক নিচ্ছে। নেওয়া হবে এই সব ট্রেডে: ফিটার, ওয়েল্ডার, টার্নার, মেশিনিস্ট, কার্পেন্টার, পেইন্টার, মেকানিক (ডিজেল), প্লাম্বার, পাইপ ফিটার, ওয়্যারম্যান, ইলেক্ট্রিশিয়ান, ইলেক্ট্রনিক মেকানিক, স্টেনোগ্রাফার, ড্রাফটসম্যান (সিভিল), মেশিনিস্ট (গ্রাইন্ডার), মেকানিক মোটর ভেহিক্যাল, প্রোগ্রামিং অ্যান্ড সিস্টেম অ্যাডমিনিস্ট্রেশন অ্যাসিস্ট্যান্ট।

যোগ্যতা : যে কোনো স্বীকৃত পর্ষদ বা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে মোট অন্তত ৫০% নম্বর পেয়ে মাধ্যমিক পাশ ছেলেরা এন.সি.ভি.টি.র অনুমোদিত আই.টি.আই. থেকে ফিটার, ওয়েল্ডার, টার্নার, মেশিনিস্ট, কার্পেন্টার, ইলেক্ট্রিশিয়ান, ইলেক্ট্রনিক্স মেকানিক, মেকানিক রেফ্রিজারেটর অ্যান্ড এ.সি., পেইন্টার (জেনারেল), মেকানিক (ডিজেল), মেকানিক (মোটর ভেহিক্যাল), প্লাম্বার, ড্রাফটসম্যান (সিভিল) বা স্টেনোগ্রাফার (ইংলিশ) ট্রেডের সার্টিফিকেট কোর্স পাশ হলে সংশ্লিষ্ট ট্রেডের জন্য আবেদন করতে পারেন।

মোট অন্তত ৫০% নম্বর পেয়ে মাধ্যমিক পাশ ছেলেরা এন.সি.ভি.টি.র অনুমোদিত আই.টি.আই. থেকে ওয়্যারম্যান বা ইলেক্ট্রিশিয়ান ট্রেডের সার্টিফিকেট কোর্স পাশরা ওয়্যারম্যান ট্রেডের জন্য, প্লাম্বার বা, পাইপ ফিটার ট্রেডের সার্টিফিকেট কোর্স পাশরা পাইপ ফিটার ট্রেডের জন্য, কম্পিউটার অপারেটর অ্যান্ড প্রোগ্রামিং অ্যাসিস্ট্যান্ট ট্রেডের সার্টিফিকেট কোর্স পাশরা প্রোগ্রামিং অ্যান্ড সিস্টেম অ্যাডমিনিস্ট্রেশন ট্রেডের জন্য আবেদন করতে পারেন। ওপরের ওই সব ট্রেডে আই.টি.আই. কোর্স পাশ না হলে আবেদন করবেন না। বয়স হতে হবে ২৩-৩-২০২৬-এর হিসাবে ১৫ থেকে ২৪ বছরের মধ্যে। তপশিলীরা ৫ বছর, ও.বি.সি.রা ৩ বছর আর প্রাক্তন সমরকর্মীরা যথারীতি বয়সে ছাড় পাবেন। সব ট্রেডই ১ বছরের।

কোন ডিভিশনে কটি শূন্যপদ: হেড কোয়ার্টার অফিসে: পার্সোনেল বিভাগে- পি.এ.এস.এস.এ.- তে ৩০টি। স্টেনোগ্রাফার ১৮টি। বি.সি.টি. ডিভিশনে: মেকানিক্যাল বিভাগে ফিটার ২৫২টি, ওয়েল্ডার ১৩টি, টার্নার ৭, মেকানিক (ডিজেল) ১৭। ইলেক্ট্রিক্যাল বিভাগে ফিটার ২৫, ওয়েল্ডার ৪৮, মেকানিক (ডিজেল) ৩০, ইলেক্ট্রিশিয়ান ৪২৭টি, ইলেক্ট্রনিক মেকানিক ৫২, ওয়্যারম্যান ৮টি, রেফ্রিজারেটর (এ.সি. মেকানিক) ৪৮টি। ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগে – কার্পেন্টার ৪৫, পেইন্টার ৪০, পাইপ ফিটার ৩৫, প্লাম্বার ৩৫, ড্রাফটসম্যান (সিভিল) ১৫, ওয়েল্ডার ১০।

টি.এম.সি. ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগে ইলেক্ট্রিশিয়ান ৫, মেকানিক (ডিজেল) ৩, ওয়েল্ডার ২, ফিটার ২। ব্রিজ ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগে পেইন্টার ৫, ওয়েল্ডার ৩, ড্রাফটসম্যান (সিভিল) ২। এস. অ্যান্ড টি বিভাগে- ইলেক্ট্রনিক মেকানিক ৪৫; ইলেক্ট্রিশিয়ান ৬০, ওয়্যারম্যান ৪৫, ফোর্জার অ্যান্ড হিট ট্রিটার ১০। পার্সোনেল বিভাগে- পি.এ.এস.এস.এ. ৩৬, স্টেনোগ্রাফার ৭।

-বি.আর.সি. ডিভিশনে মেকানিক্যাল বিভাগে ফিটার ৯২, ওয়েল্ডার ২৬। ইলেক্ট্রিক্যাল বিভাগে ফিটার ৩৭, ওয়েল্ডার ৮, মেশিনিস্ট ৪, মেকানিক মোটর ভেহিক্যাল ৫, ইলেক্ট্রিশিয়ান ১০৯, ইলেক্ট্রনিক মেকানিক ২৩, ওয়্যারম্যান ৮, রেফ্রিজারেটর (এ.সি.-মেকানিক) ১৪।

ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগে- কার্পেন্টার ৩৫, পেইন্টার ৩৫, পাইপ ফিটার ৩৫, প্লাম্বার ৩০, ড্রাফটসম্যান (সিভিল) ১০, ওয়েল্ডার ৫। টি.এম.সি. ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগে- ইলেক্ট্রিশিয়ান ৩, মেকানিক (ডিজেল)১. ওয়েল্ডার (গ্যাস অ্যান্ড ইলেক্ট্রিক) ২, ফিটার ৩। ২০০ব্রিজ ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগে পেইন্টার ৩, ওয়েল্ডার ৩, ড্রাফটসম্যান (সিভিল) ২। এস. অ্যান্ড টি বিভাগে ইলেক্ট্রনিক মেকানিক ১০, ইলেক্ট্রিশিয়ান ২০, ওয়্যারম্যান ১৯, ফোর্জার অ্যান্ড হিট ট্রিটার ২। পার্সোনেল বিভাগে পি.এ.এস.এস.এ. ৩৩, স্টেনোগ্রাফার ৫। এ.ডি.আই. ডিভিশনের ওয়েল্ডার ২৬, টার্নার ৮। মেকানিক্যাল বিভাগে ফিটার ২৮৯, ইলেক্ট্রিক্যাল বিভাগে ফিটার ১৪, ওয়েল্ডার ২০, মেকানিক (ডিজেল) ১৩৬, টার্নার ২০, ইলেক্ট্রিশিয়ান ১৯১, ইলেক্ট্রনিক মেকানিক ৪৯, রেফ্রিজারেটর (এ.সি. মেকানিক) ৩৩।

ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগে- কার্পেন্টার ৪০, পেইন্টার ৪০, পাইপ ফিটার ৪০, প্লাম্বার ২৫, ড্রাফটসম্যান (সিভিল) ১৫, ওয়েল্ডার ১০। টি.এম.সি. ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগে ইলেক্ট্রিশিয়ান ৩, মেকানিক (ডিজেল) ২, ওয়েল্ডার (গ্যাস অ্যান্ড ইলেক্ট্রিক) ২, ফিটার ২। ব্রিজ ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগে - পেইন্টার ৩, ওয়েল্ডার ৩, ড্রাফটসম্যান (সিভিল) ২। এস. অ্যান্ড টি বিভাগে- ইলেক্ট্রনিক মেকানিক ১৩, ইলেক্ট্রিশিয়ান ২০, ওয়্যারম্যান ১৬, ফোর্জার অ্যান্ড হিট ট্রিটার ২। স্টেনোগ্রাফার ৩। আর.টি.এম. ডিভিশনে মেকানিক্যাল বিভাগে ফিটার ১০২, ওয়েল্ডার ৩৭, মেকানিক (ডিজেল) ৫, মেকানিক মোটর ভেহিক্যাল ৫। ইলেক্ট্রিক্যাল বিভাগে - ইলেক্ট্রিশিয়ান ৮৫, ওয়েল্ডার ২. রেফ্রিজারেটর (এ.সি. মেকানিক) ১৫।

ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগে কার্পেন্টার ৩০, পেইন্টার ৩০, পাইপ ফিটার ৩৫, প্লাম্বার ২৫, ড্রাফটসম্যান (সিভিল) ১০, ওয়েল্ডার ৫।

টি.এম.সি. ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগে ইলেক্ট্রিশিয়ান ৩, মেকানিক (ডিজেল) ১, ওয়েল্ডার ২. ফিটার ৩। ব্রিজ ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগে পেইন্টার ২, ওয়েল্ডার ৩, ড্রাফটসম্যান (সিভিল) ২। এস অ্যান্ড টি বিভাগে ইলেক্ট্রনিক মেকানিক ১৫, ইলেক্ট্রিশিয়ান ২০, ওয়্যারম্যান ১৮, পেইন্টার ১, কার্পেন্টার ১।

পার্সোনেল বিভাগে পি.এ.এস.এস.এ. ৩২, স্টেনোগ্রাফার ৩। আর.জে.টি. ডিভিশনে ওয়েল্ডার ১২। মেকানিক্যাল বিভাগে ফিটার ৬৩, ইলেক্ট্রিক্যাল বিভাগে ইলেক্ট্রিশিয়ান ৩২, ইলেক্ট্রনিক মেকানিক ৫, রেফ্রিজারেটর (এ.সি.-মেকানিক) ১৩। ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগে কার্পেন্টার ১৭, পেইন্টার ১৫, পাইপ ফিটার ১৬, প্লাম্বার ১০, ড্রাফটসম্যান (সিভিল) ১৫, ওয়েল্ডার ৫। টি.এম.সি. ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগে ইলেক্ট্রিশিয়ান ১। মেকানিক (ডিজেল) ২, ওয়েল্ডার ১, ফিটার ২।

ব্রিজ ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগে ওয়েল্ডার ২. ড্রাফটসম্যান (সিভিল) ১ট এস. অ্যান্ড টি বিভাগে- ইলেক্ট্রনিক মেকানিক ৬. ইলেক্ট্রিশিয়ান ৮, ওয়্যারম্যান ৭, ফোজার অ্যান্ড হিট ট্রিটার ১।

পার্সোনেল বিভাগে- পি.এ.এস.এস.এ. ২১. স্টেনোগ্রাফার ১। বি.ভি.পি. ডিভিশনের মেকানিক্যাল বিভাগে - ফিটার ৫৮, ওয়েল্ডার ১৭। ইলেক্ট্রিক্যাল বিভাগে ইলেক্ট্রিশিয়ান ২৫, ইলেক্ট্রনিক মেকানিক ১২. রেফ্রিজারেটর (এ.সি. মেকানিক) ১১।

ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগে কার্পেন্টার ১৬, পেইন্টার ১৬. পাইপ ফিটার ১৫. প্লাম্বার ১১. ড্রাফটসম্যান (সিভিল) ১৩, ওয়েল্ডার ৫।

ব্রিজ ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগে এস. অ্যান্ড টি. বিভাগে- ইলেক্ট্রনিক মেকানিক ৬, ইলেক্ট্রিশিয়ান ৭. ওয়্যারম্যান ৫১ফার্জার অ্যান্ড হিট ট্রিটার ১।

পার্সোনেল বিভাগে পি.এ.এস.এস.এ ২৩, স্টেনোগ্রাফার ৩।পি.এল. ওয়ার্কশপে মেকানিক্যালে – ফিটার ২৩১, ওয়েল্ডার ৮৪, ইলেক্ট্রিশিয়ান ৪৪, রেফ্রিজারেটর (এ.সি. মেকানিক) ৫০, টার্নার ৮. – পি.এ.এস.এস.এ. ১২।

পার্সোনেল বিভাগে- পি.এ.এস.এস.এ. ৮। এম.এক্স ওয়ার্কশপে মেকানিক্যাল বিভাগে ফিটার ৪৫, ওয়েল্ডার ২০। ইলেক্ট্রিশিয়ান ৬৫। ইলেক্ট্রিক্যাল বিভাগে ওয়েল্ডার ৩, টার্নার ৫। পার্সোনেল বিভাগে পি.এ.এস.এস.এ. ৮ বি.ডি.পি. ওয়ার্কশপে মেকানিক্যাল বিভাগে

ফিটার ৬৩, ওয়েল্ডার ২১, টার্নার ৮, ইলেক্ট্রিশিয়ান ৩০. পি.এ.এস.এস.এ-৮। ইলেক্ট্রিক্যাল বিভাগে- ইলেক্ট্রিশিয়ান ৩৫।

পার্সোনেল বিভাগে পি.এ.এস.এস.এ-৮। ডি.এইচ.ডি. ওয়ার্কশপে মেকানিক্যাল বিভাগে ফিটার ২৩৬, ওয়েস্টার ৭৩, টার্নার ৬, মেশিনিস্ট ৫। ইলেক্ট্রিক্যাল বিভাগে- ইলেক্ট্রিশিয়ান ২৪। পার্সোনেল বিভাগে পি.এ.এস.এস.এ. ১৫। পি.আর.টি.এন. ওয়ার্কশপে মেকানিক্যাল বিভাগে- ফিটার ৫০, ওয়েটল্ডার ১৮, টার্নার ৫। এস.বি.আই. ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কশপে ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগে ফিটার ৩৫, ওয়েল্ডার ২৫, মেকানিক (ডিজেল) ১০, মেশিনিস্ট (গ্রাইন্ডার) ২৫. মেশিনিস্ট ৫। এস.বি.আই. সিগন্যাল ওয়ার্কশপে এস. অ্যান্ড টি বিভাগে ফিটার ১০, টার্নার ৮, ওয়েল্ডার ৭।

এই পদের বিজ্ঞপ্তি নং: RRC/WR/04/2025 Apprenctice dated 18.02.2026.

১৯৬১ সালের অ্যাপ্রেন্টিস আইন ও ১৯৬২ সালের অ্যাপ্রেন্টিস নিয়মানুযায়ী ট্রেনিং। স্টাইপেন্ড পাবেন। হস্টেল নেই। ট্রেনিং শেষে চাকরি পাওয়ার সম্ভাবনা থাকলেও কোনো বাধ্যবাধকতা নেই।

মাধ্যমিকে পাওয়া নম্বর দেখে ও আই.টি.আই. কোর্স পাশের সার্টিফিকেট ও অন্যান্য প্রমাণপত্র দেখে প্রাথমিকভাবে বাছাই প্রার্থীদের শারীরিক সক্ষমতার পরীক্ষার জন্য ডাকা হবে। কোনো লিখিত পরীক্ষা বা ইন্টারভিউ হবে না। উচ্চ শিক্ষাগত যোগ্যতা থাকলে বাড়তি কোনো সুযোগ পাবেন না। মোট শূন্যপদের ১.২৫ গুণ প্রার্থীকে ডাকা হবে।

দরখাস্ত করবেন অনলাইনে, ২৩ মার্চের মধ্যে এই ওয়েবসাইটে: www.rrc-wr.com এজন্য বৈধ একটি ই-মেল আইডি, থাকতে হবে। এজন্য পাসপোর্ট মাপের ফটো ও সিগনেচার জেপিইজি ফর্ম্যাটে স্ক্যান করে নেবেন। প্রথমে ওপরের ওই ওয়েবসাইটে গিয়ে যাবতীয় তথ্য দিয়ে সাবমিট করলেই নাম। রেজিস্ট্রেশন হয়ে যাবে। তারপর পরীক্ষা ফী বাবদ ১০০ টাকা ডেবিট কার্ড, ক্রেডিট কার্ড বা নেট ব্যাঙ্কিংয়ে জমা দেবেন। তপশিলী, ই.ডব্লু.এস. প্রতিবন্ধী ও মহিলাদের ফী লাগবে না। দরখাস্ত করার পর সিস্টেম জেনারেটেড অ্যাপ্লিকেশন ফর্ম প্রিন্ট করে নেবেন। আরো বিস্তারিত তথ্য পাবেন ওই ওয়েবসাইটে।

রাজ্যের সহযোগিতা চাইলো রেল

প্রথম পাতার পর

এমনকি ভাঙা অংশ দিয়ে পথচারী পড়ে যাওয়ার ঘটনাও ঘটেছে বলে অভিযোগ। এর ফলে সেতুর নীচ দিয়ে চলা রেল পরিষেবার উপরও ঝুঁকি তৈরি হচ্ছে।

পূর্ব রেল জানিয়েছে, এই প্রকল্পের সম্পূর্ণ ব্যয়ভার রেলই বহন করছে এবং এতে রাজ্য সরকারের কোনও আর্থিক বোঝা নেই। যান চলাচল যাতে কম বিঘ্নিত হয়, সে জন্য ধাপে ধাপে সেতু বদলের পরিকল্পনা করা হয়েছে। তবে রেল আইন অনুযায়ী, যদি সেতুগুলির অবস্থা আরও খারাপ হয় এবং যান চলাচলের উপযোগী না থাকে, তাহলে নিরাপত্তার স্বার্থে একসঙ্গে দুই সেতুই বন্ধ করতে বাধ্য হতে পারে রেল কর্তৃপক্ষ। সেক্ষেত্রে হাওড়া স্টেশন সংলগ্ন এলাকায় সড়ক যোগাযোগ মারাত্মকভাবে ব্যাহত হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে।

পূর্ব রেলের এক শীর্ষ আধিকারিক জানিয়েছেন, ‘সম্ভাব্য বড় দুর্ঘটনা এড়াতেই আমরা আগাম ব্যবস্থা নিতে চাইছি। স্থানীয় পুলিশের সঙ্গে আগে যে ডাইভারশন পরিকল্পনা ঠিক হয়েছিল, তা দ্রুত কার্যকর করা জরুরি।’

রেল কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, রাজ্য সরকারের প্রয়োজনীয় অনুমতি মিললেই অবিলম্বে কাজ শুরু করা হবে। জন নিরাপত্তা নিশ্চিত করা এবং হাওড়া অঞ্চলের গুরুত্বপূর্ণ যোগাযোগ ব্যবস্থা সচল রাখাই এখন প্রধান লক্ষ্য।

পুষ্পাঞ্জলির লড়াই

প্রথম পাতার পর

সে রোদ, ঝড়, বৃষ্টি মাথায় নিয়ে প্রতিদিন এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্তে রাস্তায় ধরে হেঁটে নানা এলাকায় পৌঁছান। বাড়ি থেকে সকাল ১১ টায় বেরিয়ে সন্ধ্যায় ৬টা বা ৭টায় ফেরেন। দিনে মেরে কেটে ১৫০ থেকে ২০০ টাকা আয় হয়। তাঁর সামগ্রীর মধ্যে থাকে সিঁদুর, সাবান, ধূপকাঠি, আলতা, আয়না প্রভৃতি। এই সামান্য আয়ে পরিবারের সকলের মুখে অন্ন তুলে দিতে হয়। দু''বেলা খাওয়া থেকে মাথা গোঁজার ঠাঁই-সবটাই তাকে করতে হয়। এ প্রসঙ্গে পুষ্পাঞ্জলি বলেন, যতদিন শরীর চলবে, এই সব জিনিস ফেরি করবো। আর থামার প্রশ্নই নেই। কথা শেষ করে আবার নিজের গন্তব্যে গেলেন।

রাজ্য রাজনীতিতে জল্পনা তুঙ্গে

প্রথম পাতার পর

ইআরও, এইআরও, পর্যবেক্ষকরা যে কেলেঙ্কারি করে রেখেছেন এই দাবী মানলে এই রাজ্যে রাষ্ট্রপতি শাসন অবশ্যম্ভাবি বলে মনে করছেন রানৈজেতিক বিশেষজ্ঞরা। তবে কি শাসক দলের এসআইআর বিরোধিতা, বিরোধীদের দাবী, অফিসারদের ব্যর্থতা, সুপ্রীম কোর্টের রায় পশ্চিমবঙ্গে পঞ্চম রাষ্ট্রপতি শাসন ডেকে নিয়ে এল!

এর আগে ৪ বার রাষ্ট্রপতি শাসন লাগু হয়েছে পশ্চিমবঙ্গে। প্রথম বার ৮ দিনের জন্য মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধান চন্দ্র রায়ের মৃত্যুর পর। এরপর ১৯৬৮ সালে ১ বছরের জন্য প্রথম যুক্তফ্রন্ট সরকার পড়ে গেলে। দ্বিতীয় যুক্তফ্রন্ট সরকার না টিঁকলে ১৯৭৫ তৃতীয়বার রাজ্যে জারি হয় রাষ্ট্রপতি শাসন। স্থায়ী হয়েছিল ১ বছরের বেশি। চতুর্থ ও শেষবার ৮ মাসের জন্য রাষ্ট্রপতি শাসন জারি করতে হয় অবামপন্থী জোট সরকার শাসন করতে ব্যর্থ হলে। এই ৮ মাস ইন্দিরা গান্ধী দুঁদৈত আইনজীবী ও কংগ্রেস নেতা সিদ্ধার্থ শঙ্কর রায়কে রাজ্যপালের উপদেষ্টা নিযুক্ত করেন। তিনি রাজ্যপালকে নানা পরামর্শ দিতে থাকেন। তখন পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল শান্তি স্বরূপ ধাওয়ান। রাষ্ট্রপতি শাসনের মধ্যেই মেয়াদের ২ বছরের মাথায় নির্বাচনের আগে বদল হয়ে যান রাজ্যপাল। ২১ আগস্ট, ১৯৭১ আসেন এ এল ডায়াস। লোকসভার সঙ্গে একযোগে বিধানসভা নির্বাচন হয় ১৯৭২ সালের মার্চে। ব্যাপক রিগিং-এর অভিযোগ ওঠে। বামেরা ভোট ও বিধানসভা বয়কট করে। রাজ্যে উল্টো হাওয়া বইলেও বিপুল ভোটে জয়ী হয় কংগ্রেস। মুখ্যমন্ত্রী হন সিদ্ধার্থ শঙ্কর রায়।

ঠিক সময়ে ভোট ঘোষণা হলে এবারও ঠিক ভোটের আগে বদলে গেলেন রাজ্যপাল। আর যদি এসআইআর জটিলতায় ভোটসূচি নির্ধারণ করা না যায় তাহলে জারি হতে পারে রাষ্ট্রপতি শাসন। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, দুয়েতেই কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারেন রাজ্যপাল। তবে এবার রাজ্যপালের উপদেষ্টা কেউ থাকবেন কিনা তা এখনও বলা না গেলেও ২০১১ সালেও কিন্তু ভোটের কিছুদিন আগে বদলে গিয়েছিলেন রাজ্যপাল। গোপাল কৃষ্ণ গান্ধীর জায়গায় এসেছিলেন এম কে নারায়ণন। পরিবর্তন হয়েছিল ৩৪ বছরের সরকারের। এবারে কি হতে চলেছে, স্বচ্ছ তালিকায় শান্তিপূর্ণ নির্বাচন হবে কিনা সবই বলবে আগামী কয়েক মাস।

এসআইআর

প্রথম পাতার পর

কিন্তু ১০ মার্চ সুপ্রিম কোর্টে এসআইআরের বিষয় নিয়ে একটি শুনানি আছে। সেখানে যদি রাজ্য সরকার বা অন্য কোন পক্ষ এসআইআর পর্ব নিয়ে প্রশ্ন তুলে অর্থাৎ বৈধ ভোটারের একটিও নাম বাদ রেখে ভোটে যদি আপত্তি তোলে তখন সুপ্রিমকোর্ট কি রায় দেয় সেটাই এখন দেখার। যদি এসআইআর পর্ব সম্পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত ভোট ঘোষণা স্থগিত হয়ে যায় তাহলে রাষ্ট্রপতি শাসন ছাড়া আর কোন উপায় নেই বলেই বিশেষজ্ঞ মহলরা দাবি করছেন। অর্থাৎ এসআইআর পর্ব হবে রাষ্ট্রপতি শাসনে এবং নির্বাচন হবে রাষ্ট্রপতি শাসনে। তবে অনেকেই বলছেন যদি প্রথম থেকেই এসআইআর পর্বে গতি থাকতো এত বিলম্বিত না হত তাহলে এই পরিস্থিতি তৈরি হত না। আগামী ১০-১৫ মার্চ একটি গুরুত্বপূর্ণ সময়। এই সময় বুঝতে পারা যাবে আগামী বিধানসভা নির্বাচন কোন পরিস্থিতিতে হতে চলেছে।

নাম পরিবর্তন

আমি, পীযূষ চক্রবর্তী, গ্রাম ও পোস্ট- ঘটেশ্বর, থানা- মন্দিরবাজার, জেলা- দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পিন- ৭৪৩৩৩৬ আদালতে এক হলফনামা বলে ঘোষণা করছি যে, আমার পুত্র কৃশভ চক্রবর্তী-র জন্ম সার্টিফিকেট ও মায়ের আধার কার্ডে তথ্যের গরমিল রয়েছে। পুত্রের জন্ম সার্টিফিকেটে মাতার নাম স্মিতা চক্রবর্তী এবং মায়ের আধার কার্ডে ভুল ঠিকানা দেওয়া আছে। প্রকৃতপক্ষে আমার স্ত্রীর (পুত্রের মাতা) সঠিক নাম হলো দীপ্তি চক্রবর্তী (আধার নম্বর: ৪১৪২ ১৯৯৩ ১৫৭৩) এবং আমাদের সঠিক স্থায়ী ঠিকানা হলো: গ্রাম+পোস্ট- ঘটেশ্বর, থানা- মন্দিরবাজার, জেলা- দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পিন- ৭৪৩৩৩৬। এখন থেকে আমার পুত্র কৃশভ চক্রবর্তী-র ক্ষেত্রে উক্ত নাম ও ঠিকানাই সর্বত্র ব্যবহৃত হবে।

সাপ্তাহিক রাশিফল

দেবব্রত শাস্ত্রী
যোগাযোগ : ৯০০৭৩১২৫৬৩

০৭ মার্চ – ১৩ মার্চ, ২০২৬

মেষ রাশি : – সপ্তাহে কাজের চাপ বেশি থাকবে, তবে আপনার শক্তি এবং একাগ্রতা আপনাকে পরিস্থিতি পরিচালনা করতে সাহায্য করবে। নিজেকে বিভ্রান্ত না করে যদি আপনি আপনার লক্ষ্যের উপর মনোনিবেশ করেন, তাহলে আপনি সহজেই অনেক সমস্যার সমাধান খুঁজে পাবেন। আপনার কাজের চাপ এত বেশি ভারী হতে দেবেন না যে এটি উদ্বেগের কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

বৃষ রাশি : – মানসিক স্থিতিশীলতা এই সপ্তাহে আপনার সবচেয়ে বড় শক্তি হবে। আপনার দৈনন্দিন রুটিন সুসংগঠিত রাখলে আপনি সঠিক সময়ে গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিতে পারবেন। তরুণরা তাদের লক্ষ্য অর্জনে পরিশ্রমী হবে এবং ফলাফল ধীরে ধীরে দৃশ্যমান হবে। কারও বিরুদ্ধে ক্ষোভ পোষণ করা এড়িয়ে চলুন।

মিথুন রাশি : পারিবারিক এবং ব্যক্তিগত জীবনের মধ্যে একটি ভালো ভারসাম্য বজায় থাকবে। বাড়ির রক্ষণাবেক্ষণ, মেরামত বা উন্নতির সাথে সম্পর্কিত যেকোনো মুলতুবি কাজ সম্পন্ন করার এখনই সঠিক সময়। আপনার মাতৃসম্পর্কীয় আত্মীয়দের সাথে সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক বজায় রাখুন।

কর্কট রাশি : পারিবারিক ব্যবস্থা, দায়িত্ব বা পারিবারিক সম্প্রীতি সম্পর্কিত কিছু সময়ের জন্য আপনার যে সমস্যাগুলির মুখোমুখি হতে হয়েছিল তা থেকে মুক্তি মিলবে। আপনার গুরুজনদের প্রতি যত্নবান থাকুন। অপ্রয়োজনীয় তর্ক-বিতর্কে জড়ানোর চেয়ে প্রায়শই চুপ থাকা ভাল।

সিংহ রাশি : আপনার ভদ্র কথাবার্তা এবং ভারসাম্যপূর্ণ আচরণ অনেক কাজ সহজ করে তুলবে। আপনার সন্তানদের শিক্ষা, ক্যারিয়ার বা তাদের ভবিষ্যতের সাথে সম্পর্কিত কিছু গুরুত্বপূর্ণ কাজ হবে। আপনি আপনার সন্তানদের শিক্ষা বা ভবিষ্যত নিয়ে চিন্তিত হতে পারেন।

কন্যা রাশি : যদি আপনি কোনও নতুন উদ্যোগের পরিকল্পনা করেন, তাহলে এই সপ্তাহে তা স্থগিত না করে এগিয়ে যাওয়ার কথা বিবেচনা করুন। যদি কোনও সরকারি কার্যক্রম, কাগজপত্র বা আনুষ্ঠানিক তদন্ত চলছে, তবে সেগুলির সাথে সম্পর্কিত বিষয়গুলিতে খুব সতর্ক থাকুন।

তুলা রাশি : অবশ্যই কিছু চ্যালেঞ্জ আসবে, তবে বোঝাপড়া এবং ধৈর্যের সাথে সেগুলি সমাধান করলে প্রত্যাশার চেয়েও ভালো সাফল্য পাওয়া যেতে পারে। চাপে না পড়ে সমস্যার সমাধান খোঁজার দিকে মনোনিবেশ করুন। অপ্রয়োজনীয় নেতিবাচক চিন্তাভাবনা এড়িয়ে চলুন। এটি মেজাজের পরিবর্তন এবং উদ্বেগ বাড়িয়ে তুলতে পারে।

বৃশ্চিক রাশি : আত্মীয়স্বজনের সাথে যদি কোনও চলমান বিরোধ বা উত্তেজনা থাকে, তবে এই সপ্তাহে তা সমাধানের লক্ষণ দেখা যাচ্ছে। পরিবারের সিনিয়র সদস্যদের পরামর্শ এবং নির্দেশনা উপেক্ষা করবেন না। বাড়িতে কোনও বৈদ্যুতিক যন্ত্রের বিকলতার কারণে হঠাৎ ব্যয় বৃদ্ধি পেতে পারে।

ধনু রাশি : কিছু সুসংবাদ এই পুরো সপ্তাহে উত্তেজনা এবং আনন্দ বয়ে আসতে পারে। আপনি আগের চেয়ে আরও বেশি উদ্যমী এবং প্রফুল্ল বোধ করবেন। আধ্যাত্মিক সাধনায় আগ্রহী হলে ইতিবাচক শক্তি বজায় থাকবে। রাগ এড়িয়ে চলুন এবং সহযোগিতার মনোভাব নিয়ে কাজ করুন।

মকর রাশি : আপনার দৈনন্দিন রুটিনে এমন ইতিবাচক পরিবর্তন আসতে পারে যা আপনাকে অবাক করবে। নতুন তথ্য, নতুন সাফল্য এবং কিছু কার্যকর অভিজ্ঞতা আপনাকে উজ্জীবিত করবে। বন্ধুবান্ধব এবং আত্মীয়দের সাথে সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক বজায় রাখুন। রাগ প্রায়শই আপনার কাজ নষ্ট করে দেয়, তাই প্রতিক্রিয়া জানানোর আগে ভাবুন।

কুম্ভ রাশি : সপ্তাহটি আপনার জন্য উপকারী হতে পারে। নতুন পরিকল্পনা মাথায় আসবে এবং দীর্ঘদিন ধরে আটকে থাকা প্রকল্পগুলি আবার গতি পেতে পারে। কোনও আত্মীয়ের সাথে দেখা আনন্দ বয়ে আনবে। আপনি একটি সুন্দর উপহার বা সুসংবাদও পেতে পারেন। যদি আপনি অস্বস্তি বোধ করেন, তাহলে একজন সিনিয়র সদস্যের কাছ থেকে নির্দেশনা নিন। যথাযথভাবে প্রতিক্রিয়া জানাতে শিখুন।

মীন রাশি : এই সপ্তাহটি আপনার জন্য বিশেষ হতে পারে। আপনি সিনিয়র এবং অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের সাথে উপকারী বিষয়গুলি নিয়ে আলোচনা করবেন, যা আপনার ভবিষ্যতের দিকনির্দেশনা স্পষ্ট করবে। কোনও পুরানো সমস্যা বা বিরোধ আবার দেখা দিতে পারে, তবে এমন পরিস্থিতিতেও, আপনার মনোবল দুর্বল হতে দেবেন না। পারস্পরিক আলোচনার মাধ্যমে সমাধান খুঁজে পাওয়া যেতে পারে। অবৈধ বা নিয়মবিরোধী কোনও কিছুতে জড়িয়ে পড়বেন না। অপ্রয়োজনীয় ব্যয় নিয়ন্ত্রণ করাও গুরুত্বপূর্ণ হবে।

শব্দবার্তা ৩৮১

শুভজ্যোতি রায়

পাশাপাশি

১. প্রকাণ্ড দেহ যার ৪. নিজের প্রয়োজন ৫. দেবলোক, স্বর্গ ৭. চলছে এমন ৯. কথা, প্রতিশ্রুতি ১০. আনন্দময় সন্ধ্যা ১১. নাসিকা ১২. সর্বদা, প্রায়ই।

উপর-নীচ

১. ধন, সম্পদ ২. কর্ণমর্দন ৩. সমাপ্তি, শেষ ৪. আত্মনির্ভরতা ৬. ক্রমিক, পরম্পরাযুক্ত ৮. ছবি ১০. রোগ, ব্যাধি ১১. সবারই আছে।

সমাধান : ৩৮০

পাশাপাশি : ১. অভিবাসন ৪. সংসার ৫. ইন্ধন ৭. লঙ্কেশ ৯. মধ্যমান ১০. কমলাকর।
উপর-নীচ : ১. বয়সকাল, ২. অত্বর ৩. বাজখাঁই ৬. নয়নতারা ৮. শকুন্তলা, ৯. মন্দির।

দুবাইতে আটকে সাগরের একাধিক যুবক

সৌরভ নস্কর, গঙ্গাসাগর : সুদূর বিদেশের মাটিতে যুদ্ধ পরিস্থিতির জেরে চরম উৎকণ্ঠার প্রহর কাটছে সাগর ব্লকের মহেন্দ্রগঞ্জ এলাকার আর্য পরিবারের। কর্মসূত্রে দুবাইতে রয়েছেন দীপক চন্দ্র আর্য। যুদ্ধকালীন পরিস্থিতির মাঝেই ভিডিও কলের মাধ্যমে পরিবারের সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রাখছেন তিনি। তবে সেখানকার উত্তপ্ত পরিস্থিতির বর্ণনা শুনে দীপকের পরিবার এখন গভীর আতঙ্কে নিমজ্জিত।

দীপকের পরিবারের পাশাপাশি দুশ্চিন্তা ছড়িয়েছে মন্দিরতলা এবং চক ফুলডুবি এলাকাতেও। জানা গেছে, সাগরের এই সমস্ত এলাকা থেকে বেশ কিছু যুবক বর্তমানে দুবাইতে আটকে রয়েছেন।

প্রিয়জনদের নিরাপত্তা এবং তাদের দ্রুত ফিরে পাওয়া নিয়ে প্রশাসনের কাছে কাতর আবেদন জানিয়েছে পরিবারগুলি। পরিস্থিতির গুরুত্ব বিবেচনা করে ইতিমধ্যেই সক্রিয় হয়েছে সাগর ব্লক প্রশাসন। ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলির পাশে দাঁড়াতে এবং আটকে থাকাদের ফিরিয়ে আনতে বিশেষ পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। ব্লক অফিসে একটি ২৪ ঘণ্টার বিশেষ কন্ট্রোল রুম খোলা হয়েছে। বিদেশে আটকে থাকা যুবকদের বর্তমান অবস্থান এবং পরিস্থিতির ওপর কড়া নজর রাখছেন আধিকারিকেরা। আতঙ্কিত পরিবারগুলির সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রাখছেন ব্লক প্রশাসনের প্রতিনিধিরা। প্রশাসনের পক্ষ থেকে আশ্বস্ত করা হয়েছে, তাদের নিরাপদে ফিরিয়ে আনার জন্য উচ্চপর্যায়ে সমস্ত ধরনের চেষ্টা চালানো হচ্ছে।

দীপক সহ অন্যান্য যুবকদের দ্রুত ঘরে ফেরার প্রতীক্ষায় বর্তমানে দিন গুনছে পরিজনেরা। সাগরের বিডিও কানাইয়া কুমার রায় জানান, ব্লকে ২৪ ঘন্টা কন্ট্রোল রুম খোলা হয়েছে। এই রুম থেকে নজরদারি চালাবেন সিভিল ডিফেন্সের কর্মীরা এবং ব্লক অফিসের আধিকারিকেরা। যারা এখনও পর্যন্ত আটকে রয়েছে তাদের পরিবারের লোকেরা যেন এসে দ্রুত এখানে যোগাযোগ করে। সব ধরনের পরিবারকে সহযোগিতা করা হবে ব্লক প্রশাসনের পক্ষ থেকে। অন্যদিকে, জেলা পরিষদের সদস্য সন্দীপ কুমার পাত্র জানান, এই যুদ্ধ পরিস্থিতিতে শুধু দুবাই না বিভিন্ন জায়গায় সাগরের একাধিক যুবক রয়েছে বিভিন্ন কর্মসূত্রে। গঙ্গাসাগরের মহেন্দ্রগঞ্জ, হরিণবাড়ি, মন্দিরতলা, চক ফুলডুবি সহ একাধিক জায়গার যুবকেরা রয়েছে। যুদ্ধ পরিস্থিতি এলাকায়গুলিতে খুব সংকটজনক পরিস্থিতির মধ্যে রয়েছে। সুন্দরবন উন্নয়ন মন্ত্রী বঙ্কিমচন্দ্র হাজরা বলেন, ‘ব্লক প্রশাসনের পক্ষ থেকে হেল্প রুম খোলা হয়েছে। ওখানে সবাইকে বাঙ্কারের মধ্যে রেখেছে। গতকাল বোম পড়া কিছুটা কমেছে। বিভিন্ন দূতাবাসের যোগাযোগ করার চেষ্টা করছি। সাগরের যে সমস্ত যুবকেরা রয়েছে আমরা তাদের সঙ্গে যোগাযোগ করছি। তারা যদি বাড়ি ফিরতে চায় সব ধরনের ব্যবস্থা করা হবে।’

বেজে গেল ভোটের দামামা

নিজস্ব প্রতিনিধি, বাঁকুড়া : বাঁকুড়ায় এসে পৌঁছেছে কেন্দ্রীয় বাহিনী। পৌঁছে তাঁরা কাজও শুরু করে দিয়েছে। স্থানীয় পুলিশকে সঙ্গে নিয়ে কেন্দ্রীয় বাহিনীর সদস্যরা ওন্দা বিধানসভার ছোটো কুরপা, ঘোলকুণ্ডা, ডুমুরিয়া, জঙ্গলে ঘেরা মাধবপুর গ্রাম এলাকায় রুটমার্চ করেন।

সারের কালোবাজারি বন্ধের দাবিতে ডেপুটেশন

দেবাশিস রায়, পূর্ব বর্ধমান : অবিলম্বে সারের মূল্যবৃদ্ধি রোধ ও কালোবাজারি বন্ধ সহ মোট ৭ দফা দাবিতে সম্প্রতি পূর্ব বর্ধমান জেলা কৃষি ও কৃষক বাঁচাও কমিটির পক্ষ থেকে কাটোয়া ১ নং ব্লক সমষ্টি উন্নয়ন কৃষি আধিকারিকের কাছে ডেপুটেশন পেশ করা হল। রাজ্যের ‘শস্যগোলা’ পূর্ব বর্ধমান জেলাজুড়ে এই মুহূর্তে বোরো ও রবিশস্য চাষের মরশুম চলছে। এসময় কৃষিক্ষেত্রে প্রচুর পরিমাণে নানাবিধ সার, কীটনাশক প্রভৃতির প্রয়োজন হয়। কিন্তু, এসব উপকরণ খোলাবাজার থেকে কিনতে গিয়ে চড়া দামের কারণে তো মাথায় হাত পড়ছে। কৃষি ও কৃষক বাঁচাও কমিটি এবং অল ইন্ডিয়া কিষাণ ক্ষেতমজদুর সংগঠনের পক্ষ থেকে অভিযোগে বলা হয়েছে, সারের প্রতিটি বস্তায় মুদ্রিত দামের তুলনায় ক্ষেত্রবিশেষে ২০০-৪০০টাকা বেশি দাম বেআইনীভাবে নেওয়া হচ্ছে চাষিদের কাছ থেকে।

শুধু তাই নয়, সার কেনার পর চাষিদের বিক্রেতা কোনও বিল দিচ্ছে না। কাটোয়া ১ নং ব্লকের বিস্তীর্ণ এলাকায় সারের ওপর ব্যাপকহারে কালোবাজারি চলতে থাকলেও কোথাও প্রশাসনিক নজরদারি নেই। কোথাও কোথাও সার কিনতে গেলে ডিলার তথা বিক্রেতারা সারের সাথে অনুখাদ্য অর্থাৎ ট্যাগ কিনতে বাধ্য করছেন দরিদ্র চাষিদের। এমনিতেই উত্তরোত্তর মূল্যবৃদ্ধির আমলে জমিতে ফসল ফলাতে চাষিদের কালঘাম ছুটে যাচ্ছে। তার ওপর একশ্রেণীর ডিলার তথা সার বিক্রেতাদের জুলুমবাজি চলতে থাকায় কৃষকদের দমবন্ধ হওয়ার মতো পরিস্থিতি। এদিনের আন্দোলন কর্মসূচিতে উপস্থিত অনিরুদ্ধ কুন্ডু, অরবিন্দ সাহা, মোজাম্মেল হক প্রমুখ নেতৃবৃন্দ কৃষি আধিকারিকের উদ্দেশে ডেপুটেশন পেশ করে অবিলম্বে প্রশাসনিক নজরদারি সহ প্রয়োজনীয় হস্তক্ষেপের দাবি জানিয়েছেন। এবিষয়ে কতৃপক্ষ ক্ষতিয়ে দেখার আশ্বাস দিয়ে নজরদারি চালাচ্ছে।

পথ দুর্ঘটনায় মৃত ২

উত্তম কর্মকার, কুলপি : ৫ মার্চ সকালে মর্মান্তিক পথ দুর্ঘটনায় প্রাণ হারালেন কুলপি থানার রামকৃষ্ণপুর এলাকার দুই ব্যক্তি। স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, মৃত ২ ব্যক্তির নাম উত্তম নস্কর ও সৌমেন হালদার দুজনেই কুলপি রামকৃষ্ণপুর এলাকায় বাসিন্দা ছিলেন। আজ সকালে পাথরপ্রতিমা যাচ্ছিল পালিশের কাজ করার উদ্দেশ্যে কিন্তু উল্টো দিক থেকে আসা বালির লরির ধাক্কায় মৃত্যু হল ওই ২ ব্যক্তির। স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, এদিন নিশ্চিন্তপুরের দিকে যাওয়ার সময় হঠাৎ করেই বেলপুকুরের খাস মহল এলাকায় উল্টো দিক থেকে আসা একটি বালির লরি তাদের পিশে দিয়ে চলে যায়। কুলপি থানার পুলিশকে খবর দিলে পুলিশ ঘটনার স্থলে পৌঁছে মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়না তদন্তের জন্য পাঠায়। অন্যদিকে, পরিবারের একমাত্র রোজ গেড়ে ছিল সৌমেন। সংসারের হাল ধরতেই কাঁধে তুলে নিয়েছিল সমস্ত বোঝা। কিন্তু আর ফেরা হল না মর্মান্তিক পথ দুর্ঘটনা প্রাণ কেড়ে নিল তার।

আগ্রাসনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ

সুকান্ত কর্মকার, বাঁকুড়া : ‘মার্কিন–ইসরাইল জোট অবিলম্বে ইরানে আগ্রাসন বন্ধ করো, ইরানকে শিক্ষা দেওয়ার নাম করে মধ্য প্রাচ্যে মার্কিন–ইসরাইলের দাদাগিরি বন্ধ করো, বোমা মেরে ইরানের প্রাথমিক স্কুলের পড়ুয়াদের হত্যাকারী ট্রাম্প–নেতানিয়াহুর শাস্তি চাই, ঠুঁটো জগন্নাথ হয়ে না থেকে রাষ্ট্রসংঘকে মধ্য প্রাচ্যে যুদ্ধ বন্ধের পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে, যুদ্ধবাজ ট্রাম্প–নেতানিয়াহুর ক্ষমা নেই, মার্কিন–ইসরাইল ইরান তথা মধ্য প্রাচ্য থেকে হাত ওঠাও, যুদ্ধের বিরুদ্ধে শান্তির স্বপক্ষে সমস্ত মানুষ এক হও, মার্কিন–ইসরাইলের দালালি বন্ধ করে ইরানে আগ্রাসনের বিরুদ্ধে মোদী সরকারকে সুনির্দিষ্ট পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে – এই শ্লোগান সহযোগে এআইপিএসও’র ডাকে ৬ মার্চ বাঁকুড়া রেলওয়ে গুডস থেকে স্টেশন রোড হয়ে রেল স্টেশনের সামনে পর্যন্ত এক দৃপ্ত মিছিল প্রতিবাদ সভা হয়। মার্কিন–ইসরাইলের জোট সারা পৃথিবীতেই যুদ্ধ উন্মাদনার সৃষ্টি করেছে দ্ব্যার্থহীন ভাষায় তার নিন্দা করা হয়। প্যালেস্তাইন তথা গাজা ভূখণ্ডে ৭০,০০০ মানুষকে হত্যার পর একই পদ্ধতিতে ইরানের প্রাথমিক বিদ্যালয়ে বোমাবর্ষণ করে ৫/৬ বছর বয়সি দেড় শতাধিক শিশুকে যেভাবে হত্যা করা হল তা ক্ষমার অযোগ্য অপরাধ। আর এত কান্ডের পরেও প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী আগ্রাসন বা শিশু হত্যার নিন্দা

না করে নীরব থেকে যেভাবে ট্রাম্প–নেতানিয়াহুর পদলেহন করে চলে বিশ্বের দরবারে দেশের মান সম্মান ভূলুণ্ঠিত করে চলেছেন তার বিরুদ্ধেও সভা থেকে তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করা হয়। দেবল দত্ত’র যুদ্ধ বিরোধী গানের মাধ্যমে সভার সূচনা হয়। সভায় বক্তব্য রাখেন এআইপিএসও’র বাঁকুড়া জেলা প্রস্তুতি কমিটির দুই সাধারণ সম্পাদক প্রতীপ মুখার্জী ও ভাস্কর সিংহ, সভাপতি মণ্ডলীর সদস্য বাবলু ব্যানার্জী, অন্যতম উপদষ্টা সুনীল পাত্র। অন্যান্যদের মধ্যে সভায় উপস্থিত ছিলেন কৃষক নেতা ষড়ানন পান্ডে, শ্রমিক নেতা তপন দাস প্রমুখ।

অকেজো জলট্যাঙ্কি সদর বাসস্ট্যান্ডে জলকষ্ট

অভীক মিত্র, সিউড়ি : দীর্ঘ কয়েকবছর ধরে অকেজো অবস্থায় রয়েছে ট্যাঙ্কি। রয়েছে জলের ট্যাপ কিন্তু নেই পানীয় জল। ফলে তীব্র জলকষ্টে ভুগছে সিউড়ি বাসস্ট্যান্ড এলাকা। বীরভূম জেলার সদর শহর সিউড়ি। সিউড়ি বেসরকারি বাসস্ট্যান্ডের পথিক হোটেলের সামনের জলট্যাঙ্কির এই অবস্থা। প্রয়োজনে কিনে জল খেতে হচ্ছে বলে অভিযোগ বাসযাত্রীদের। ভোর থেকে সিউড়ি বেসরকারি বাসস্ট্যান্ড থেকে লোকপুর, বোলপুর, নলহাটি, জয়পুর, রাজগ্রাম, বর্ধমান, বক্রেশ্বর, বরাকর, পারশুন্ডি, পাড়ুই, মুরালপুর, রাজনগর, সালার, আসানসোল, সাইথিয়া, কাটোয়া, চিত্তরঞ্জন, কীর্নাহার, জামতাড়া, কুন্ডহিত, মুক্তিপুর, বাবুইজোড়, পাথরচাপুড়ী, বহরমপুর, রামপুরহাট, দুমকা সহ একাধিক রুটে বাস চলাচল করে। প্রতিদিন কয়েকহাজার মানুষের সমাগম। সেইরকম একটা গুরুত্বপূর্ণ জায়গায় কয়েক বছর ধরে অকেজো অবস্থায় থাকা জলট্যাঙ্কি কেন মেরামত করা হয়নি উঠছে প্রশ্ন। বেসরকারি বাসস্ট্যান্ডে আরেকটি জল ট্যাঙ্কি আছে সেখানে ভালো মানের জল পাওয়া যায় না বলে অভিযোগ বাস যাত্রীদের। অকেজো জল ট্যাঙ্কির কাছে গিয়ে দেখা যায়, কলের ট্যাপ রয়েছে শুকনো অবস্থায় সেখানে ফলের পেটি রাখা রয়েছে। ফল বিক্রেতা, স্থানীয় দোকানদার, বাসকর্মীরা জানায়, সিউড়ি বেসরকারি বাসস্ট্যান্ডে প্রতিদিন কয়েকহাজার মানুষের সমাগম ঘটে সেখানে একটা অকেজো জলট্যাঙ্কি রয়েছে ভাবায় যায় না। বাধ্য হয়ে মানুষজনকে ১০,২০,৩০ টাকা দিয়ে জলের বোতল কিনে খেতে হচ্ছে। সামনে গ্রীষ্মকাল আসছে। প্রশাসন সমস্যার সমাধান না করলে পরিস্থিতি আরো ভয়াবহ হবে। ডিওয়াইএফআই জেলা সহসভাপতি রুদ্রদেব বর্মন বলেন, ‘বাসযাত্রীদের তৃষ্ণার্ত হয়ে জল কিনে খেতে হচ্ছে আরেকদিকে সিউড়ি পৌরসভার চেয়ারম্যান উন্নয়নের কথা বলছেন।’

ফিরে দেখা ৫০

আলিপুর বার্তা গত ১৩ অক্টোবর ২০২৫ ৫৯ পেরিয়ে পা দিয়েছে ৬০ বছরে। নিরবিচ্ছিন্ন এই চলার পথে পাতায় পাতায় ছড়িয়ে রয়েছে অজস্র সংবাদ, প্রবন্ধ, গবেষণা ও সাহিত্য যা প্রকাশনা সমুদ্রের গভীরে থাকা এক একটি রত্ন স্বরূপ। অতীতের নস্টালজিক দর্পণে এই রত্ন আকর বলে যায় ৫০ বছর আগের দিনগুলির নানা কথা। এইসব শব্দহীন ইতিহাসের ভাষাকে বাঙ্ময় করে তুলতে সেদিনের শব্দচয়ন ও বানান অবিকৃত রেখে এবার আপনাদের সামনে তুলে ধরব ৫০ বছর আগের কিছু সংবাদ, প্রবন্ধ। কেমন লাগছে জানালে আপনাদের মতামত উৎসাহিত করবে আমাদের।— সম্পাদক

পুলিশের বার্ষিক কুচকাওয়াজ

(নিজস্ব প্রতিনিধি)

গত ১৫ই ফেব্রুয়ারী ৭৬ ব্রিগেড প্যারেড গ্রাউন্ডে পঃ বঙ্গ পুলিশ এবং কলকাতা পুলিশের সম্মিলিত বার্ষিক কুজকাওয়াজ অনুষ্ঠিত হয়। এই অনুষ্ঠানে রাজ্যপাল এ, এল, ডায়াস, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী শ্রীমোতাহার হোসেন আই. জি. শ্রীরঞ্জিত গুপ্ত এবং পুলিশের উচ্চপদস্থ অফিসার বর্গ উপস্থিত ছিলেন। মুখ্যমন্ত্রী অনুপস্থিত থাকায় শ্রী হোসেন তাঁর ভাষণটি পাঠ করে শোনান। এই ভাষণের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল, মানুষের কষ্ট লাঘব করাই আরক্ষা বাহিনীর প্রথম ও প্রধান কর্তব্য। তাই প্রয়োজন এসেছে ১৮৬১ সালের পুরানো পুলিশ আইন পরিবর্তনের। এরজন্য একটি উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন কমিটি শীঘ্রই গঠন করা হবে বলে ঘোষণা করা হয়।

এই অনুষ্ঠানে যেটি বিশেষ গুরুত্বপায় তা হল যেসব পুলিশ কমি তাঁদের কর্তব্য নিষ্ঠার স্বাক্ষর রেখেছেন তাঁদের বিভিন্ন মেডেল পুরস্কার স্বরূপ প্রদান করা হয়। এর মধ্যে যাঁরা রাষ্ট্রপতি মেডেল পেয়েছেন তাঁদের নাম ও পরিচয় তুলে ধরা হল স্বর্গীয়– কালি প্রসাদ চক্রবর্তী (পঃবর্ষ পুলিশ কনেষ্টবল) শ্রী মনি মোহন চক্রবর্তী (এস,আই পঃ বঙ্গ পুলিশ। শ্রী চিত্তরঞ্জন মুখার্জী (ইনেসপে পঃ বঙ্গ পুলিশ। শ্রী পতিত পাবন দাস (এ্যাসিট্যান্ট কম্যান্ডান্ট পশ্চিমবঙ্গ পুলিশ।)

১০ম বর্ষ, ০৭ মার্চ ১৯৭৬, শনিবার, ১৬ সংখ্যা

তালিকায় ‘বিচারাধীন’ অবসরপ্রাপ্ত সেনাকর্মী

নিজস্ব প্রতিনিধি, রামপুরহাট : বীরভূম জেলার তারাপীঠ লাগোয়া বর্ষাল গ্রাম পঞ্চায়েতের সাতঘরিয়া গ্রামের বাসিন্দা ৯০ বছরের মহিমাময় ভট্টাচার্য ভোটার তালিকায় নিজের নামের পাশে ‘বিচারাধীন’ মন্তব্য দেখে তীব্র ক্ষোভ ও হতাশা প্রকাশ করেছেন। দেশ স্বাধীন হওয়ার আগে, ২ মার্চ ১৯৩৬ সালে তাঁর জন্ম। দীর্ঘদিন তিনি ভারতীয় সেনাবাহিনীতে কর্মরত ছিলেন। বর্তমানে অবসরপ্রাপ্ত এই প্রাক্তন সেনাকর্মী বার্ধক্যজনিত নানা সমস্যায় ভুগলেও নাগরিক অধিকার সম্পর্কে যথেষ্ট সচেতন। সম্প্রতি ভোটার এসআইআর নাম সংশোধনে তিনি চমকে ওঠেন। তাঁর নামের পাশে ‘বিচারাধীন’ মন্তব্য দেখতে পান। বিষয়টি জানার পর তিনি বলেন,‘আমি সারা জীবন দেশের সুরক্ষায় দায়িত্ব পালন করেছি। আজ জীবনের শেষ প্রান্তে এসে যদি ভোটার তালিকায় আমার নামের পাশে ‘বিচারাধীন’ লেখা থাকে, তা অত্যন্ত অপমানজনক। এতে শুধু আমার নয়, আমার পরিবারেরও মানহানি হচ্ছে।’

তাঁর বিরুদ্ধে কোনো আইনি মামলা বা বিচারাধীন বিষয় নেই। ফলে কী কারণে এমন মন্তব্য যুক্ত হয়েছে, তা নিয়ে তিনি গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন।পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, বিষয়টি নিয়ে শীঘ্রই সংশ্লিষ্ট নির্বাচন দপ্তরে যোগাযোগ করা হবে। স্থানীয় বাসিন্দারাও ঘটনার নিরপেক্ষ তদন্ত ও দ্রুত সংশোধনের দাবি তুলেছেন। তাঁদের বক্তব্য, একজন প্রবীণ প্রাক্তন সেনাকর্মীর ক্ষেত্রে এমন ভুল প্রশাসনিক গাফিলতির সামিল। এখন দেখার, প্রশাসন কত দ্রুত বিষয়টি গুরুত্ব দিয়ে সংশোধনের পদক্ষেপ গ্রহণ করে।

বিজেপির পরিবর্তন যাত্রা ঘিরে ডায়মন্ড হারবারে উন্মাদনা, বক্তা মিঠুন চক্রবর্তী

নিজস্ব প্রতিনিধি ,আমতলা : আগামী ৭ এবং ৮ মার্চ দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার ডায়মন্ড হারবার লোকসভা কেন্দ্র জুড়ে ২ দিনব্যাপী বিজেপির পরিবর্তন সংকল্প যাত্রার কর্মসূচি নেওয়া হয়েছে। এই কর্মসূচিকে ঘিরে ইতিমধ্যেই ডায়মন্ড হারবার লোকসভা কেন্দ্র জুড়ে বিজেপি কর্মী সমর্থকদের উন্মাদনা এবং সাধারণ মানুষদের কৌতুহল বাড়ছে। ৭ মার্চ সকাল ১০টার সময় এই সংকল্পযাত্রা শুরু হবে ডায়মন্ড হারবার বিজেপির সাংগঠনিক জেলার কার্যালয় সিঙ্গির মোড় থেকে। এদিন যে বিজেপির সংকল্প পরিবর্তন যাত্রা রথে থাকতে চলেছেন বাংলার গৌরব প্রখ্যাত অভিনেতা মিঠুন চক্রবর্তী এবং ত্রিপুরার প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তথা বর্তমানের সাংসদ বিপ্লব কুমার দেব, বিজেপির মহিলার প্রদেশের

সভানেত্রী ফাল্গুনী পাত্র, যুব মোর্চার সভাপতি ইন্দ্রনীল খাঁ প্রমুখ নেতৃবৃন্দ। ডায়মন্ড হারবার বিজেপির সাংগঠনিক জেলার সভানেত্রী সোমা ঘোষ জানান, সকাল ১০টায় সময় বিজেপির সংকল্প পরিবর্তন যাত্রা শুরু হয়ে অতিক্রম করবে বাখরাহাট, রায়পুর মোড়, বাওয়ালি রথতলা, চড়িয়াল, বজবজ হয়ে বাটা মোড়ে একটি জনসভা হওয়ার কথা। যেখানে প্রধান বক্তা হিসেবে থাকার কথা অভিনেতা মিঠুন চক্রবর্তীর। পরের দিন ওই সংকল্প যাত্রা ময়নাগড় হয়ে আশুতি হয়ে ডায়মন্ড হারবার রোডে উঠে সরিষা হাট পর্যন্ত যাবে। ওই সংকল্প যাত্রায় থাকবেন বিজেপির প্রাক্তন নেত্রী তথা কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সুষমা স্বরাজের মেয়ে বর্তমানের সাংসদ বাঁশরী স্বরাজ এবং বিজেপি নেতা অর্জুন সিং। ইতিমধ্যেই যে সমস্ত রাস্তা এই কর্মসূচি অতিক্রম করবে সেখানে পোস্টার ও প্ল্যাকার্ডে ছেয়ে গেছে। ডায়মন্ড হারবার লোকসভা কেন্দ্রের বিজেপির কর্মী সমর্থকদের উন্মাদনা চোখে পড়ার মতো। সাধারণ মানুষও এই কর্মসূচি দেখার জন্য উদগ্রীব হয়ে আছে।

চূড়ান্ত তালিকায় বাদ ৩ পঞ্চায়েতে সদস্যের নাম

অরিজিৎ মণ্ডল, কাকদ্বীপ : হেয়ারিংয়ের পর চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশ হতেই কাকদ্বীপ রামকৃষ্ণ গ্রাম পঞ্চায়েত জুড়ে হুলুস্থুল পড়ে গিয়েছে। কাকদ্বীপ বিধানসভার

মধ্যে এই পঞ্চায়েতেই সবথেকে বেশি ভোটারের নাম বাদ গিয়েছে। পাশাপাশি রামকৃষ্ণ গ্রাম পঞ্চায়েতের ৩ জন পঞ্চায়েত সদস্যের নামই বাদ পড়লো চূড়ান্ত ভোটার তালিকায়। জানা গিয়েছে, কাকদ্বীপের শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ গ্রাম পঞ্চায়েতে ২০টি আসন রয়েছে। সবকটি তৃণমূল কংগ্রেসের দখলে রয়েছে। তাদের মধ্যে ৩ জন সদস্যের নাম ভোটার তালিকা থেকে বাদ পড়েছে। যদিও পঞ্চায়েতের সদস্যরা জানিয়েছে, তারা হেয়ারিংয়ের সময় সব নথিপত্র জমা দিয়েছিল। ২০২৩ সালে পঞ্চায়েতে নির্বাচনে সদস্য হিসেবে জয়লাভ করেছিল। তারপরেও কেন তাদের নাম বাদ দেওয়া হয়েছে, তা জানা নেই। তিন পঞ্চায়েত সদস্য হল পশ্চিম গঙ্গাধরপুর ১৭ নম্বর বুথের পানুরাম দাস, কৈলাসনগর ১০২ নম্বর বুথের সীমা সরকার দাস, মাইতির চক ১০৭ নম্বর বুথের রূপতি দাস। নির্বাচন কমিশনের তথ্য অনুযায়ী রামকৃষ্ণ গ্রাম পঞ্চায়েতের এই মুহূর্তে মোট ভোটার সংখ্যা ১৭,৪০০ জন, বাদ গিয়েছে ২০১০ জন এবং বিচারাধীন রয়েছে ১২১৯ জনের।

ভাগাড়ে ভয়াবহ আগুন

সুমন আদক , বেলুড় : হাওড়ার বেলুড়ের নিশ্চিন্দায় ভাগাড়ে ভয়াবহ আগুন। দোল উৎসবের দিনে আতঙ্ক। আগুন নিয়ন্ত্রণে এলেও এখনও ধিকিধিকি জ্বলছে আগুন। জানা গিয়েছে, মঙ্গলবার দোলের দিন বিকেলে ওই ভাগাড়ের বিশাল স্তুপে আগুন দেখা যায়। মুহূর্তের মধ্যে কালো ধোঁয়ায় ঢেকে যায় আকাশ। চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে তীব্র দুর্গন্ধ। যা নিকটবর্তী জনবসতিপূর্ণ এলাকায় বসবাসকারী মানুষের জন্য হয়ে ওঠে চরম ভোগান্তির কারণ। স্থানীয়দের আশঙ্কা, এভাবে ধোঁয়া ও দূষণ ছড়িয়ে পড়লে শ্বাসকষ্ট, অ্যালার্জি সহ নানা রোগের প্রকোপ বাড়তে পারে। বিশেষ করে শিশু ও বয়স্কদের জন্য পরিস্থিতি আরও উদ্বেগজনক। এদিন ভাগাড়ে আগুন লাগার খবর পেয়েই ঘটনাস্থলে পৌঁছে যায় নিশ্চিন্দা থানার পুলিশ। আসে দমকলের দুটি ইঞ্জিন। দমকল কর্মীরা আপ্রাণ চেষ্টা

করে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনলেও বুধবার হোলির দিল বিকেলে শেষ পাওয়া খবর পর্যন্ত তখনও ধিকিধিকি জ্বলছে আগুন। উল্লেখ্য, ভাগাড়ের জঞ্জালের স্তুপে প্রচুর পরিমাণ মিথেন গ্যাস থাকার কারণেই কখনোসখনো সেখানে হঠাৎই আগুন ধরে যায়। এবং তা নিয়ন্ত্রণে আনতে সমস্যা তৈরি হয়। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, এই ভাগাড়ে মাঝে মধ্যেই এমন অগ্নিকাণ্ডের সমস্যা দেখা দেয়। এদিকে উৎসবের দিনে এমন ঘটনায় স্বাভাবিকভাবেই এলাকায় আতঙ্কের সৃষ্টি হয়।

পিলখানা গুলিকাণ্ডে গ্রেপ্তার ২

নিজস্ব প্রতিনিধি, হাওড়া : ‘ফাঁসি চাহিয়ে, ফাঁসি দো’ এই স্লোগান তুলে শুক্রবার দুপুরে হাওড়া জেলা কোর্ট লক আপের সামনে বিক্ষোভ দেখালেন পিলখানা গুলি–কাণ্ডে নিহত শফিক খানের পরিবার–পরিজন এবং এলাকার মানুষ। এই ঘটনায় ধৃতদের এদিন হাওড়ার কোর্ট লক আপে আনার সময় ব্যাপক বিক্ষোভ দেখান পিলখানার বাসিন্দারা। তাঁদের হাতে ছিল সুবিচার চেয়ে প্ল্যাকার্ড। প্ল্যাকার্ডে লেখা ‘জাস্টিস ফর শফিক খান’। তারা দাবি তোলেন, অভিযুক্তদের তাদের হাতে তুলে দিতে হবে। কার্যত বিক্ষোভকারীদের সামাল দিতে এদিন হিমশিম খায় পুলিশ প্রশাসন। শেষ পর্যন্ত কড়া প্রহরার মধ্যেই হারুন খান এবং রাফাকাত হুসেন ওরফে

রোহিতকে হাওড়া কোর্ট লক আপে আনা হয়। পিলখানার প্রোমোটার শফিক খান হত্যাকাণ্ডে ধৃত ২ অভিযুক্ত হারুন খান এবং রোহিত হোসেনকে ৫ মার্চ ভোরে দিল্লির জামা মসজিদের কাছ থেকে গ্রেপ্তার করে হাওড়া সিটি পুলিশের গোয়েন্দারা। তারপর সিআইডির হাতে ধৃতদের তুলে দেওয়া হয়। এদিন উত্তেজনা থাকায় হাওড়া সিটি পুলিশের পক্ষ থেকে মোতায়েন করা হয় বিশাল পুলিশ বাহিনী এবং র‍্যাফ।

রহস্যমৃত্যু

নিজস্ব প্রতিনিধি, হাওড়া : সাঁইথিয়া পৌরসভার ২ নং ওয়ার্ডে এক নাবালিকা পরিচালিকার রহস্যজনক মৃতদেহ উদ্ধার ঘিরে উত্তপ্ত হয়ে ওঠে এলাকা। বাগডোলার কাঞ্চননগর গ্রাম থেকে ১৪ বছরের এক নাবালিকা পঙ্কজ পারেখ এবং রবি পারেখের বাড়িতে কাজ করতো। মার্বেল গোডাউন থেকে নাবালিকার মৃতদেহ উদ্ধার ঘিরে এলাকায় চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়। দোষীদের শাস্তির দাবিতে ৬ মার্চ সকাল থেকে রাস্তায় টায়ার জ্বালিয়ে অবরোধ শুরু করে পশ্চিমবঙ্গ বাউড়ী সমাজ কল্যাণ সমিতি। বাউড়ী সমাজ কল্যাণ সমিতির সদস্যদের অভিযোগ, ধর্ষণ করে খুন করে নাবালিকার মৃতদেহ গোডাউনে রেখে দিয়েছিল। দোষীদের শাস্তি চাই। ২ জনকে আটক করে জিজ্ঞেসাবাদ করছে পুলিশ।

ভাইপো পিছন থেকে সরকার চালায়, কাটমানি নেয় : বিপ্লব দেব

সুভাষ চন্দ্র দাশ, ক্যানিং : ৫ মার্চ দুপুরে ক্যানিংয়ের বাহিরসোনা এলাকায় উপস্থিত হয়ে বিজেপির ‘সংকল্প পরিবর্তন যাত্রা’ র সূচনা করলেন ত্রিপুরার প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব দেব। ‘সংকল্প পরিবর্তন যাত্রা প্রসঙ্গে বিপ্লব দেব বলেন, ‘মানুষ পরিবর্তন চাইছেন। ২০২৬ এ বাংলায় পরিবর্তন হবেই।’

অন্যদিকে, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় শুক্রবার থেকে ধর্ণায় বসবেন, সাংবাদিকদের এমন প্রশ্নের উত্তরে ত্রিপুরার প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ‘মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ধর্ণায় বসবেন। উনি ডাক্তার হবেন? না উকিল হবেন? না ডিজি হবেন? কিরূপ ধারণ করবেন সেটা বলতে পারবো না। ওনার নিজের কাজ উনি করতে পারেন না। ওনার কাজ রাজ্য প্রশাসন চালানো। উনি সেই কাজ করেন না। আরজিকর এ একজন মহিলা ডাক্তারকে ধর্ষণ করে মেরে দেওয়া হয়েছে। উনি রাজ্যের সর্বময় কর্তা। ওনার হাতেই সমস্ত রাজ্যের দায়িত্ব। উনি বাংলার রাস্তায় নেমে আন্দোলন করছেন। কার বিরুদ্ধে আন্দোলন করছেন? মানে উনি বিচিত্র মানুষ! উনি ভুলে যান, উনিই হোম মিনিষ্টার, হোম মিনিষ্টার তো উনি চালান না, চালায় ভাইপো। সামনে কিছুই বলতে পারেন না। পিছন থেকে আসলে ভাইপো সরকার চালায়। ভাইপো কাটমানি নেয়। তার কারণে ওনার মতিভ্রম হয়। পশ্চিমবঙ্গের সমস্ত মানুষ পরিবর্তনের আশায় তৈরি হয়ে বসেই আছেন। সপ্তম পে কমিশন সমস্ত চাকুরিজীবিরা পাবেন। কেন্দ্র সরকারের সাহায্য ছাড়া মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকার সপ্তম পে কমিশন দিতে পারবেন না। কারণ কেন্দ্রে ডবল ইঞ্জিনের সরকার হলেই ৪৫ দিনের মধ্যে চালু হবে সপ্তম পে কমিশন। সেক্ষেত্র সমস্ত চাকুরিজীবি ছাড়াও ডাক্তার পাবে, পুলিশ পাবে, ইঞ্জিনিয়ারও পাবে। এমনকি পিডব্লুইতে যারা কাজ করেন তারাও পাবেন। আর সেই টাকা যখন পশ্চিমবঙ্গের বাজারে আসবে তখন আমজনতারও লাভ হবে। কারণ টাকাটা আসলে একটা ইলিশ মাছের

পরিবর্তে দুটি ইলিশ মাছ কিনবেন, স্ত্রীর জন্য একটি শাড়ির বদলে দুটি শাড়ি কিনে আনবেন। সেদিকে আবার মাছের দোকানদার কিংবা শাড়ির দোকানদারও লাভবান হবে। বাংলায় মানুষ পরিবর্তন চাইছেন। সংকল্প পরিবর্তন যাত্রার মধ্যদিয়ে বাংলায় পরিবর্তন হবে এবং ডবল ইঞ্জিন সরকার চলবে।’

এদিন এই সংকল্প পরিবর্তন যাত্রা ক্যানিংয়ের বাইশসোনা থেকে শুরু হয়। পৌঁছায় বাসন্তীর গদখালিতে। সেখানে একটি জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। পরে বিকালে ক্যানিংয়ের হবিরমোড় এলাকায় আবারও একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। এদিন সংকল্প যাত্রায় ত্রিপুরার প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন জয়নগর সাংগঠনিক জেলার সভাপতি উৎপল নস্কর, জেলা নেতা, শিক্ষক, সমাজসেবী সমীর মণ্ডল, প্রশান্ত বায়েন, দিলীপ বৈদ্য, দীপক নস্কর সহ অন্যান্যরা।

উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরাণ নিবোধত

আলিপুর বার্তা

কলকাতা : ৬০ বর্ষ, ১৯ সংখ্যা, ০৭ মার্চ – ১৩ মার্চ, ২০২৬

নেতাজিকে অপমান

সত্যজিৎ রায়ের একটি বিখ্যাত সিনেমার শেষ সংলাপ ছিল 'রাজকন্যা কি কম পড়িয়াছে?' গুপিগাইন বাঘাবাইন সিনেমার সেই সংলাপের অনুসঙ্গেই বলা যায় বাংলা সিনেমা সিরিজে কি নায়ক–খলনায়কের নামকরণে খরা দেখা দিয়েছে? নইলে বাংলার মহান পুরুষদের খলনায়ক চরিত্রে নামকরণের দৈন্যতা কেন? সম্প্রতি রাজ্যের বিধায়ক ও চিত্র পরিচালক রাজ চক্রবর্তী 'আবার প্রলয়–২' নামে এক সিরিজ প্রকাশ করেছেন। সমাজ মাধ্যমের অধিকাংশ দর্শকসমাজ ছবিটির গল্প নির্মাণ এবং সংলাপ নিয়ে সন্তুষ্ট নন, দাগী সমাজ বিরোধীদেরকে বারংবার 'নেতাজি' সম্বোধন করা হয়েছে, ছাপার এবং বলার অযোগ্য অশালীন ভাষায় এমন নিম্নরুচি ও হিংসাশ্রয়ী ওয়েব সিরিজ বাংলা ভাষায় সম্ভবত এটিই প্রথম।

কেন ভারতের মুক্তি আন্দোলনের অন্যতম বড় কণ্ঠস্বর নেতাজীকে এমন অসম্মানকর সংলাপে জুড়ে দেওয়া হল তা বিস্ময়কর। এই ছবির এমন অভিপ্রায় কী শুধুই ব্যবসায়ীক লাভের প্রয়াস না অজ্ঞতার বহিঃপ্রকাশ তা পরিচালক ও প্রযোজক বলতে পারেন। দুর্ভাগ্যের বিষয় পরিচালক ও এক চরিত্র অভিনেতা রাজ্যের নির্ধারিত জনপ্রতিনিধি। নেতাজীর জায়গায় যদি অন্য কোনও রাজ্যের অন্য কোনও জাতীয় নেতার নাম ব্যবহার করে এমন চিত্রনাট্য তৈরি হত তা হলে জাতীয় সংবাদ মাধ্যমে এবং রাজনৈতিক প্রাঙ্গণে ভূমিকম্প ঘটে যেত। এ রাজ্যের রাজনৈতিক দল ও সমর্থক মানুষেরা 'নেতাজী'কে এমন কুচিত্রন্যাটের সঙ্গে ব্যবহার করা সত্ত্বেও নির্লিপ্ত কেন তা হয়তো সমাজ বিজ্ঞানীরা ব্যাখা করতে পারবেন। ইতিপূর্বে, ওই পরিচালকই একদা চৈতন্যদেবের হরিনাম সংকীর্তনের বিকৃত কথা প্রয়োগের জন্য ধিক্কৃত হয়েছিলেন।

রাজ্যের নানা নেতাজী অনুরাগী ব্যক্তি ও সংগঠন ইতিমধ্যে ক্ষোভ প্রকাশ করতে শুরু করেছেন সমাজ মাধ্যমে। আইনের দরজায় তাদের আর্জি না পৌঁছলেও ওই ছবিটি প্রত্যাহার অথবা 'নেতাজী' শব্দটিতে 'মিউট' প্রয়োগের দাবি তোলা হয়েছে। সমাজ মাধ্যমে নিন্দার ঝড় বয়ে যাচ্ছে। এমনকি অভিনেতা–অভিনেত্রী প্রযোজকদের প্রতি তাদের শিক্ষাদীক্ষা নিয়ে নিন্দাসূচক মন্তব্যের স্রোত বয়ে চলেছে। রাজ্যের শাসক দল এবং রাজ্য প্রশাসনের তরফে এখনও 'নেতাজী'কে অসম্মান করা নিয়ে কোনও পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়নি। দৃষ্টান্তমূলক সিদ্ধান্ত গ্রহণ এক্ষেত্রে জরুরী।

আলোকপাত

মধ্যপ্রাচ্য–পশ্চিমাদেশগুলির সংঘাতের বিস্তার পৌঁছেছে ভারত মহাসাগরেও

হামলার প্রস্তুতিতে আজারবাইজান

প্রীতম দাস

দেশ দেশান্তর

মধ্যপ্রাচ্যে চলমান সংঘাত আরও বিস্তৃত হওয়ার মধ্যে ইরানের বিরুদ্ধে হামলা চালাতে ইরানি কুর্দি বাহিনীকে উৎসাহ দিয়েছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। একই সময়ে, ইরানের ক্ষেপণাস্ত্র ও ড্রোন হামলার অভিযোগ তুলে পাল্টা ব্যবস্থা নেওয়ার সতর্কবার্তা দিয়েছে আজারবাইজান। ইসরায়েল জানিয়েছে, তারা তেহরানে অবস্থিত গুরুত্বপূর্ণ অবকাঠামো লক্ষ্য করে বৃহৎ পরিসরের হামলা শুরু করেছে। ৭ দিন ধরে চলা এই সংঘাতে ইতিমধ্যেই ইজরায়েল, সাইপ্রাস, তুর্কি, ইজিপ্ট, সৌদি আরব, বেহরেন, কাতার, সংযুক্ত আবর আমিরশাহি, এবং আজারবাইজান সহ উপসাগরীয় দেশগুলিকে লক্ষ্য করে হামলা চালিয়েছে ইরান। এছাড়াও ইরানের অধীনে থাকা হরমুজ প্রণালীতে চলাচল করা বিভিন্ন বাণিজ্যিক ও সামরিক নৌবহরের উপরও ক্ষেপণাস্ত্র নিক্ষেপ করেছে ইরান। ফলে বিশ্ব বাণিজ্যিক বাজারে তৈরি হয়েছে জ্বালানীসঙ্কট। এ প্রসঙ্গে ইরানের মতামত, যুক্তরাষ্ট্রের মাটি ইরানের থেকে যথেষ্ট দূরে তাই ইরানের উপর হামলা চালানোর জন্য যেসব দেশ তাকে সাহায্য করেছে সেই সব দেশের মাটিতেই আঘাত হানবে ইরান।

সংঘাতের বিস্তার ভারত মহাসাগর পর্যন্ত পৌঁছেছে। ভারত মহাসাগরে শ্রীলঙ্কার কাছাকাছি সমুদ্রে একটি মার্কিন সাবমেরিন ইরানের একটি নৌযান ডুবিয়ে দিয়েছে। জানা যাচ্ছে, এই নৌযানটি ভারতের বিশাখাপত্তনমে নৌসেনার একটি যৌথ মহড়া শেষ করে ফিরছিল আইরিস দেনা। সেই সময় যুক্তরাষ্ট্রের একটি সাবমেরিন টরপিডো ফায়ার করে এই যুদ্ধ জাহাজটিকে সম্পূর্ণভাবে ধ্বংস করে দিয়েছে। নৌযানটিতে ১৮০ জন ইরানিয়ান সৈন্য মোতায়েন ছিল, যাদের মধ্যে ৩২ জন সৈন্যকে শ্রীলঙ্কার নৌবাহিনী উদ্ধার করতে সক্ষম হয়েছে। ৮৭ জনের মৃত্যু নিশ্চিত করা হয়েছে, বাকিদের এখনও খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। এই হামলার অবস্থানটি ভারতের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কারণ হামলা ইরানিয়ান নৌযানের উপর হলেও তা হয়েছে ভারতের এস্কক্লুসিভ ইকোনমিক জোন(২০০ নোটিকেল মাইল)–এর একেবারে কাছে। যদিও তা ভারতীয় ভূখণ্ডের মধ্যে পড়ে না। তবু আন্তর্জাতিক জলসীমানা নিয়ম অনুযায়ী কোনও দেশের উপকূল থেকে ২০০ নোটিকেল মাইল পর্যন্ত জলসীমানায় সেই দেশের অগ্রাধিকার থাকে ও বাণিজ্যের ক্ষেত্রও সেই দেশেরই হয়। সেই জলসীমানার মধ্যে যুক্তরাষ্ট্রের সাবমেরিনের উপস্থিতি ও ইরানের জাহাজকে সরাসরি আঘাত হানা এই অঞ্চলে ভারতের ক্ষমতাকে সোজাসুজি চ্যালেঞ্জ করছে।

ইরানি কুর্দি বাহিনী ইরানে হামলা চালাতে পারে কি না—এই নিয়ে ট্রাম্প বলেন, তারা 'যদি তা করতে চায়, আমি সেটাকে দারুণ বলে মনে করি। আমি পুরোপুরি সমর্থন করব।' নিরাপত্তা সূত্রের দাবি, ৫ মার্চ ইরাকি কুর্দিস্তানে থাকা একটি ইরানি বিরোধী শিবিরে ২টি ড্রোন হামলা চালানো হয়েছে। সাম্প্রতিক দিনগুলোতে ইরানি কুর্দি মিলিশিয়ারা ইরানের পশ্চিমাঞ্চলে নিরাপত্তা বাহিনীর বিরুদ্ধে কীভাবে হামলা চালানো যায় তা নিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে আলোচনা করেছে। ইরান–ইরাক সীমান্তে অবস্থিত আধা–স্বায়ত্তশাসিত ইরাকি কুর্দিস্তান অঞ্চলে থাকা বিভিন্ন কুর্দি গোষ্ঠীর জোট ইরানের সামরিক শক্তিকে দুর্বল করার উদ্দেশ্যে সম্ভাব্য হামলার প্রস্তুতি নিচ্ছে।

ট্রাম্প আরও বলেন, গত সপ্তাহে বিমান হামলায় ইরানের সর্বোচ্চ নেতা আলি খামেইনিকে নিহত হওয়ার পর দেশটির পরবর্তী নেতা নির্বাচনের ব্যাপারে যুক্তরাষ্ট্রের ভূমিকা থাকা উচিত। তাঁর কথায়, 'আমাদের ইরানের সঙ্গে মিলে সেই ব্যক্তিকে বেছে নিতে হবে।' তবে মার্কিন প্রতিরক্ষামন্ত্রী তিনি বলেন, 'আমাদের লক্ষ্য পরিষ্কার এবং আমরা সেটাই অর্জন করতে চাই।'

বিশ্লেষকদের মতে, ইরানের ওপর হামলার সিদ্ধান্ত ট্রাম্প প্রশাসনের জন্য বড় রাজনৈতিক ঝুঁকি তৈরি করেছে। জনমত জরিপে দেখা যাচ্ছে, যুক্তরাষ্ট্রে এই যুদ্ধের প্রতি সমর্থন মাত্র ২১ শতাংশ। প্রশ্ন উঠছে যুক্তরাষ্ট্রের কংগ্রেসের সাথে আলোচনা না করে কি করে ট্রাম্প এত বড় পদক্ষেপ কীভাবে নিয়েছেন। জানা যাচ্ছে, আমেরিকার আনেক শীর্ষ কংগ্রেস নেতৃত্ব এই হামলাকে বেআইনি বলে অভিহিত করেছেন।

পাশাপাশি জ্বালানি সরবরাহে বিঘ্ন ঘটায় পেট্রোলের দাম বাড়ার আশঙ্কা নিয়ে উদ্বেগ বাড়ছে। তেলের দাম হঠাৎ বেড়ে যাওয়ায় বৃহস্পতিবার শেয়ারবাজারে পতন দেখা যায়। বিশ্বব্যাপী তেল ও তরলীকৃত প্রাকৃতিক গ্যাসের প্রায় এক–পঞ্চমাংশ সরবরাহ ব্যাহত হয়েছে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। বিমান চলাচল ও বৈশ্বিক সরবরাহ ব্যবস্থাও ব্যাপকভাবে বিঘ্নিত হয়েছে।

অন্যদিকে, আজারবাইজান জানিয়েছে ইরানের ৪টি ড্রোন তাদের সীমান্ত অতিক্রম করে নাকভিচান অঞ্চলে ঢুকে ৪জনকে আহত করেছে। এর পরিপ্রেক্ষিতে দেশটি পাল্টা ব্যবস্থা নেওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছে বলে জানিয়েছে।

পাঠকের কলমে

মুন্সীরহাট বাজারে শৌচালয় চাই

বেশ জনবহুল জগৎবল্লভপুর মুন্সীরহাট বাজার। প্রতিদিন শত শত মানুষ এই বাজার থেকে কাঁচা আনাজ ও মাছ কিনতে আসে।

এই বাজারে নেই কোন শৌচালয়। ফলে বিশেষ করে বহুমুত্র রোগী ও বয়স্করা অসুবিধায় পড়েন। অথচ বাজারের মালিক মুন্সী–রা নিয়মিত বিক্রেতাদের থেকে তোলা তোলেন। মুন্সীরহাট বাজারে অবশ্যই একটি শৌচালয় চাই। যদি মালিকপক্ষ শৌচালয় না করেন তাহলে স্থানীয় ব্লক প্রশাসনকে ভেবে দেখার অনুরোধ জানাই।

দীপংকর মান্না, চাকপোতা, আমতা, হাওড়া

আপনার এলাকার নানা সমস্যার কথা আমাদের দপ্তরে ১০০ শব্দের মধ্যে ছবি সহ লিখে পাঠান। আমরা তুলে ধরবো পাঠকের কলমে আপনার নাম সহ।

যোগবশিষ্ঠ সংবাদ

'স্থিতি প্রকরণ'

জীবসকলের মধ্যে যাঁরা আত্মজ্ঞ হয়েছেন, তাঁদের বাসনা নির্মূল হওয়াতেই তাঁরা আত্মজ্ঞান লাভ করেন। তাঁরাই তুরীয় পদে স্থিত হয়ে থাকেন। বিশালকায় হস্তী যেমন ক্ষুদ্র জলাধারে স্নান করে না, তেমনই তত্ত্বজ্ঞ পুরুষ কখনও বাসনাকর্মে প্রবৃত্ত হন না। অপর পক্ষে অজ্ঞজনের মন সর্বদা ভোগের অন্বেষণে ব্যস্ত থাকে, তাই তার কর্মতরঙ্গ ক্রমাগত বহমান থাকে। আত্মতত্ত্বে তাদের মন আকৃষ্ট হয় না। কোন ব্যাক্তি যদি সর্বদা গর্তে পতনের কল্পনা করে, তবে সে স্বপ্নেও গর্ত ও পতন দর্শন করে। শয্যায় শায়িত হয়েও সে পতন ভয়ে শঙ্কিত থাকে। কিন্তু তত্ত্বজ্ঞজন সর্বদা আত্মায় নিমগ্ন থাকেন, তাই তিনি সর্বদা সর্ববস্তুতে আত্মার বিদ্যমানতা যে সর্বসত্য।

সেই আত্মস্বরূপ বোধে স্থিতি লাভ করেন। সুতরাং দেখা গেল, কেউ গর্তে না পড়েও পতন জনিত দুঃখ ভোগ করে, আবার কেউ প্রকৃতই গর্তে পতিত হলেও দুঃখিত তো হনই না বরং সেই পতনেও ব্রহ্মানন্দে নিমগ্ন থাকেন। চিত্তই এর একমাত্র কারণ। সুতরাং চিত্ত যেমন, পুরুষও তেমনই হবে। তাই তুমি কর্তা হও বা না হও তোমার চিত্ত ঐ গর্ত–পতনে যেন আসক্ত না হয়। আত্মা ভিন্ন আর কিছু যখন নেই, তখন তুমি যে যে বিষয়ে আসক্ত হবে, সেই সমস্তই তো সেই আত্মাই। তাই বাহ্যিক সত্তায় আকৃষ্ট না হয়ে সমস্ত সত্তার কেন্দ্রীভূত আত্মায় মনোনিবেশ কর না কেন? তাতে তুমি অবশ্যই শুদ্ধচিত্ত হবে। আধার এবং আধেয়, দৃশ্য এবং দ্রষ্টা, জ্ঞেয় এবং জ্ঞাতা উভয়ই সেই এক ও অদ্বিতীয় আত্মাই, এই বোধ দৃঢ় হলে জগতের কর্তা ও ভোক্তা যে শুদ্ধ আমি, সেই জ্ঞান উদিত হয়। আমি ছাড়া এই জগতে আর কিছু নেই, এই নিশ্চয়াত্মিকা বোধে পুরুষ সমস্ত সুখ–দুঃখের অতীত হয়ে যায়। তখন ব্যবহারসম্পন্নতা এক খেলা হয়ে থাকে, চিত্ত তখন নিষ্পাপ শিশুর মত খেলার সাথী হয়ে আমোদ করে। নিয়তি বশে যদি কোন সঙ্কট উপস্থিত হয়, সেই আত্মজ্ঞ পুরুষ সেই সঙ্কটে আনন্দ ভিন্ন দুঃখ বোধ করেন না।

জীবনে, মরণে, সর্বাবস্থায় অসীম আনন্দ তাঁর নিত্যসঙ্গী হয়ে থাকে। বাহ্যতঃ তিনি কর্ম করলেও অকর্তা হয়ে থাকায়, কর্মফল উৎপাদিত হোক বা না হোক, তা তাঁকে স্পর্শ করে না। মনই হল কর্ম, গতি, ভাব, লোক ইত্যাদির বীজ। তাই মনের বিলয়ে কর্ম, গতি, ভাব ও বিভিন্ন লোকসমূহ সেই পুরুষের কাছে অলীক বস্তু হয়ে যায়। সেই মুক্তপুরুষ সর্ববিষয়ে নির্লিপ্ত হয়ে পরমাত্মায় নিমগ্ন থাকেন। এমন অকর্তৃত্ব ও উদাসীন ভাব জীবের ক্ষেত্রে দেখা যায় না, কারণ জীব অজ্ঞান ও মোহে সমাচ্ছন্ন। জীব যদি বিচারশীল হয়ে প্রচেষ্টাপরায়ণ হয়, তবে সেই অজ্ঞজীবও মুক্তপুরুষ হয়ে অনন্ত আনন্দ লাভকরতে পারে। সুতরাং হে রাম! তুমিও ত্যাজ্য দোষাদির নিরসন ক"রে নিরহং ও আত্মনিষ্ঠ হয়ে উপস্থিত ব্যবহার–কর্ম সম্পাদন কর।

উপস্থাপক : শ্রী সুদীপ্তচন্দ্র

ফেসবুক বার্তা

'ওম' মন্দির

মরুভূমির বুকে এক মহাজাগতিক বিস্ময়, রাজস্থানের পালিতে তৈরি হল বিশ্বের প্রথম 'ওম' আকৃতির মন্দির যা আকাশ থেকে দেখলে মনে হয় যেন স্বয়ং ঈশ্বর মরুভূমির তপ্ত বালিতে নিজের স্বাক্ষর রেখে গেছেন, ২৫০ একর জুড়ে বিস্তৃত এই স্থাপত্যটি

বাঁকুড়া ও পুরুলিয়া : দুর্নীতির ডুবন্ত জাহাজে বাজির প্রতীক

সামনে পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার মরিয়া লড়াই। কেমন ছিল গত নির্বাচনের সংখ্যা চিত্র। এবারেই বা হাওয়া কেমন। সেসব নিয়েই ভোটের হাওয়া বুঝতে লোকসভা পরিক্রমায় নেমে পড়েছেন আমাদের বিশ্লেষক সুবীর পাল। এবার সপ্তদশ কিস্তি...

'লাল পাহাড়ির দেশে যা, রাঙা মাটির দেশে যা, হিতাক তোকে মানাইছে না রে, ইক্কেবারে মানাইছে না রে।' বাঙালির আপন হৃদয়ের এই গান শুনলে লালভূম দেশ ছৌ নৃত্যের খাসতালুক পুরুলিয়ার কথা স্মরণে এসে যায় প্রত্যাশিত ভাবেই। আবার বিশ্বখ্যাত লালচে পোড়ামাটির জোড়া ঘোড়ার নিপুণ কারুকার্য মননে এলে ভাস্কর রামকিঙ্কর বেইজের স্বদেশ বাঁকুড়াকে কি করে ভোলা যায়? পুরুলিয়া ও বাঁকুড়া। এ যেন সহদর রাঙামাটির জমজ জেলা। পাশাপাশি। মিলিমিশি। হরিহর আত্মার ডিংলে'র দ্যাশ বটি নো।

অথচ আপন বুনিয়াদি সংস্কৃতিতে চির উজ্জ্বল এমন দেশটি কোথাও খুঁজে পাবে নাকো তুমি অঞ্চল আজও চির উপেক্ষিতই থেকে গেল। দক্ষিণবঙ্গের অগ্রগতির একপেশে মানচিত্রে। রুক্ষ পলাশের মুলুকেও শাসক বদলায় বারেবারে কিন্তু বঞ্চনা যে বদলায় না কখনও।

দেখতে দেখতে আবার ভোট এসে গেছে রাজ্যের দুয়ারে। মুখ্যমন্ত্রীর মসনদে বসিবার তরে। ফলে মরশুমি তোয়াজের ঢালাও প্রতিশ্রুতিতে এখন তো অনেকটা টইটম্বুর। লালমাটির প্রান্তিক দিগন্ত থেকে প্রান্তরে। দেওয়া হবে করা হবে সৌজন্যের মোটেও খামতি নেই। এই কটা দিনে রাজ্যের সবকটি রাজনৈতিক দল আঞ্চলিক উন্নতি স্বপ্নের লক্ষ্যে জান কবুল করে দিচ্ছে এমনতর জঙ্গলমহলের মারাং গুরুংয়ের আশীর্বাদের আকাঙ্খায়। যদিও এখানকার মূলত আদিবাসী সম্প্রদায়ের মানুষের সর্বশেষ চরমতম অভিজ্ঞতা হল, ভোট মিটলেই ছলছল হৃদয়ে বরাবর যে তাঁদের গান গাইতেই হয় 'তোমার দেখা নাইরে, তোমার দেখা নাই।'

আজি বসন্ত জাগ্রত দ্বারে রবীন্দ্রসঙ্গীতের লিপির অনুকরণ অনুসারে বলা যেতেই পারে আমাদের রাজ্যে আজি ভোট জাগ্রত দ্বারে। আর এই চলতি ঋতুর নির্বাচনী আয়ারাম গয়ারাম বিকিকিনি হাটে প্রথম হাই প্রোফাইল দাবার বোড়ে হল এক মুসলিম তরতাজা যুবক। নাম তার প্রতীক উর রহমান। অনেক একপেশে সম্প্রীতির বাহক গলার শিরা ফুলিয়ে চিৎকার জুড়তেই পারেন, এখানে উনি মুসলিম এ কথা বলাটা খুবই কি যুক্তিযুক্ত? অবশ্যই আলবাৎ যুক্তিপূর্ণ। যেখানে গোটা দেশ ধর্মের ভিত্তিতে ভাগের পৃষ্টপোষক কংগ্রেস, যেখানে রাজ্য শাসক দল মুসলিম সম্প্রদায়কে দুধেল গাই বলতে গর্ব বোধ করে, রাজ্য সিপিএমের সাধারণ সম্পাদক মহম্মদ সেলিমকে নিজের জেলা ছেড়ে সংখ্যালঘু অধ্যুষিত মুর্শিদাবাদ দৌড়াতে হয় ভোটের প্রার্থী হতে, বিজেপি তো হিন্দুত্বের ওপেন এজেন্ডায় জনগণের কাছে ভোট চায়, সেই ক্ষেত্রে উনি মুসলিম যুবনেতা, এই ভোট অঙ্কটা লিপিবদ্ধ করতে আর আপত্তি কোথায় থাকতে পারে?

সে যাক। এই মুহূর্তে সমগ্র রাজ্যে যাবতীয় রাজনৈতিক আলোচনার কেন্দ্র বিন্দু হয়ে উঠেছে প্রতীক উর রহমান। বলা যেতেই পারে তিনি এখন রাতারাতি রাজনৈতিক বহুল চর্চিত ভিআইপি। সমাজ মাধ্যম তো তাকে নিয়ে বহু খণ্ডে বিভক্ত। কেউ কেউ ট্রোল করছে, আহারে বেচারা সিপিএমের লবিবাজির শিকার। অন্যপক্ষ ভাইরাল করছে, বেইমান ধান্দাবাজ দল বদলু। আবার অনেকে লিখেছেন, তৃণমূল তাঁর যোগ্য জায়গা। তবে যোগ্য বলতে টিপ্পনী নাকি সহানুভূতি তা নিয়ে কিন্তু যথেষ্ট দ্বন্দ্বের অবকাশ রয়ে গেছে।

কে এই প্রতীক উর রহমান? ডায়মন্ড হারবার লোকসভা অঞ্চলের তিনি বাসিন্দা। ছিপছিপে গড়ন। বয়স ৩৬। ডায়মন্ড হারবার অঞ্চলের ফকিরচাঁদ কলেজ থেকে স্নাতক হোন। তাঁর নিজের নামে আপাতত ৮.৮ লক্ষ টাকা মূল্যের সম্পদ রয়েছে। স্ত্রীর নাম সিরিণ সুলতানা। রাজনৈতিক কারণে ৯টি ফৌজদারি মামলা চলছে। ২০০৬ সালে সিপিএমের ছাত্র সংগঠন এসএফআইতে প্রথম যোগদান। এরপর ২০০৯ সালে রাজ্য ছাত্র সংসদের সাধারণ সম্পাদক পদে নির্বাচিত হোন। এমনকি একদা এসএফআইয়ের সর্বভারতীয় সহ সভাপতি হিসেবেও নিযুক্ত ছিলেন। সম্প্রতি সিপিএমের জেলা কমিটি ও রাজ্য কমিটির সদস্য হিসেবে দলের কাজে লিপ্ত থাকতেন। এক কথায় বলা যেতেই পারে ইদানীং সিপিএম যুব বিগ্রেডের অন্যতম মুখ হয়ে উঠেছিলেন তিনি। ২০২৪ সালে দলের প্রতীকে ডায়মন্ড হারবার কেন্দ্র থেকে লোকসভা ভোটে লড়েছিলেন। যদিও তৃণমূলের অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে তখন হেরে যান।

সূত্রে জানা গিয়েছে, দলের হোলটাইমার হিসেবে তিনি পেতেন ফি মাসে ৭,৫০০ টাকা। দলের এক সামনের সারির প্রবীণ জনপ্রিয় নেতা তাঁকে সংসার খরচের জন্য প্রতি মাসে দিতেন ১০,০০০ টাকা। এছাড়াও অপর এক দলীয় নেতা তাঁর মেয়ের পড়াশোনার সামগ্রিক খরচ বহন করতেন বলে জানা গিয়েছে। আরও জানা গিয়েছে, ঠিক গত মাস দুই যাবৎ এই আর্থিক সহায়তা তিনি নিচ্ছিলেন না। এমনকি কেন তিনি এই আর্থিক সহায়তা নিচ্ছেন না, সেই প্রসঙ্গে রাজ্য সিপিএম সম্পাদক মণ্ডলীর দুই সদস্য বারেবারে ফোন করলেও অপর প্রান্ত থেকে তা ধরা হচ্ছিল না। এমনকি মাস খানেক আগে থেকে ডায়মন্ড হারবার এলাকার জনা কয়েক দলীয় নেতা মহম্মদ সেলিমের কানে তুলে দিয়েছিলেন প্রতীক উর রহমানের সন্দেহজনক নানা আচরণের কথা।

ডায়মন্ড হারবারে একদা কর্মরত এক এসডিপিও'র প্রাথমিক মধ্যস্থতায় এই যুবনেতার সঙ্গে তৃণমূলের সংযোগ সৃষ্টি হয়। এরপর এই সংযোগ চূড়ান্ত রূপ নেয় আইপ্যাকের সৌজন্যে। উনি সিপিএমের প্রাথমিক সদস্যপদ থেকে পদত্যাগ করার অন্তত ১ মাস আগে থেকেই। এমনকি এই খবর প্রকাশ্যে এলে বাছা বাছা টিভি চ্যানেলে কোন কোন রিপোর্টার কি কি প্রশ্ন করবেন তার স্ক্রিপ্টও আইপ্যাক আগের থেকেই ঠিক করে ফেলে। এছাড়া এই নেতা প্রেসের সামনে কি বাইট দেবেন তার ড্রাফটও ওই সংস্থা পক্ষ থেকে আগাম তৈরি করে দেওয়া হয়েছিল বলে খবরে প্রকাশ।

এটা ঠিক, এই অখ্যাত নেতা আচমকা সিপিএমে পদত্যাগ পত্র দাখিল করতেই রাতারাতি তিনি রাজ্য রাজনীতির সমস্ত প্রচারের আলো শুষে নেন। কিন্তু কেন তিনি এমন সিদ্ধান্ত নিলেন? তিনি কারণ প্রসঙ্গে যা বলেছেন তার মোদ্দা কথা হল সিপিএম দলের মধ্যে একনায়কতন্ত্র চালাচ্ছে মহম্মদ সেলিম। যেখানে মতামত গ্রহণের পরিসর সংকুচিত হয়ে গেছে। পারফিউম লাগিয়ে দামি গাড়ি চড়া টিভিতে যাওয়া নেতাদের ভিড় জমছে দলে। এমন অবস্থা দম আটকে যাচ্ছে তাঁর। তাই স্বেচ্ছায় সিপিএম ছেড়ে তৃণমূলে যোগ দেন। এমতাবস্থায় রয়ে গেছে আরও কিছু অমীমাংসিত বিতর্ক। যেমন, যে কারণে তিনি সিপিএম ত্যাগ করে তৃণমূলে গেলেন সেখানে কি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের একনায়কতন্ত্র চলে না? সিপিএম তার পছন্দ নাও হতে পারে। কিন্তু তিনি তো বামপন্থী বলে এতদিন পরিচিত ছিলেন। বিকল্প হিসেবে অন্য কমিউনিস্ট পার্টি সিপিআই বা আরএসপিকেও আপন ভাবতে তো পারতেন। কিন্তু একেবারেই ডানপন্থী দল ও বহু দুর্নীতি সহ একাধিক বেনিয়মে অভিযুক্ত টিএমসিতে কেন তিনি খামোকা যেতে গেলেন? এর উত্তর পর্যালোচনা করতে গেলেই শোনা যাচ্ছে রকমারি অস্বচ্ছ পাওয়ার ডিলের ফিসফাস। আবার কেউ কেউ দাবি করছেন, এই মুহূর্তে সিপিএমের নয়া অক্সিজেনের প্রধানতম চরিত্র হয়ে উঠেছে মীনাক্ষী মুখোপাধ্যায়–শতরূপ ঘোষ লবি। ঠিক সেই দৌড়ে প্রতীক উর রহমান বাস্তবিকই কোনঠাসা। যেটা তাঁর পক্ষে দলে থেকেও নিঃশ্বাস নেওয়াটা ক্রমেই দুঃসহ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। তবে ভোটের একেবারে প্রাক্ মুহূর্তে সিপিএম কিন্তু এই যুবনেতার দলত্যাগ ইস্যুতে যথেষ্ট ব্যাকফুটে চলে গেছে।

একদা বিহারের ভূখণ্ড পুরুলিয়া স্বাধীনোত্তর সময় থেকে এখনও পশ্চিমবঙ্গের অন্যতম পিছিয়ে থাকা জেলা হিসেবে চিহ্নিত। এই লোকসভা আসনে ১৯৫২ ও ১৯৭২ সালে কংগ্রেস জিতে যায়। ১৯৫৭, ১৯৬২, ১৯৬৭ সালে এখানে রাজ করে লোক সেবক সঙ্ঘ। তবে ফরোয়ার্ড ব্লক এই কেন্দ্রটিকে একদা দুর্ভেদ্য চীনের প্রাচীরে তৈরি করেছিল। ১৯৭৭, ১৯৮০, ১৮৮৪, ১৯৮৯, ১৯৯১, ১৯৯৬, ১৯৯৮, ১৯৯৯, ২০০৪ এবং ২০০৯ সালগুলো ছিল ফরোয়ার্ড ব্লকের টানা ১০ বারের জয় জয়াকারের সাক্ষী। তৃণমূলের কাছে আসনটি চলে যায় ২০১৪ সালে। ২০১৯ ও ২০২৪ সালে এখানকার সিকেন্দার হয়ে ওঠে বিজেপি। গত লোকসভায় এখানে মোট ভোটার ছিল ১৮,২৩,১২০ জন। যার মধ্যে বিজেপি পেয়েছিল ৪০.৩৪% বা ৫,৭৮,৪৮৯টি ভোট। পক্ষান্তরে তৃণমূলের প্রাপ্তি ছিল ৩৯.১৫% অথবা ৫,৬১,৪১০ জনের আস্থা। ফলে পদ্মফুলের এই জয়ের মার্জিন ছিল ১৭,০৭৯টি ভোট।

২০১৪ ও ২০২৪ সালে তৃণমূল জিতেছিল রাজ্যের অপর ব্রাত্য ভূমি বাঁকুড়া লোকসভা আসনে। সর্বশেষ লোকসভা নির্বাচনে এখানে সার্বিক ভোটারের সংখ্যা ছিল ১৭,৮০,৫৮০ জন যার মধ্যে তৃণমূল পেয়েছিল ৪৪.৩৩% কিংবা ৬,৪১,৮১৩টি ভোট। পক্ষান্তরে গেরুয়া দলের ঝোলায় আসে ৪২.০৭% অথবা ৬,০৯,০৩৫ জনের পাশে থাকার আশ্বাস। সুতরাং ঘাসফুল এখানে সবুজ আবীর উড়িয়েছিল নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বীর থেকে ৩২,৭৭৮ ভোটের ফারাকে।

বাঁকুড়া লোকসভা থেকে সিপিএমের টিকিটে জিতেছিলেন বাসুদেব আচারিয়া। দেশের সংসদীয় রাজনীতিতে তাঁর গ্রহণযোগ্যতা ছিল প্রকৃতই প্রশ্নাতীত। ভারতের রেলওয়ে স্ট্যান্ডিং কমিটির চেয়ারম্যান হিসেবে বাসুদেব আচারিয়া ছিলেন সারা দেশের এক উজ্জ্বলতম জ্যোতিষ্ক। এখানে ১৯৫২, ১৯৬২, ১৯৭২ সালে কংগ্রেস, ১৯৬৭ সালে সিপিআই এবং ১৯৭৭ সালে জনতা পার্টির জয় পরিলক্ষিত হয়েছিল। এরপর ৯ বার পরপর সিপিএম বিজয়ী হয় ১৯৮০, ১৯৮৪, ১৯৮৯, ১৯৯১, ১৯৯৬, ১৯৯৮, ১৯৯৯, ২০০৪ এবং ২০০৯ সালে। বিজেপি এই সিট ছিনিয়ে নেয় ২০১৯ সালে।

রাজ্যে শেষবার বিধানসভা ভোট অনুষ্ঠিত হয় ২০২১ সালে। পুরুলিয়া লোকসভা অন্তর্গত বাঘমুন্ডি এবং মানবাজার আসনে তৃণমূল জিতেছিল ১৩,৭৩৫ আর ১৫,৪৯০ ভোট বেশি পেয়ে। বিজেপি জিতে গিয়েছিল বলরামপুর, জয়পুর, কাশীপুর পারা এবং পুরুলিয়া কেন্দ্রে যথাক্রমে ২৭৩, ১২,১০২, ৭২৪০, ৩,৪৯৯ ও ৬,৫৮৫ ভোট অতিরিক্ত পেয়ে।

বাঁকুড়া লোকসভা অন্তর্ভুক্ত ৭টি বিধানসভা আসনগুলো হল রানিবাঁধ, রাইপুর, তালড্যাংরা, রঘুনাথপুর, শালতোড়া, ছাতনা এবং বাঁকুড়া। ২০২১ সালের বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপির জয় সুনিশ্চিত হয়েছিল রঘুনাথপুর, শালতোড়া, ছাতনা আর বাঁকুড়া আসনে পর্যায়ক্রমে ৫,৩২৩, ৪,১৪৫, ৭,১৬৭ ও ১,৪৬৮ ভোট পার্থক্যে। রানিবাঁধ, রাইপুর, তালড্যাংরা কেন্দ্র তৃণমূল দখল করে নেয় ৩,৯৩৯, ১৯৩৯৮ সহ ১২,৩৭৭ ভোট অধিক পেয়ে যাওয়ায়।

আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনী লড়াইয়ে পূর্বগত তথ্য যাই দাবি করুক না কেন দুটি লোকসভা অঞ্চল মিলিয়ে মোট ১৪টি সিটের ভিতরে তৃণমূলের ৫–৬টি আসন পাওয়াটা এই মুহূর্তে অনেকটা দুঃসাধ্য হয়ে উঠেছে। বরং বিজেপি নিজেদের এই সমস্ত এলাকায় গুছিয়ে নামতে পারলে অন্তত ১০টিরও বেশি আসন পাওয়ার ক্ষেত্র তৈরি করতে পারবে। একেতে শাসক পক্ষের লাগাতার অনুন্নয়ণের বঞ্চনা সঙ্গে দলগত অত্যাচার, তোলাবাজি সহ এসআইআরয়ের একেবারে শেষ স্পেলের অপ্রত্যাশিত বজ্র আঁটুনি বিজেপিকে লাল মাটির দেশ এখনও পর্যন্ত অনেকটা গুড বুকেই রেখেছে। তবে গণনার দিনে টিএমসি চমক ঘটিয়ে বাজিমাত করতে পারবে কিনা তা সুনির্দিষ্ট সময়ই উত্তর দেবে।

উত্তরের আঙিনায়

রাজ্য বীমা চিকিৎসালয় এর শুভ সূচনা

জয়ন্ত চক্রবর্তী, শিলিগুড়ি : ৫ মার্চ পশ্চিমবঙ্গ সরকারের শ্রম দপ্তরের আর্থিক সহায়তায় কর্মচারী রাজ্য বীমা প্রকল্পের আওতায় শিলিগুড়ির অদূরে অবস্থিত দার্জিলিং জেলার অন্তর্গত দাগাপুর শ্রমিক ভবন থেকে কোচবিহারে নবনির্মিত রাজ্য বীমা চিকিৎসালয় এর শুভ সূচনা হয়।

উক্ত চিকিৎসালয়ের উদ্বোধন করেন পশ্চিমবঙ্গ সরকারের আইন বিভাগ, বিচার বিভাগ এবং শ্রম দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মলয় ঘটক। উপস্থিত ছিলেন শিলিগুড়ি পুর নিগমের মেয়র গৌতম দেব ও সংশ্লিষ্ট দপ্তরের আধিকারিকবৃন্দ। এই চিকিৎসালয় হওয়াতে এলাকার শ্রমিক বন্ধুদের চিকিৎসার নুতন দিগন্ত খুলবে বলে অনেকের অভিমত।

২৭ ফেব্রুয়ারি শিলিগুড়ি পুর নিগমের পক্ষ থেকে শহরের দেশবন্ধু পাড়ার জোৎসনাময়ী উচ্চতর বালিকা বিদ্যালয়ের সার্বিক উন্নয়নের লক্ষ্যে বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের হাতে ৫০ হাজার টাকার আর্থিক সহায়তার চেক আনুষ্ঠানিকভাবে তুলে দেন শিলিগুড়ি পুর নিগমের মেয়র গৌতম দেব।

রিলিজ বিএলও

নিজস্ব প্রতিনিধি : এতদিন যাঁরা স্পেশাল ইনটেনসিভ রিভিশনের(সার) মূল দায়িত্ব পালন করছিলেন, সেই বুথ লেভেল অফিসারদের তাঁদের একাংশকে ৫ মার্চ থেকে রিলিজ করা শুরু করলো রাজ্যের মুখ্য ইলেকটোরাল অফিস। সেই মর্মে সংশ্লিষ্ট ইলেক্টোরাল রেজিস্ট্রেশন অফিসাররা(ইআরও) তাঁদের শংসাপত্র দিচ্ছেন। তবে প্রয়োজন অনুযায়ী, রাজ্যে বিধানসভা নির্বাচনের সময় শর্ট নোটিশে তাঁদের ফের ডাকা হতে পারে বলে জানা যাচ্ছে। তবে এবার থেকে এই বিএলও শিক্ষক–শিক্ষিকারা স্কুলে সবকটি ক্লাস নেওয়াতে মনোনিবেশ করবেন, এটাই আশা করা যাচ্ছে। এতোদিন রাজ্যের অধিকাংশ স্কুলে দৈনিক ৮টি ক্লাসের জায়গায় ৩–৪টি ক্লাস হচ্ছিল।

চাম্পাহাটিতে রঙের উৎসব

নিজস্ব প্রতিনিধি : শীত বিদায় জানিয়ে বসন্তের আগমনে রঙের উৎসবে মাতল চাম্পাহাটির তাঞ্জর ড্যান্স অ্যাকাডেমি। তানজর ড্যান্স অ্যাকাডেমি উদ্যোগে চাম্পাহাটি এলাকায় সাড়ম্বরে পালিত হল বসন্ত উৎসব বা দোল উৎসব। এই দিন সকাল থেকে চাম্পাহাটির রাস্তায় বাসন্তী শাড়ী ও পাঞ্জাবি পরা তরুণ–তরুণী ও স্থানীয় বাসিন্দাদের ভিড় চোখে পড়ে। আবিরের রঙে রাঙিয়ে দেওয়া হয় সবাইকে। এদিন স্থানীয় অগ্রণী সংঘ সাংস্কৃতিক মঞ্চে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ওরে গৃহবাসী গানটির ও ও পরিবেশনের মাধ্যমে বসন্ত উৎসবের সূচনা হয়।আবির খেলা কোকিলের ডাক, পলাশ ও শিমুল ফুলের সাজে চম্পাহাটিতে এক উৎসবমুখর পরিবেশ তৈরি হয়। স্থানীয় বাসিন্দারা একে অপরকে রঙের আবির দিয়ে শুভেচ্ছা বিনিময় করেন। সামাজিক সম্প্রীতির এই উৎসব চম্পাহাটির মানুষের কাছে এক মিলন উৎসব হিসাবে গণ্য হয়। কোলাহল মুক্ত শান্ত পরিবেশের রবীন্দ্রনাথের বসন্ত গীতিনাট্য ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে এই আয়োজন অনন্য রূপ নেয়।

২৭ ফেব্রুয়ারি সন্ধ্যায় দোল উপলক্ষ্যে কলকাতা প্রেস ক্লাব আয়োজিত ‘ফাগুনিয়া’ নামক একটি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। প্রতি বছরের মতো এবারও ক্লাব প্রাঙ্গণে বিভিন্ন সময় শিল্পীদের গান, কথায়, নাচের মাধ্যমে সেজে ওঠে। প্রেস ক্লাবের সম্পাদক কিংশুক প্রামাণিকের করা শুভ সূচনা পর্ব থেকে অনুষ্ঠানটি শেষ পর্ব পর্যন্ত সুন্দর উপস্থাপন করেন দেবযানী লাহা ঘোষ।

সেলফি তুলুন, রেলওয়ানে ভ্রমণ করুন

নিজস্ব প্রতিনিধি : রেল ভ্রমণের ডিজিটাল রূপান্তরকে ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে পূর্ব রেল ৬ থেকে ১২ মার্চ সমগ্র জোন জুড়ে বিশাল সপ্তাহব্যাপী ‘রেলওয়ান’ অ্যাপ ইনস্টলেশন অভিযান শুরু করছে। এই উদ্যোগের মূল লক্ষ্য হল প্রথাগত যাতায়াত ব্যবস্থা এবং স্মার্ট রেল ব্যবস্থাপনার মধ্যে দূরত্ব ঘুচিয়ে প্ল্যাটফর্মেই সরাসরি রেলওয়ান ইকোসিস্টেম পৌঁছে দেওয়া। স্কাউটস অ্যান্ড গাইডস ভলান্টিয়াররা এবং মাঠ পর্যায়ের কর্মীরা সরাসরি সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছাবেন এবং এই অ্যাপের সুবিধাগুলি সম্পর্কে অবহিত করবেন।

এই অভিযানটি অত্যন্ত দৃশ্যমান এবং ইন্টারঅ্যাক্টিভ করার পরিকল্পনা করা হয়েছে। গুরুত্বপূর্ণ রেলওয়ে স্টেশনগুলিতে বিশেষ প্রমোশনাল বুথ স্থাপন করে সেগুলির ভোলবদল করা হবে। প্রতিটি বুথে ব্র্যান্ডেড ক্যানোপি টেন্ট, হেল্প ডেস্ক এবং আসন ব্যবস্থা থাকবে যাতে যাত্রীদের অ্যাপ ডাউনলোড করতে এবং যেকোনো সমস্যার সমাধানে সহায়তা করা যায়। বর্তমান সোশ্যাল মিডিয়ার যুগের সঙ্গে তাল মিলিয়ে পূর্ব রেল প্রধান জংশনগুলিতে প্রাণবন্ত ফ্যাসিলিটেটিং জোন বা সহায়তা কেন্দ্র গড়ে তুলছে।

রেল প্রশাসন নিবিড় প্রচারের জন্য বেশ কিছু প্রধান স্টেশন চিহ্নিত করেছে। যেমন শিয়ালদহ বিভাগে শিয়ালদহ, দমদম জংশন, নৈহাটি জংশন এবং কাঁচরাপাড়া। হাওড়া বিভাগে হাওড়া, ব্যান্ডেল জংশন, বর্ধমান জংশন এবং রামপুরহাট। আসানসোল বিভাগে আসানসোল, দুর্গাপুর এবং জসিডি। মালদা বিভাগে মালদা টাউন, ভাগলপুর, সাহেবগঞ্জ এবং জামালপুর।

শুধুমাত্র সাধারণ যাত্রীদের ওপর সীমাবদ্ধ না থেকে এই অভিযানটি একটি ৩৬০–ডিগ্রি বা সর্বাঙ্গীণ দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করেছে। বাণিজ্যিক কর্মীদের বিশেষভাবে ডিজিটাল অ্যাম্বাসেডর হিসেবে নিযুক্ত করা হবে। যারা সাধারণ মানুষকে এই অ্যাপের বিভিন্ন ফিচার বা বৈশিষ্ট্যগুলি বুঝতে পথপ্রদর্শক হিসেবে কাজ করবেন। বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য যে, পূর্ব রেল প্রশাসন জোর দিয়ে জানিয়েছে যে এটি কেবল ভ্রমণকারী সাধারণ মানুষের জন্য নয়। রেলকর্মীদেরও রেলওয়ান অ্যাপ গ্রহণে উদ্বুদ্ধ করার জন্য একটি সমান্তরাল অভিযান চালানো হচ্ছে, যাতে রেলের কর্মীবাহিনীও তাদের প্রদত্ত পরিষেবার মতোই ডিজিটাল প্রযুক্তিতে দক্ষ হয়ে ওঠেন। প্রচারের গতি বজায় রাখতে নিরবচ্ছিন্নভাবে স্টেশন ঘোষণা করা হবে, যা যাত্রীদের হাতের মুঠোয় থাকা সহজ টিকিট বুকিং, রিয়েল–টাইম ট্রেন ট্র্যাকিং এবং অভিযোগ প্রতিকারের সুবিধাগুলি স্মরণ করিয়ে দেবে।

পূর্ব রেলের মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক শিবরাম মাঝি জানিয়েছেন, “আমাদের লক্ষ্য হল এই ডিজিটাল যাত্রায় কোনো যাত্রী বা কর্মচারী যেন পিছিয়ে না থাকেন। ‘রেলওয়ান’ কেবল একটি অ্যাপ নয়, এটি ভারতীয় রেলের ভবিষ্যৎ, আর আমরা সেই ভবিষ্যৎকে সরাসরি স্টেশনের দোরগোড়ায় নিয়ে আসছি।”

এস আই আর–এ ভোটারের নাম বাদ দেওয়ার প্রতিবাদে কলকাতায় ধর্ণায় বসলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

ছবি : অরুণ লোধ

নো এসআইআর, নো ভোট: শমীক

নিজস্ব প্রতিনিধি : ৬ মার্চ হাওড়া সদরে বিজেপির পরিবর্তন যাত্রায় অংশ নেন দলের রাজ্য সভাপতি এবং রাজ্যসভার সাংসদ শমীক ভট্টাচার্য। এদিন তিনি ধর্মতলায় মুখ্যমন্ত্রীর ধর্না এবং এসআইআরের নাম বাতিল নিয়ে তৃণমূলকে তীব্র কটাক্ষ করে বলেন, ‘মুখ্যমন্ত্রী ধর্নায় বসতেই পারেন। তিনি চান অনুব্রবেশকারী এবং রোহিঙ্গাদের নাম ভোটার তালিকায় থাকুক। তবে আমরাও এসআইআর ছাড়া ভোটে অংশ নেব না। চূড়ান্ত তালিকা প্রকাশের পর দেখা গিয়েছে ৬০ লক্ষ নাম বিবেচনাধীন আছে। বাম এবং কংগ্রেস এই বিবেচনাধীন নামের ফয়সালা না হওয়া পর্যন্ত ভোট চাইছে না।’ এ ব্যাপারে বিজেপি রাজ্য সভাপতি বলেন, ‘বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের বিভিন্ন স্ট্যান্ড আছে। তবে নির্বাচন কমিশন সঠিক পদক্ষেপের মাধ্যমে স্বচ্ছ ভোটার তালিকা তৈরি করবে।’ শমীক ভট্টাচার্য্য এদিন সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে এসআইআর ইস্যুতে মুখ্যমন্ত্রীর ধর্নায় বসা প্রসঙ্গে বলেন, ‘মুখ্যমন্ত্রী ধর্নায় আগেও বসেছেন। মুখ্যমন্ত্রী ধর্নায় বসতেই পারেন, মুখ্যমন্ত্রী দিল্লিও যেতে পারেন, আরেকবার সুপ্রিম কোর্টেও যেতে পারেন, মুখ্যমন্ত্রী ম্যারাথন দৌড়েও অংশগ্রহণ করতে পারেন, কিন্তু তারপরেও এসআইআর হবে। নো এসআইআর, নো ভোট। পশ্চিমবঙ্গের ভোটার লিস্ট থেকে বাংলাদেশী জামাতিদের এবং রোহিঙ্গাদের নাম বাদ দিতে হবে। যারা মৃত ভোটারদের এখনও মায়া কাটিয়ে উঠতে পারেননি, তাদের এরা রেখে দিতে চাইছে। তাদের নিয়ে নির্বাচন হবেনা। মুখ্যমন্ত্রীর ভোটের এজেন্ডা ও আমাদের দলের এজেন্ডাও মানুষের জানা আছে। প্রত্যেক রাজনৈতিক দলেরই কথা বলার অধিকার আছে। হাওড়াতে বিভিন্ন জায়গায় আমাদের দলের বিএলএ–২–রা আক্রান্ত হচ্ছেন। বিএলওদের দিয়ে পরিকল্পিতভাবে প্রকৃত ভোটারের উপর প্রশ্নচিহ্ন লাগিয়ে নাম বাদ দিয়ে তাদের লাইনে দাঁড় করিয়েছে। এটা দিদিমণির চক্রান্ত। আমাদের দাবি, মাঝখানে এসআইআর বন্ধ করতে দেওয়া যাবে না।’ প্রসঙ্গত, বাংলায় তৃণমূল সরকারের পরিবর্তনের ডাক দিয়ে এবং বিকশিত পশ্চিমবঙ্গের লক্ষ্যে ভারতীয় জনতা পার্টির তরফ থেকে রাজ্যব্যাপী যে পরিবর্তন যাত্রা চলছে, হাওড়া সদর জেলায় শুক্রবার ৬ মার্চ ওই পরিবর্তন যাত্রা অনুষ্ঠিত হয়। এদিন প্রায় ৯০ কিমি যাত্রাপথে ৭টি বিধানসভা কেন্দ্র ধরে ওই পরিবর্তন যাত্রা কর্মসূচি পালিত হয়। সকালে পাঁচলার ধামসিয়া মোড়ে এক জনসভার মাধ্যমে এর সূচনা হয়। পথে আন্দুল বাজার, চুনাভাটি ইন্দাস হসপিটাল, ইছাপুর জলের ট্যাঙ্ক মোড়ে ছোট সভার সাথে বালিখালে জনসভার মাধ্যমে সমাপ্তি ঘটে এই পরিবর্তন যাত্রার।

ঘুসুড়ি ধামে ঐতিহ্যবাহী দোল

নিজস্ব প্রতিনিধি : রঙের উৎসব হোলি। এই হোলিতে হাওড়ার ঘুসুড়ির শ্যাম মন্দিরে উপচে পড়লো ভিড়। ঐতিহ্য ও পরম্পরা মেনে হোলির শুভক্ষণে হাওড়ার ঘুসুড়ির শ্যাম মন্দিরে ৩ মার্চ সকাল থেকে লক্ষ লক্ষ ভক্তের সমাগম ঘটে। নারী–পুরুষ নির্বিশেষে প্রচুর মানুষ এসে হোলি উদযাপন করে। ভক্তদের উপস্থিতিতে মন্দির চত্বর হয়ে ওঠে এক টুকরো বৃন্দাবন।

স্ট্যাচুর উদ্বোধন

নিজস্ব প্রতিনিধি : বাঁকুড়া গঙ্গাজলঘাটি দুর্লভপুর মোড় সংলগ্ন এলাকায় তৃণমূল শ্রমিক ভবনের সামনে প্রয়াত প্রবীণ নেতা সুধাংশু শেখর তেওয়ারি (নাটুদা)–র স্ট্যাচুর উদ্বোধন করলেন বাঁকুড়া লোকসভার সাংসদ অরূপ চক্রবর্তী। আইএনটিটিইউসি জেলা সভাপতি রথীন ব্যানার্জির নেতৃত্বে এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বড়জোড়ার বিধায়ক অলক মুখার্জি, তালডাংরা বিধায়ক ফাল্গুনী সিংহ বাবু, বিশিষ্ট সমাজসেবী গৌতম মিশ্র সহ জেলার রাজনৈতিক, সাংগঠনিক নেতৃত্ববৃন্দ ও প্রয়াত নাটুদার পরিবারের মানুষজন।

হ্যান্ডলুম ও হস্তশিল্পের পর্যালোচনায় বস্ত্রমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি : কেন্দ্রীয় বস্ত্রমন্ত্রী গিরিরাজ সিং ৬ মার্চ কলকাতায় হ্যান্ডলুম, হস্তশিল্প ও পাট দফতরের কর্মকর্তা ও অংশীদারদের সঙ্গে একটি পর্যালোচনা বৈঠকে সভাপতিত্ব করেন। উদ্ভাবন, বৈচিত্র্য এবং মূল্য সংযোজনের মাধ্যমে ঐতিহ্যবাহী বস্ত্র শিল্পকে শক্তিশালী করার কৌশল নিয়ে এই বৈঠকে আলোচনা হয়।

বৈঠকে হ্যান্ডলুম ও হস্তশিল্প ক্ষেত্রের কর্মকর্তা, বস্ত্র মন্ত্রকের আঞ্চলিক কার্য্যালয়, জুট বোর্ড, সেন্ট্রাল রিসার্চ ইনস্টিটিউট ফর জুট অ্যান্ড অ্যালাইড ফাইবার্স, ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব ন্যাচারাল ফাইবার ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড টেকনোলজি এবং ইন্ডিয়ান জুট ইন্ডাস্ট্রিজ রিসার্চ অ্যাসোসিয়েশন –সহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন।

পাটের ক্রমবর্ধমান সম্ভাবনার কথা উল্লেখ করে মন্ত্রী বলেন, বৈচিত্র্যময় এবং মূল্য সংযোজিত পণ্যের বিকাশের মাধ্যমে এই ক্ষেত্রের দ্রুত পরিবর্তন ঘটছে। এই উপলক্ষে তিনি পাটভিত্তিক একটি কাপড়ে তৈরি মোদি জ্যাকেট এবং দোপাট্টা পরিধান করেন। জুট শিল্পে তৈরি এই কাপড়ে ৬০% পাটের সঙ্গে তুলা ও ভিসকোসের সংমিশ্রণ রয়েছে, যা পরিধানযোগ্য বস্ত্রে পাটের ক্রমবর্ধমান ব্যবহারকে তুলে ধরে। তিনি জানান, ঐতিহ্যগতভাবে পাট মূলত ব্যাগের মতো প্যাকেজিং উপকরণের সঙ্গে যুক্ত ছিল। তবে, বর্তমানে এই ক্ষেত্রটি ক্রেতাদুরস্ত ফ্যাশন পোশাক ও আধুনিক বস্ত্র ব্যবহারের ক্ষেত্রেও প্রসারিত হয়েছে। বৈচিত্র্যের গুরুত্বের ওপর জোর দিয়ে বলেন, পাটভিত্তিক কাপড় ও নতুন প্রজন্মের তন্তু বিকাশের মাধ্যমে কৃষক, কারিগর এবং শিল্পের অংশীজনদের জন্য আরও বেশি মূল্য সৃষ্টির সুযোগ তৈরি হবে।

মন্ত্রী এও বলেন, পাট ও অন্যান্য প্রাকৃতিক তন্তুতে প্রযুক্তি গ্রহণ, উদ্ভাবন ও বৈচিত্র্যকে উৎসাহিত করার উদ্যোগ ‘ভোকাল ফর লোকাল’ এবং ‘আত্মনির্ভর ভারত’–এর ভাবনাকে শক্তিশালী করবে। এই উদ্যোগগুলির মাধ্যমে তাঁতি, কারিগর এবং পাটচাষিদের ক্ষমতায়ন হবে এবং ভারতের ঐতিহ্যবাহী বস্ত্র ক্ষেত্রের আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতা সক্ষমতাও বৃদ্ধি পাবে। সরকারের প্রতিশ্রুতি পুনর্ব্যক্ত করে বলেন, হ্যান্ডলুম, হস্তশিল্প ও পাটের মতো ক্ষেত্রগুলির বিপুল সম্ভাবনা রয়েছে। এগুলি দেশের লক্ষ লক্ষ কারিগর ও শ্রমিকের জন্য কর্মসংস্থান এবং আয় বৃদ্ধির প্রধান চালিকাশক্তি হয়ে উঠতে পারে। বৈঠকে চলমান বিভিন্ন উদ্যোগের অগ্রগতি পর্যালোচনা করা হয় এবং এই ক্ষেত্রের উদ্ভাবন, গবেষণা, বাজার সম্প্রসারণ ও পণ্য বৈচিত্র্য আরও এগিয়ে নেওয়ার উপায় নিয়ে আলোচনা করা হয়।

নতুন কংক্রিট ব্রিজ

নিজস্ব প্রতিনিধি, গঙ্গাসাগর : দক্ষিণ ২৪ পরগনার গঙ্গাসাগরের যমুনাখালীবাসীর দীর্ঘ ৩০ বছরের যন্ত্রণার অবসান হতে চলেছে। রাজ্য সরকারের তৎপরতায় যমুনাখালীতে শুরু হল নতুন কংক্রিট ব্রিজ তৈরির কাজ। প্রায় ৫ কোটি টাকা ব্যয়ে নির্মিত এই প্রকল্পটি এলাকার যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নত করবে। প্রায় ৫ কোটি টাকা খরচে সুন্দরবন উন্নয়ন দপ্তর থেকে তৈরি করা হচ্ছে। কাজ শেষ হতে সময় লাগবে প্রায় ৩ বছর। জানা গেছে, প্রায় তিন দশক আগে যমুনাখালীতে একটি ব্রিজ নির্মিত হয়েছিল। রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে বর্তমানে সেটি অত্যন্ত জীর্ণ ও বিপজ্জনক অবস্থায় পড়ে রয়েছে। সাধারণ মানুষকে প্রতিদিন জীবনের ঝুঁকি নিয়ে যাতায়াত করতে হত। নতুন ব্রিজটি তৈরি হলে ধসপাড়া সুমতিনগর ১ এবং ধসপাড়া সুমতিনগর ২ ও রামকরচর গ্রাম পঞ্চায়েতের কয়েক হাজার মানুষ সরাসরি উপকৃত হবেন। স্কুল–কলেজের ছাত্রছাত্রীরা নিরাপদে যাতায়াত করতে পারবে। এলাকায় খুব সহজেই অ্যাম্বুলেন্স পৌঁছাতে পারবে, যা জরুরি অবস্থায় রোগীদের প্রাণ বাঁচাতে সাহায্য করবে। এলাকার কৃষিজ পণ্য ও ব্যবসা–বাণিজ্যের পরিবহন ব্যবস্থা আরও উন্নত হবে। সুন্দরবন উন্নয়ন মন্ত্রীর তৎপরতায় এই ব্রিজের কাজ শুরু হওয়ায় খুশির হাওয়া এলাকায়। রবিবার সেই শুরু হওয়া কাজের অগ্রগতি খতিয়ে দেখেন সুন্দরবন উন্নয়ন মন্ত্রী বঙ্কিমচন্দ্র হাজরা। স্থানীয় বাসিন্দাদের মতে, এই ব্রিজটি কেবল কংক্রিটের কাঠামো নয়, বরং এলাকার উন্নয়নের জীবনরেখা হয়ে উঠবে।

নতুন দমকল কেন্দ্র

পার্থ কুশারী, বারুইপুর : বাজি বিস্ফোরণের ফলে প্রায়ই ঘটতে থাকে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা। আর এর ফলে একদিকে যেমন প্রাণহানির ঘটনা ঘটে অন্যদিকে তেমনি বাজি কারখানাও ভস্মিভূত হয় বিস্ফোরণের আগুনে। তবে কাছাকাছি কোন দমকল কেন্দ্র এতদিন ছিল না বলেই অগ্নিকাণ্ডের ফলে আগুন নেভাতে যথেষ্ট সমস্যার মুখে পড়তে হত স্থানীয় বাজি ব্যাবসায়ীদের। ৮ কিলোমিটার দূরে বারুইপুর ফুলতলা থেকে যেত দমকল। ততক্ষণে শেষ অগ্নিদগ্ধ কারখানা। সেই সমস্যা থেকে মুক্তি পেতে এবার বারুইপুরের চম্পাহাটির হাড়ালে তৈরি করা হচ্ছে একটি দমকল কেন্দ্র। যে দমকল কেন্দ্রটি ২টি পাম্পিং স্টেশন নিয়ে তৈরি করা হবে।

বৃহস্পতিবার এই দমকল কেন্দ্রের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করেন বারুইপুরের বিধায়ক বিভাস সরদার। প্রায় ৩৩ শতক জায়গার উপরে গড়ে উঠবে দোতলা একটি ভবন। আগামী ১৪ মাসের মধ্যে এই কাজ সম্পন্ন করা হবে এমনটাই প্রশাসনিক সূত্রে খবর। তার জন্য প্রকল্পের ব্যয় ধরা হয়েছে ১০ কোটি টাকা। এই কাজে খুশি বাজি ব্যাবসায়ীরা।

নির্দিষ্ট দিনে বসন্ত উৎসব বিশ্বভারতীর

বিশাল দাস : বিগত কয়েক বছর ধরেই দোল পূর্ণিমার দিন আর বসন্ত উৎসব আয়োজিত হচ্ছে না শান্তিনিকেতনের বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়–এ। তার পরিবর্তে দোলের আগে বা পরে নির্দিষ্ট একটি দিনে এই ঐতিহ্যবাহী উৎসব পালন করছে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। সেই ধারাবাহিকতায় ৬ মার্চ শান্তিনিকেতনের গৌড় প্রাঙ্গণে আয়োজন করা হয় চলতি বছরের বসন্ত উৎসব। বিশ্বভারতীর বিভিন্ন ভবনের পড়ুয়াদের পাশাপাশি বিশেষ করে সংগীত ভবনের ছাত্রছাত্রীরাও এই উৎসবে সক্রিয়ভাবে অংশ নেন। রবীন্দ্রসঙ্গীত ও নৃত্যের মধ্য দিয়ে বর্ণিল পরিবেশে শুরু হয় বসন্তকে বরণ করার এই অনুষ্ঠান। ‘খোল দ্বার খোল, লাগলো যে দোল’ গানের সুরে উৎসবের সূচনা হয়, যা বসন্তের আগমনী আবহকে আরও উজ্জ্বল করে তোলে।

তবে এ বছরের বসন্ত উৎসবে বহিরাগতদের প্রবেশের উপর কড়া

নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়। এমনকি বিশ্বভারতীর প্রাক্তন শিক্ষার্থীদেরও প্রবেশাধিকার দেওয়া হয়নি। শুধুমাত্র বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্তমান পড়ুয়া, শিক্ষক এবং সংশ্লিষ্টদের নিয়েই সীমিত পরিসরে অনুষ্ঠানটি সম্পন্ন করা হয়। বিশ্বভারতী কর্তৃপক্ষের মতে, দোল পূর্ণিমার দিনে শান্তিনিকেতনে বিপুল পরিমাণ পর্যটক ও দর্শনার্থীর ভিড় জমে। অতিরিক্ত ভিড়ের ফলে শৃঙ্খলা রক্ষা এবং ঐতিহ্যবাহী পরিবেশ বজায় রাখা কঠিন হয়ে পড়ে। পাশাপাশি ইউনেস্কোর ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ তালিকাভুক্ত এই ঐতিহাসিক শিক্ষাঙ্গনকে সুরক্ষিত রাখার স্বার্থেই দোলের দিনে বসন্ত উৎসব আয়োজন থেকে বিরত থাকার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। তাই এখন দোলের দিন নয়, বরং নির্দিষ্ট দিনে সীমিত পরিসরে বসন্ত উৎসবের মাধ্যমে শান্তিনিকেতনে বজায় রাখা হচ্ছে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রবর্তিত এই ঐতিহ্যবাহী সংস্কৃতি ও উৎসবের।

ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে সচেতনতা শিবির

রুমা খাতুন : বর্ধমান শহরের একটি বেসরকারি অনুষ্ঠান ভবনে মাড়োয়ারি বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্যোগে এবং ‘মাই কেরিয়ার’ সংস্থার সহযোগিতায় আয়োজিত হল এক বিশেষ সংবর্ধনা ও আলোচনা সভা। বর্তমান সময়ে ছাত্রছাত্রীরা কোন বিষয়ে পড়াশোনা করলে ভবিষ্যতে সফলতা অর্জন

করতে পারে, কীভাবে বেকারত্ব দূর করা সম্ভব এবং শিক্ষার বহুমুখী দিক নিয়ে সচেতনতা বৃদ্ধি—এইসব বিষয়কে সামনে রেখেই কর্মসূচির আয়োজন করা হয়।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন গুজরাটের মাড়োয়ারি বিশ্ববিদ্যালয়ের –এর দুই আধিকারিক সহ বিভিন্ন বিভাগের শিক্ষক–শিক্ষিকা ও ফ্যাকাল্টি সদস্যরা। বর্ধমান জেলা ও পার্শ্ববর্তী জেলার বহু শিক্ষক এই অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন। তাঁদের শিক্ষা ক্ষেত্রে অবদানের স্বীকৃতি স্বরূপ বিশেষভাবে সংবর্ধনা ও সম্মাননা প্রদান করা হয়। আলোচনা সভায় বক্তারা শিক্ষার্থীদের সার্বিক উন্নয়ন, দক্ষতা বৃদ্ধি, আধুনিক শিক্ষার সুযোগ এবং কর্মসংস্থানের বিভিন্ন দিক নিয়ে বিস্তারিত তথ্য তুলে ধরেন। পড়াশোনা শুধুমাত্র নির্দিষ্ট চাকরির মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়—প্রযুক্তি, ম্যানেজমেন্ট, স্বাস্থ্য পরিষেবা, গবেষণা ও উদ্যোক্তা হওয়ার মতো একাধিক ক্ষেত্রেই এখন বিপুল সম্ভাবনা রয়েছে বলেও জানান বক্তারা।

আয়োজকদের পক্ষ থেকে জানানো হয়, ছাত্রছাত্রীদের সঠিক দিশা দেখাতে এবং ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা গড়ে তুলতে এই ধরনের কর্মসূচি আগামী দিনেও চালিয়ে যাওয়া হবে। মাইকেরিয়ার সংস্থার কো ফাউন্ডার আফতাবউদ্দিন মণ্ডল জানান, ‘এই কর্মসূচি রাজ্যব্যাপী চলবে। ছাত্রছাত্রীরা এখানে সব রকমের সুযোগ সুবিধা পাবেন।’

জল পরীক্ষা আয় লক্ষাধিক

নিজস্ব প্রতিনিধি: কলকাতা পৌর এলাকার বিভিন্ন রাস্তার ধারে খাবারের দোকানে কেমন পানীয় জল ব্যবহার করা হচ্ছে। জলের নমুনা কলকাতা পৌরসংস্থার কেন্দ্রীয় জল পরীক্ষাগারে বিশ্লেষণ করে ভালো মতো ত্রুটি ধরা পড়েছে। পৌর সূত্রে খবর, ২০২৫-২৬ অর্থবর্ষে কলকাতা পৌরসংস্থার কেন্দ্রীয় পরীক্ষাগারে প্রাইভেট ও বুস্টার পাম্পিং স্টেশনসহ সর্বমোট ২,৬১৯টি জলের নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে। যার সূত্রে জরিমানা বাবদ পৌর স্বাস্থ্য পরিষেবা দপ্তর ১৪ লক্ষ ৩৯ হাজার ৫০০ টাকা রাজস্ব আয় করেছে।

কলকাতা পৌর স্বাস্থ্য দপ্তর সূত্রে জানা যায়, জলের নমুনাগুলির মধ্যে রাস্তার ধারের ভাতের হোটেল, রেস্তোরাঁর জলও রয়েছে। সংগ্রহ করা জল ল্যাবে বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। তাতে বেশ কয়েকটিতে ত্রুটি ধরা পড়েছে। কিছু নমুনা এফএসএসএআইয়ের শর্ত মেনে গুণগত মানও বজায় রাখা হয়নি একাধিক হোটেলের। এদের থেকে জরিমানা আদায় করা হয়েছে। কলকাতা পৌরসংস্থার উপমহানাগরিক স্বাস্থ্য পরিষেবা দপ্তরের মেয়র পারিষদ অতীন ঘোষ বলেন, জলের নমুনা পরীক্ষা করে বেশ ক"বছর ধরেই রাজস্ব আসছে পৌর কোষাগারে। যা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে।

তবে পৌর তথ্যানুযায়ী, ২০২৪-২৫ অর্থবর্ষের ১ জানুয়ারি থেকে ১৪ ডিসেম্বর পর্যন্ত সময়কালে ১,০১৯টি ব্যক্তিগত ভাবে সংগৃহীত নমুনাসহ মোট ৩,১৮৫ টি জলের নমুনা পৌর সেন্ট্রাল ল্যাবরেটরিতে(জল) পরীক্ষা ও বিশ্লেষণ করার বিনিময়ে পৌর স্বাস্থ্য দপ্তর রাজস্ব হিসাবে ২১,৫৪,৩০০ টাকা আয় করতে পেরেছে। এদিকে চলতি বছরের গ্রীষ্মে কলকাতা শহরের বিভিন্ন প্রান্তে ঠাণ্ডা পানীয়ের নামে দূষিত জল ও মাছ-মাংস সংরক্ষণে ব্যবহৃত শিল্পের বরফ না মেশানো হয়, সে বিষয়েও সদাসতর্ক রয়েছে পৌর স্বাস্থ্য পরিষেবা দপ্তর।

নয়া শেরিফ

নিজস্ব প্রতিনিধি : কলকাতা হাইকোর্টের সুপারিশ ক্রমে এবং রাজ্য সরকারের অনুমোদনে ২৭ ফেব্রুয়ারি চিত্রপরিচালক ও প্রযোজক গৌতম ঘোষকে কলকাতা মহানগরের নয়া শেরিফ হিসেবে মনোনীত করা হল। আগামী ১ বছর তিনি এই পদে থাকবে বলে নবান্ন সূত্রে জানা গিয়েছে। শেরিফ হওয়ার প্রতিক্রিয়ায় তিনি জানান, কলকাতা শহরের অতীত ঐতিহ্য দিন-দিন হারিয়ে যাচ্ছে। কলকাতা শহরের সেই হারিয়ে যাওয়া ঐতিহ্যকে পুনরুদ্ধারে উদ্যোগ গ্রহণ করবেন। যদি ক্ষমতা দেওয়া হয়, সেগুলি পুনরুদ্ধারের একটা চেষ্টা করবেন। কাজ করার জন্য কতটা ক্ষমতা পাবেন এটাই এখন বিশদে জানার মূল বিষয়। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, ব্রিটিশ আমল থেকে এ শহরের এটি একটি সম্মানসূচক অরাজনৈতিক পদ। রাজ্যের রাজ্যপাল কলকাতার শেরিফ নিয়োগ করেন।

জঞ্জাল অপসারণে পথে নামলো ৬৯টি মেশিন

নিজস্ব প্রতিনিধি: শহরের অলিগলিপথ থেকে রাজপথ সর্বত্র আরও কার্যকর সাফাই ব্যবস্থার লক্ষ্যে একগুচ্ছ আধুনিক মেশিন রাস্তায় নামালো কলকাতা পৌরসংস্থা। ছোটো আকারের ব্যাটারিচালিত অত্যাধুনিক মেকানিক্যাল সুইপার(স্বয়ংক্রিয় ঝাড়ু) চালু করা হয়েছে, যাতে অপ্রস্ত

লেন ও আবাসিক এলাকার ছোটো রাস্তাও সহজে পরিষ্কার রাখা যায়। আপাতত ২০টি এমন ইলেকট্রনিক মেকানিক্যাল সুইপার কেনা হয়েছে। পাশাপাশি, বড়ো রাস্তার জন্য পুরনো মডেলের মেকানিক্যাল সুইপারের পরিবর্তে আধুনিক স্বয়ংক্রিয় সুইপার আনা হয়েছে। এই বড়ো আকারের মেশিন গুলি এক দিকে যেমন ঝাড়ু দিতে সক্ষম, তেমনই ভ্যাকুয়াম ক্লিনারের মতো ধুলো ও ময়লা শোষণ করতে পারে।

একই সঙ্গে স্প্রিংকলারের মতো রাস্তায় জল ছিটিয়ে ধূলিকণা নিয়ন্ত্রণে ভূমিকা নেবে। এই ধরনের সিএনজিচালিত ২০টি বড় মেশিন ইতিমধ্যেই কেনা হয়েছে। সম্প্রতি এই মেশিনগুলির উদ্বোধন করেন কলকাতা পৌরসংস্থার মহানাগরিক ফিরহাদ হাকিম। কলকাতা পৌরসংস্থার জঞ্জাল বিভাগের এক আধিকারিক জানান, কলকাতা শহরকে আরও পরিচ্ছন্ন ও পরিবেশবান্ধব রাখতে প্রযুক্তি নির্ভর সাফাই ব্যবস্থার ওপর জোর দিচ্ছে পৌর প্রশাসন। ব্যাটারিচালিত ও সিএনজিচালিত হওয়ায় এই গাড়ি মেশিন গুলি তুলনামূলক ভাবে কম দূষণ ছড়াবে বলেও দাবি করা হয়েছে। এই প্রকল্পে প্রায় ৯০ কোটি টাকা ব্যয় করা হয়েছে। কলকাতা পৌরসংস্থা আশা করছে, নতুন এই উদ্যোগের ফলে শহরের অন্দরের গলি থেকে প্রধান সড়ক - সব জায়গাতেই দ্রুত ও আধুনিক উপায়ে সাফাইয়ের কাজ সম্ভব হবে এবং নাগরিকদের জন্য আরও পরিচ্ছন্ন পরিবেশ নিশ্চিত করা যাবে।

বিনোদন কর আদায়ে জোর

কলকাতায় বিনোদন কর কত?

সিনেমা হল : আসন পিছু ২ টাকা(নন এসি), ৪ টাকা(এসি)
মাল্টিপ্লেক্স : আসন পিছু ৪ টাকা
ইন্ডোর শুটিং : দিন প্রতি ৬,০০০টাকা(নন এসি), ৮,০০০(এসি)
আউটডোর শুটিং : দিন প্রতি ৮,০০০টাকা
ক্রিকেট ম্যাচ : প্রতি আসন ১৫ টাকা
ফুটবল ম্যাচ : প্রতি আসন ৫ টাকা
সার্কাস : শো প্রতি ৫০ টাকা
রিয়্যালিটি শো : আসন প্রতি ৩০ টাকা
ক্যাবল টিভি অপারেটর : বছরে ৪,০০০টাকা
সাইবার ক্যাফে : স্ক্রিন প্রতি বছরে ৫০০ টাকা
এফএম রেডিও স্টেশন : বছরে ১০,০০০টাকা
আর্ট গ্যালারি : বছরে ৫,০০০টাকা
ডিস্কোথেক/নাইট ক্লাব : বছরে ২,৫০,০০০ টাকা
অ্যামিজমেন্ট পার্ক : বছরে ৫০,০০০টাকা
ব্রডব্যান্ড সার্ভিস প্রোভাইডার : বছরে ৬,০০০টাকা
ইভেন্ট ম্যানেজার : বছরে ৫,০০০টাকা
হর্সরেস কোর্স : বছরে ৯০,০০০টাকা
ব্যাঙ্কোয়েট হল : বছরে ৬,০০০ টাকা
ম্যারেজ পার্টি : নন এসি ৩,০০০টাকা, এসি ৫,০০০টাকা ইত্যাদি।

নিজস্ব প্রতিনিধি : শহর কলকাতায় অনাদায়ী বিনোদন কর আদায়ে পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে কলকাতা পৌরসংস্থা। শহরের একাধিক রেস্তোরাঁ বা পানশালা বা অনুষ্ঠান বাড়িসহ বিভিন্ন সংস্থাকে বকেয়া বিনোদন করের টাকা মেটাতে নোটিশ পাঠানোর কাজ শুরু হয়েছে। এখনও পর্যন্ত ১০০টিরও বেশি নোটিশ পাঠানো হয়েছে বলে পৌরসংস্থা সূত্রে খবর। নোটিশ পাঠানোর পর বিনোদন করের টাকা মেটানো না হলে ওইসব রেস্তোরাঁ পানশালার মতো সংস্থাগুলিকে কর খেলাপি হিসেবে সরাসরি চিহ্নিত করা হবে এবং ১৯৮০ সালের কলকাতা পৌর আইনানুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়া হবে। জানা গিয়েছে, ২০২৫-২৬ অর্থবর্ষের ১৪ ডিসেম্বর পর্যন্ত কলকাতা পৌরসংস্থার বিনোদন দপ্তরের রাজস্ব আদায়ের পরিমাণ ৮,৭৩,৪৬,৩৯৭ টাকা। এই পরিমাণ রাজস্ব আদায় বিনোদন দপ্তরের এযাবৎ কালের মধ্যে সর্বোচ্চ। চলতি অর্থবর্ষে সংশোধিত বাজেট বরাদ্দে বিনোদন খাতে লক্ষ্য মাত্রা রাখা হয়েছে ৯ কোটি ৯৮ লক্ষ টাকা। এদিকে ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন অব বেঙ্গলে'র(সিএবি) সঙ্গে তাদের বকেয়া বিনোদন কর নিয়ে কলকাতা পৌরসংস্থার আলোচনা জারি রয়েছে। সমস্যার সমাধান বাকি রয়েছে। ২০২৪-২৫ অর্থবর্ষে সংশোধিত বাজেট বরাদ্দে বিনোদন খাতে লক্ষ্য মাত্রা রাখা হয়েছিল ৭,৭৭,৩৬ হাজার টাকা।

কলকাতায় বিরল রোগে আক্রান্তদের চিহ্নিতকরণ

বরুণ মণ্ডল : কলকাতা পৌর এলাকা থেকে জিনগত বা জন্মগত বিরল জেনেটিক ব্যাধিগুলির প্রাথমিক সনাক্তকরণ এবং তার অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে চিকিৎসা। এবং সেই সঙ্গে তার স্থায়ী রূপে বিনামূল্যে নির্মূলীকরণে জোরালো উদ্যোগ গ্রহণ করল কলকাতা পৌরসংস্থা। কেএমসি"র সহযোগিতায় কলকাতার সংস্থা 'অর্গানাইজেশন ফর রেয়ার ডিজিজেস ইন্ডিয়া' এবং 'রেয়ার ওয়ারিয়র্স্ অব বেঙ্গল অ্যাসোসিয়েশন'। জন্মগত বিরল রোগে আক্রান্ত কলকাতার অসংখ্য শিশু। শরীরের মাংশপেশির জিনগত বিরল অসুখ 'মাসকুলার ডিস্ট্রফি"তে আক্রান্তদের চিকিৎসা চালিয়ে যেতে হয় সারা জীবন। কী এই মাস্কুলার ডিস্ট্রফি? মেডিকেল জেনেটিসিস্ট ডা. দীপাঞ্জনা দত্ত ব্যবস্থা হবে। এতে আরও বেশি বেশি করে বিরল রোগী প্রাথমিক ভাবে ৩০টি প্রশ্নমালার দ্বারা সনাক্তকরণ করতে পারা যাবে। এই রোগের মূল চিকিৎসাটা হয় এসএসকেএম হাসপাতালে।

ইতিমধ্যে বিরল রোগে আক্রান্ত শিশুদের জন্য 'কল্যাণ নিরুপম যোজনা' শুরু হয়েছে। পূর্ব ভারতে সরকারি সহায়তায় এমন অনুষ্ঠান এই প্রথমবার। কলকাতা পৌরসংস্থা 'অর্গানাইজেশন ফর রেয়ার ডিজিজ ইন্ডিয়া'র সহযোগিতায় কলকাতার ১৪৪টি ওয়ার্ডেই এই জিনঘটিত বিরল রোগ চিহ্নিতকরণে কাজ শুরু করতে চায়। 'কল্যাণ নিরুপম যোজনা'টি কী? এই যোজনায় শহরের আশাকর্মীরা বিশেষ ভাবে চিহ্নিত শহরের নির্দিষ্ট কিছু বাড়িতে ৩০টি প্রশ্নমালা নিয়ে যাচ্ছেন। আর মেডিক্যাল জেনেটিসিস্ট অ্যান্ড অ্যাডভাইজার ডা. দীপাঞ্জনা দত্ত।

কল্যাণ নিরূপম যোজনা হল বিরল রোগের জন্য পাবলিক স্ক্রিনিং। এটি একটি অগ্রণী সরকারি খাত-নেতৃত্বাধীন বিরল রোগ স্ক্রিনিং প্রোগ্রাম। যা কলকাতা পৌরসংস্থা দ্বারা ওআরডিআই - এর সহযোগিতায় বাস্তবায়িত হয়েছে। যা নগর জনস্বাস্থ্য পরিষেবার সঙ্গে বিরল রোগের যত্নকে একদিকে করার দিকে একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। ২০২৪-২৫ সালে ৫ বহুমুখী বিশেষজ্ঞ ডা. শমীক ঘোষ, ডা. কৌশিক মণ্ডল, ডা. অসীমায়ণ নন্দী, ডা. বর্ণালী ঘোষ ও ডা. দীপাঞ্জনা দত্ত দ্বারা কলকাতা জুড়ে আশা কর্মীদের জন্য একটি প্রশিক্ষণ কর্মসূচি পরিচালিত হয়। যাতে সম্পদায় পর্যায়ে বিরল রোগের সূচক গুলি প্রাথমিক ভাবে

জানান, জিনঘটিত এই বিরল অসুখে শরীরের নীচের অংশ থেকে মাংসপেশি অকেজো হতে শুরু করে। এমন কী ধীরে ধীরে হৃদযন্ত্রের মাংসপেশিও কাজ করা বন্ধ করে দেয়। এ রাজ্যে যত রকম বিরল রোগ রয়েছে, তার মধ্যে সব থেকে বেশি হল মাসকুলার ডিস্ট্রফি"র সংখ্যা। এদিকে এই রোগের চিকিৎসায় পশ্চিমবঙ্গ সরকার সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিলেও এরাজ্যে জনস্বাস্থ্যে সিএসআর(কর্পোরেট সোস্যাল্ রেসপন্সিবিলিটি) ফাণ্ডের অপ্রতুলতায় উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন, কলকাতা শহরের বিশিষ্টজনেরা। ২৭ ফেব্রুয়ারি কলকাতা পৌরসংস্থার উপমহানাগরিক অতীন ঘোষ বলেন, এ শহরে বিনোদনমূলক অনুষ্ঠানের জন্য প্রতিবছর লক্ষ লক্ষ টাকা সিএসআর ফান্ড থেকে ব্যয় হচ্ছে। কিন্তু দুঃখের বিষয় হল, জনস্বাস্থ্য নিয়ে অধিকাংশ জনেরই ভাবার সময় নেই। এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যে শহরে একাধিক রেয়ার ডিজিজ ক্লিনিক তৈরি করা। মূলত পিতামাতার অজ্ঞতার কারণে রেয়ার ডিজিজ সনাক্তকরণ করা হয় না। ফলে রোগ বেড়ে যাওয়ার পর তা একটা বোঝা হয়ে যায়। আসলে আমাদের দেশে জনস্বাস্থ্যের চিকিৎসা বেশ কিছুটা উপেক্ষিত। কলকাতার ১০টা ওয়ার্ডে এখন রেয়ার ডিজিজের চিকিৎসা হচ্ছে। আগামীদিনে কলকাতার ১৪৪টি ওয়ার্ডে এই চিকিৎসার সেই প্রশ্নমালার ৮০ শতাংশের উত্তর হ্যাঁ বাচক হলেই এই জিনঘটিত বিরল রোগটি চিহ্নিত হচ্ছে। ইতিমধ্যে ২০২৫ সালের জানুয়ারি থেকে আশাকর্মীরা কলকাতা পৌর এলাকার ১১,৩০০টিরও বেশি পরিবারকে স্ক্রিনিং করে, তাতে দেখা গিয়েছে, এতে কলকাতার ৭২টি পরিবারে জিনঘটিত অসুখ দেখা দেওয়ার প্রবল আশঙ্কা রয়েছে। এবং তাদের মধ্যে থেকেই ১১ জন বিরল রোগে আক্রান্ত শিশুকে শনাক্ত করা গিয়েছে। ১৫টি সাসপেক্টেড কেস বর্তমানে মূল্যায়নাধীনে রয়েছে।

এদিন ফ্রন্টলাইন স্বাস্থ্য কর্মীদের তাদের ব্যতিক্রমী অবদানের জন্য পুরস্কার প্রদান করা হল। টোকেন অ্যাওয়ার্ড দিয়ে সম্মানিত করা হল উত্তর কলকাতা ২৯ নম্বর ওয়ার্ডের আশাকর্মী রিঙ্কি রজক ও পূর্ব কলকাতার ৬৬ নম্বর ওয়ার্ডের আশাকর্মী টুম্পা মণ্ডলকে। এবং জেনেটিক কাউন্সেলিং টিমের উপাসনা মুখোপাধ্যায়, সায়নি সমাজদার, প্রজ্ঞা জয়তী ও যশোধরা ভট্টাচার্যকে তাদের দৃষ্টান্তমূলক কাজের জন্য সম্মান জানানো হয়। এদিন সাম্মানিক অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সৌরভ কোঠারী, ওআরডিআই-এর কো-ফাউন্ডার অ্যান্ড ডিরেক্টর প্রসন্ন শিরোল, আরডব্লুবিএ-এর ফাউন্ডার ও ডিরেক্টর শিখা মেহত্রামণি, মাসকুলার ডিস্ট্রফি পেসেন্ট ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশনের বীথিকা ঘোষ, সনাক্ত কীভাবে করা যায়, তার প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়।

মেডিক্যাল জেনেটিসিস্ট ওআরডিআইয়ের স্টেট কো-অর্ডিনেটর ডা. দীপাঞ্জনা দত্ত বলেন, এই আশাকর্মীদের দ্বারা দু"টি উচ্চ-ঝুঁকিপূর্ণ পরিবার, যাঁদের পূর্ববর্তী শিশুরা জন্মগত অস্বাভাবিকতায় ভুগছিল, তাঁদের সময়মতো জেনেটিক কাউন্সেলিং এবং চিকিৎসা সহায়তার মাধ্যমে গর্ভাবস্থার মধ্য দিয়ে পরিচালিত করা হয়েছিল। উভয় পরিবারই তখন থেকে সুস্থ শিশুর জন্ম দিয়েছে। যা প্রাথামিক স্ক্রিনিং এবং হস্তক্ষেপে জীবন-পরিবর্তনকারী প্রভাবকে তুলে ধরে। ডা. দত্ত আরও বলেন, আমাদের আগামী পরিকল্পনায় রয়েছে, এই আশাকর্মীদের প্রশিক্ষণ কভারেজ প্রসারিত করা। নবজাতকের শ্রবণশক্তি স্ক্রিনিং চালু করা এবং উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত গ্লুকোমা স্ক্রিনিং চালু করা। বিরল রোগ বলতে যে রোগ গুলি সচরাচর দেখা যায় না। এই রোগটি ৭০ শতাংশ ক্ষেত্রে জিনঘটিত রোগ। কলকাতা পৌরসংস্থার ইউপিএইচসি ১১, ২৯, ৬২, ৬৬, ৭৫, ৭৬, ৮২, ১৩৯ ও ১৪০ এই ১০ টি প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে এমুহূর্তে বিরল রোগের চিকিৎসা হয়। এই আর্বান প্রাইমারি হেল্থ সেন্টারে মাসে একবার বা দু"মাসে একবার কমপক্ষে ১০টি রোগী হলেই এই বিরল রোগের ক্লিনিক বসে।

উচ্চমাধ্যমিকে মোবাইলসহ পাকড়াও ১২

নিজস্ব প্রতিনিধি : ১২ দিনের উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষায় সংসদ ছাত্রীসহ সর্বমোট ১২ জন পরীক্ষার্থীকে পরীক্ষাকেন্দ্রে মোবাইলসহ হাতেনাতে ধরলো। এদের সকলেই ছিল এবছরের সেমিস্টার-৪-এর পরীক্ষার্থী। উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা সংসদ এই ১২ জনেরই এনরোলমেন্ট সহ এবছরের সকল পরীক্ষা বাতিল করেছে। এবছরের উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষায় সেমিস্টার-৪-এর নিয়মিত পরীক্ষার্থীসহ গত বছরের বার্ষিক পদ্ধতির উচ্চমাধ্যমিকে যাঁরা অকৃতকার্য হয়েছিল তাদের নিয়ে মোট নথিভুক্ত পরীক্ষার্থী ছিল ৭ লক্ষ ১০ হাজার ৯২০ জন। এতে ছাত্রীদের সংখ্যা ৩ লক্ষ ৯৫ হাজার ১৩৬ জন এবং ছাত্রদের সংখ্যা ৩ লক্ষ ১৫ হাজার ৭৮৪ জন। তবে এবার এনরোলমেন্ড এবং অ্যাডমিট হাতে পেয়েও মোট অনুপস্থিত পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ১৫ হাজার ৭৩৯ জন। ১২ ফেব্রুয়ারি উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার প্রথম দিনই অনুপস্থিত পরীক্ষার্থী ছিল ৪ হাজার ৮৩৪ জন। এবার সংসদের গাইডলাইন মেনে হাসপাতাল বা স্বাস্থ্যকেন্দ্র থেকে পরীক্ষা দিয়েছে ৮৭ জন তবে সংশোধনাগার বা পুলিশ কাস্টডি থেকে কোনও পরীক্ষার্থী পরীক্ষায় বসেনি বলে শিক্ষা সংসদ জানিয়েছে। এদিকে এবছরের উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার শেষ দিনেই ৩ নভেম্বর থেকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের স্থায়ী উপাচার্যসহ উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা সংসদের সভাপতির অতিরিক্ত দায়িত্বে থাকা অধ্যাপক ড. চিরঞ্জীব ভট্টাচার্য্যকে সরিয়ে পরিবর্তে রাজ্যের স্কুলশিক্ষা দপ্তর উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা সংসদের নতুন সভাপতি করলো রাজ্যের প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদের বর্তমান সহ-সম্পাদক অধ্যাপক ড. পার্থ কর্মকারকে। ২ মার্চ তিনি এই পদ গ্রহণ করলেন। নিয়মানুযায়ী আগামী ৪ বছর তিনি এই পদে থাকবেন। ড. কর্মকারের অধ্যাপনার পাশাপাশি প্রশাসনিক কাজের দীর্ঘ অভিজ্ঞতা রয়েছে। তিনি অ্যাপ্লায়েড ম্যাথামেটিক্সে মাস্টার্স ও অঙ্কে পিএইচডি করেছেন। বিদ্যালয় শিক্ষক হিসেবে তিনি কেরিয়ার শুরু করলেও কলকাতার বিধাননগর গভর্নমেন্ট কলেজ, বেথুন কলেজসহ রাজ্যের ৫ টি কলেজে অধ্যাপনা করেছেন।

বার্তা

অকাজ : পৌরসভার সাফাইযানই শহরের রাস্তায় ধুলো উড়াচ্ছে। নামমাত্রই হচ্ছে পরিষ্কার, কিন্তু দূষণে ঢাকছে চারিপাশ। প্রশাসন নির্বিকার। **ছবি : ঋজু দাস**

অপরিষ্কার : যেমন অসস্তিকর রাস্তাঘাট ঠিক তেমনি অপরিষ্কার রাস্তার চারপাশ, শিবরামপুরের সারদা পার্ক।

আশঙ্কা : রাস্তায় জায়গায় জায়গায় জল জমে, জন্মেছে শেওলা, কাজ চলছে খুব ধীর গতিতে, আসছে ভোট তার সাথেই বর্ষাও, কমবে কি জমা জল আজকের সারদা পার্কে , কি হবে কে জানে? **ছবি : অভিজিৎ কর**

টহল : নোদাখালি থানা এলাকার বাওয়ালি সত্যপীর তলায় পাঁচ মার্চ নোদাখালী থানার আইসি নিরুপম মন্ডল এর নেতৃত্বে কেন্দ্রীয় বাহিনীর রোডমার্চ চলছে। **ছবি : অরুণ লোধ**

যাত্রা : দ্বিতীয় দিনে ৬ মার্চ সিউড়ি বিধানসভাকেন্দ্রের করিধ্যায় 'পরিবর্তন যাত্রা' দেখতে রাস্তায় মানুষ। **ছবি : নিজস্ব**

বিআইটিএম-এ জাতীয় বিজ্ঞান দিবস

বুদ্ধদেব মিশ্র : এই বছরের উদযাপনটি গর্বের সাথে সিএসআইআর-জিজ্ঞাসা-র সহযোগিতায় সংগঠিত হয়েছে, সিএসআইআরের একটি আউটরিচ উদ্যোগ। দিনব্যাপী ইভেন্টে ইন্টারেক্টিভ সায়েন্স শো, বিশেষজ্ঞের আলোচনা, অন্তর্ভুক্তিমূলক গ্যালারি ট্যুর এবং জ্যোতির্বিদ্যাগত পর্যবেক্ষণের একটি গতিশীল মিশ্রণ থাকবে যা ছাত্রদের এবং সাধারণ জনগণের মধ্যে কৌতূহল ও বৈজ্ঞানিক মেজাজ জাগাতে ডিজাইন করা হয়েছে।

বিআইটিএম-এর ডিরেক্টর অর্ণব চ্যাটার্জি বলেন, 'বিজ্ঞান হল অজানাকে সকলের কাছে অ্যাক্সেসযোগ্য করে তোলা। সিএসআইআর-জিজ্ঞাসা-র সাথে আমাদের সহযোগিতা আমাদের দর্শকদের জন্য সত্যিকারের

গতিশীল, হ্যান্ডস-অন অভিজ্ঞতা প্রদান করার অনুমতি দেয়। আমরা এই বছর আমাদের অন্তর্ভুক্তিমূলক উদ্যোগের জন্য বিশেষভাবে গর্বিত।'

ভাগ্য বদলাতে চলুন জ্যোতিষগ্রাম

কুনাল মালিক

ভারতের অন্যতম জ্যোতিষচর্চার গ্রাম হিসাবে খ্যাত পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের বাঁকুড়া জেলার গঙ্গাজল ঘাঁটি ব্লকের কাপিস্টা গ্রাম। মুম্বাই, গুজরাট, মহারাষ্ট্র সহ দেশ তথা বিদেশের বহু মানুষ এই গ্রামে আসেন ভাগ্য গণনা করে তার প্রতিকার নিতে। যতদিন যাচ্ছে এই গ্রামে ভাগ্য ফেরানোর জন্য মানুষের আনাগোনাও বাড়ছে। বংশ-পরম্পরায় এই গ্রামে বেশ কয়েকজন পন্ডিত মানুষ জ্যোতিষ চর্চা করে আসছেন। কিন্তু হঠাৎ করে এই গ্রামে জ্যোতিষচর্চা শুরু হয়নি। প্রায় ২০০ বছর আগে উত্তরপ্রদেশ থেকে রামসুন্দর দ্বিবেদী নামে এক যুবক এই গ্রামে আসেন দৈবাদেশ পেয়ে। তিনি প্রথম এই গ্রামে জ্যোতিষচর্চা শুরু করেন। বংশ পরম্পরায় তার পুত্র রামকৃষ্ণ দ্বিবেদী এবং তার পুত্র জ্যোতিষচর্চা চালিয়ে যান। এদের পরিবারের যারা জ্যোতিষচর্চা করতেন তাদের এমনই ক্ষমতা ছিল মানুষের মুখ দেখে তার অতীত ভবিষ্যৎ এবং বর্তমান বলে দিতে পারতেন। এই দ্বিবেদী পরিবারের সংস্পর্শে এসে অনেকেই জ্যোতিষচর্চা শুরু করেন। এখন এই গ্রামে প্রায় ৪০-৫০ জন পন্ডিত মানুষ বসবাস করছেন এবং নিয়মিত জ্যোতিষচর্চা করছেন। গ্রামের মধ্যে অবস্থিত অন্নপূর্ণা জ্যোতিষ মন্দির। মা অন্নপূর্ণা এখানে অত্যন্ত জাগ্রত বলে সকলে মানেন। এই মন্দিরেই অনেক জ্যোতিষীর চেম্বার আছে। যেমন এখানে জ্যোতিষচর্চা করেন ৮৮ বছর বয়স্ক ধনঞ্জয় দুবে এবং তার পুত্র হৃদয় মাধব দুবে। এরা সকলেই জ্যোতিষ শাস্ত্রের ওপরে উন্নততর ডিগ্রী লাভ করেছেন। ধনঞ্জয় দুবে জানালেন, এখানে হাত দেখা হয় এবং জন্ম কুষ্ঠি বিচার করা হয়। জন্ম কুষ্ঠী নির্মাণ করা হয়। দক্ষিণা ৫০০ থেকে ১০০০ টাকার মধ্যে। প্রতিকার হিসাবে বিভিন্ন রত্ন কিংবা তাবিজ ও যাগযজ্ঞ করা হয়। সারা ভারতবর্ষ থেকেই এই গ্রামে লোকজন আসেন তাদের ভাগ্য ফেরানোর জন্য। রাত্রিবাসের জন্য এখানে ব্যবস্থা আছে। ট্রেনে করে যদি কেউ আসতে চান তাহলে দুর্গাপুর স্টেশনে নেমে ওখান থেকে বাসে করে গঙ্গাজলঘাটি ভায়া ফুলবেড়িয়া মোড় নেমে অটো বা টোটো করে কাপিস্টা গ্রাম যেতে হয়।

দোল উৎসবে বাওয়ালি গুপ্ত বৃন্দাবনে লক্ষাধিক মানুষের সমাগম

নিজস্ব প্রতিনিধি : দক্ষিণ ২৪ পরগনার নোদাখালি থানার অন্তর্গত বজবজের বাওয়ালি গুপ্ত বৃন্দাবন ধামে গত ৩ মার্চ মহা সমারোহে দোলযাত্রা উৎসব উদযাপিত হল। ২ মার্চ ন্যাড়া পোড়ানো উৎসবের মাধ্যমে দোলযাত্রা উৎসব ও মেলার সূচনা হয়, যা চলবে ১০ মার্চ পর্যন্ত। দোল যাত্রার দিন লক্ষাধিক মানুষ বাওয়ালি গুপ্ত বৃন্দাবন ধামে ভিড় জমান। সকালে প্রভাত ফেরীতে হাজার হাজার মানুষ অংশগ্রহণ করেন। বেলা যত বাড়তে থাকে বিভিন্ন জায়গা থেকে মানুষজন গুপ্ত বৃন্দাবন ধামে ভিড় জমাতে শুরু করেন। বাওয়ালি ট্রেকার স্ট্যান্ড, বাওয়ালি মোড় ও গুপ্ত বৃন্দাবন ধামের স্থানে যাবার মূল রাস্তার মোড়ে পুলিশ ব্যারিকেড দিয়ে চার চাকা ও দুই চাকা চলাচল নিয়ন্ত্রণ করে। দুপুর ১টা থেকে ২টোর সময় বাওয়ালি গুপ্ত বৃন্দাবন ধামে পা ফেলার জায়গা ছিল না। নোদাখালী থানার আইসি নিরুপম মন্ডল বিশাল পুলিশ ও র‍্যাফ নিয়ে গুপ্ত বৃন্দাবন ধামের ভিড় নিয়ন্ত্রণ করেন অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে। এমনকি যে সমস্ত যুবকরা বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করছিল তাদের শিক্ষা দেন এবং বেশ কয়েকজনকে পুলিশ ক্যাম্পে আটকে রেখে পরবর্তী সময়ে মুচলেকা দিয়ে তবে ছাড় দেন। ডিএসপিও তার যথেষ্ট তৎপরতা দেখিয়েছেন গুপ্ত বৃন্দাবন ধামের শান্তি শৃঙ্খলা বজায় রাখার জন্য। তবে যেভাবে দিন দিন গুপ্ত বৃন্দাবন নামে দোলযাত্রাকে কেন্দ্র করে মানুষের উন্মাদনা ও আগমন বাড়ছে তাতে করে আগামীদিনে বাওয়ালি গোপীনাথ জিউ সেবা সমিতির যারা কর্মকর্তা

আছেন এবং সরকারি প্রশাসনিক আধিকারিকরা আছেন তাদেরকে নতুন করে ভাবতে হবে আগামীদিনে আরো কিভাবে সুশৃঙ্খলভাবে এই দোলযাত্রাকে সম্পন্ন করা যায়। দরকার। গুপ্ত বৃন্দাবন ধামে প্রবেশ এবং প্রস্থানের জন্য আলাদা আলাদা ক্ষেত্র প্রয়োজন। বৃন্দাবন ধামের ধর্মীয় ভাবাবেগ আরো বাড়াতে হবে সেই সঙ্গে যত্রতত্র ডিজে বাজানো বন্ধ করতে হবে। বিভিন্ন হেরিটেজ মন্দিরগুলোতে কোন বিজ্ঞাপন না দেওয়াই ভালো বলে অনেকে জানাচ্ছেন। যেমন প্রাচীন একটি নিদর্শন ঝুলন বাটিতে বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়েছে যা অনেকেরই দৃষ্টিকটু লেগেছে। এইসব প্রসঙ্গে বাওয়ালি গোপীনাথ জীউ সেবা সমিতির সম্পাদক সুমন পাড়ুই জানালেন, আসলে এ বছরে এত লোক আসবে আমরা ভাবতে পারিনি। নোদাখালী থানার পুলিশ বিশেষ করে আইসি স্যার যেভাবে তৎপরতার সঙ্গে ভিড় নিয়ন্ত্রণ করেছেন তাতে তাঁকে আমরা ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আসলে আমাদের সেবা সমিতির বিভিন্ন কমিটি আছে কিন্তু সবাই সক্রিয় হতে পারেনি, তাদেরকে আগামীদিনে আরও সক্রিয় হতে হবে। আমরাও চাইছি স্থায়ীভাবে প্রায় ১০ কাঠা জমির উপরে কমিউনিটি টয়লেট গড়ে তুলতে। দেখা যাক কি হয়। এবছর পদ্ম পুকুরের পাড় বাঁধানো সহ বিভিন্ন কাজে খুব ব্যস্ত থাকায় এবং তাড়াতাড়ি অনুষ্ঠানের আয়োজন করতে গিয়ে হয়তো কিছু ভুল ত্রুটি হয়েছে। আগামীদিনে সেগুলো সংশোধন করে নেওয়া হবে সকলের সহযোগিতায়। **ছবি : অরুণ লোধ**

রঙে রাঙল রামপুরহাট

নিজস্ব প্রতিনিধি : বসন্তের আগমনী বার্তায় সকাল থেকেই রঙের আবিরে মেতে উঠল রামপুরহাট শহর। বসন্ত উৎসবকে ঘিরে শহরবাসীর উৎসাহ ছিল চোখে পড়ার মতো। প্রভাত ফেরির মাধ্যমে দিনের সূচনা হয়। পাঁচমাথা মোড় থেকে শুরু হয়ে শহরের বিভিন্ন প্রধান সড়ক পরিক্রমা করে আবার পাঁচমাথাতেই শেষ হয় শোভাযাত্রা। অংশগ্রহণকারীদের হাতে ছিল আবির, ফুল ও রঙিন পতাকা।

রবীন্দ্রসংগীত ও বসন্তের গান গেয়ে গেয়ে পথচলা, তার সঙ্গে রঙের উচ্ছ্বাস– সব মিলিয়ে

এক আনন্দমুখর পরিবেশ তৈরি হয় গোটা শহর জুড়ে। ছোট থেকে বড়, সকলের অংশগ্রহণে উৎসব পায় সার্বজনীন রূপ। শান্তিপূর্ণ পরিবেশে বসন্ত উৎসব উদযাপনে প্রশাসনের তরফেও ছিল নজরদারি। রঙের ছোঁয়ায়, গানে আর আনন্দে এদিন যেন নতুন রূপে সেজে উঠল রামপুরহাট। সন্ধ্যাবেলায় রামপুরহাট পুরো মঞ্চে জমকালো সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়।

বীরত্ব ও বিবেক শীর্ষক সভায় দাবি উঠলো নেতাজির বিমান দুর্ঘটনা বাতিল ও ২৩ জানুয়ারি জাতীয় ছুটির

নিজস্ব প্রতিনিধি : ২৮ ফেব্রুয়ারি দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস ও নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু প্রতিষ্ঠিত দক্ষিণ কলিকাতা সেবক সমিতির বীরত্ব ও বিবেক শীর্ষক স্মারক বক্তৃতার আয়োজন করা হয় পদ্মপুকুর ইনস্টিটিউশনে। নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর জীবনে স্বামী বিবেকানন্দ ও শ্রীরামকৃষ্ণদেবেরপ্রভাব সম্পর্কে বক্তব্য তুলে ধরেন নেতাজি বিশেষজ্ঞ ড. জয়ন্ত চৌধুরী। গবেষণার আলোয় অনেক অল্পজ্ঞাত তথ্য তুলে ধরে ড. চৌধুরী জানান, স্বামী বিবেকানন্দের জীবন্ত ভাষ্য নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু।

প্রশ্নোত্তর পর্বে নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর রহস্যময় অন্তর্ধান, সাজানো স্ত্রী কন্যার গল্প ও মহানিষ্ক্রমণের প্রচলিত মিথ্যা গল্প প্রসঙ্গে আকর্ষণীয় আলোচনায় সভা জমে ওঠে। নেতাজি সম্পর্কিত দুটি দাবি যথাক্রমে নেতাজির মিথ্যা মৃত্যু তারিখ ১৮ আগস্ট ১৯৪৫ সরকারিভাবে বাতিল করা ও ২৩ জানুয়ারি নেতাজির জন্মদিনকে জাতীয় ছুটি ঘোষণার দাবিকে সকলে সমর্থন করেন।

দক্ষিণ কলকাতা সেবক সমিতির সভাপতি পার্থসারথি নাথ, সম্পাদক সন্দীপ দত্ত ও পরিচালন সমিতির সদস্যা প্রিয়াঙ্কা করাতি আহ্বান করেন শতাব্দী প্রাচীন এই প্রতিষ্ঠানকে এগিয়ে নিয়ে যেতে সকলের সক্রিয় অংশগ্রহণের জন্য। বিবেকানন্দ ও নেতাজীর জীবনের নানা গুরুত্বপূর্ণ ছবির একটি প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়। সংগীতশিল্পী ড.বনানী দে–এর কণ্ঠে তোমারে করিয়াছি জীবনের ধ্রুবতারা ও সাংবাদিক গোপাল দাসের কণ্ঠে যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে সকলকে মুগ্ধ করে। সবার শেষে উপস্থিত সকলের কণ্ঠে জয় হিন্দ ধ্বনি ও জাতীয় সংগীতের মূর্ছনা অনুষ্ঠানের মর্যাদা অন্য মাত্রায় পৌঁছে দেয়।

সাবমেরিন ক্লাবের বর্ণময় বসন্ত উৎসব

সৃজিতা মালিক : ৩ মার্চ দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার নোদাখালী থানার অন্তর্গত কালিনগর সাবমেরিন ক্লাবের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হল বর্ণময় বসন্ত উৎসব। সকালে রাধাকৃষ্ণের মূর্তিতে আবির নিবেদন করে শুরু হয় পূজা হোম ও যাগযজ্ঞের অনুষ্ঠান। তারপর একটি বর্ণাঢ্য প্রভাত ফেরী হয় বিভিন্ন এলাকায়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে

উপস্থিত ছিলেন জিমস হাসপাতাল এবং বিবিআইটির কর্ণধার জগন্নাথ গুপ্তা, বিশিষ্ট সমাজসেবী কমলেশ সিং, নিখিল বঙ্গ কল্যাণ সমিতির সাধারণ সম্পাদক ও আলিপুর বার্তার কার্যকরী সম্পাদক প্রণব গুহ, কার্তিক রঞ্জ, শিল্পপতি মিহির কুমার রায় এবং দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা পরিষদের জনস্বাস্থ্য দপ্তরের কর্মাধ্যক্ষা শিখা রায় প্রমুখ। অতিথিদের বরণের পরে একে একে সংগীত নৃত্য আবৃত্তির অনুষ্ঠান হয় সাংস্কৃতিক মঞ্চে। সংগীত পরিবেশন করেন শিল্পী কল্যাণ দাস এবং বাখরাহাট উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা। পরিচালনায় ছিলেন প্রধান শিক্ষিকা শাশ্বতী দাস, শিল্পী তন্দ্রা আচার্য। পৃথা নস্করের পরিচালনায় সৃজনী নৃত্য অ্যাকাডেমির ছাত্রছাত্রীরা নৃত্য পরিবেশন করেন, ঐকতান কালচারাল অ্যাকাডেমীর ছাত্রছাত্রীরা সুশান্ত পাল এবং যুথিকা পালের পরিচালনায় নৃত্য পরিবেশন করেন। এছাড়াও সাবমেরিন মহিলা সমিতির সদস্যারা সংগীত পরিবেশন করেন। দুপুরে ছিল বিশেষ মধ্যাহ্ন ভোজের আয়োজন। সকাল থেকে রাত্রি পর্যন্ত আধ্যাত্মিক এবং সাংস্কৃতিক সমন্বয়ের মাধ্যমে বর্ণময় হয়ে ওঠে সাবমেরিন ক্লাবের দোলযাত্রা এবং বসন্ত উৎসব। সমগ্র অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন সাবমেরিন ক্লাবের সাধারণ সম্পাদক ড. তরুণ কুমার রায়।

বাঁকুড়া হ্যাপি আওয়ার যোগা এন্ড কালচারাল সেন্টারের, বার্ষিক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হল কেন্দুয়াডিহি মিলন সংঘের মাঠে। সংগীতের সুরে তালে যোগা প্রদর্শন। আমন্ত্রিত অতিথিদের আবৃত্তি, সংগীত পরিবেশন মাধ্যমে অনুষ্ঠান পরিচালিত হয়। সংগঠনের অন্যতম সদস্য গৌতম মুখার্জি জানান, 'অনুষ্ঠান মঞ্চ থেকে বাঁকুড়ার বিশিষ্ট সাংস্কৃতিক কর্মী সমাজসেবী চিকিৎসক ও গুণীজনদের সম্বর্ধনা জানানো হয়।' উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট চিকিৎসক ডাঃ জিতেন ব্যানার্জি, বিশিষ্ট কবি কৃষ্ণদুলাল চট্টোপাধ্যায়, সহ বাঁকুড়ার সংস্কৃতিপ্রেমী মানুষজন। এই অনুষ্ঠানে উদ্যোক্তা পাপিয়া সেন–এর নেতৃত্বে কচিকাঁচা থেকে প্রবীণ মানুষজন যোগা প্রদর্শন করেন।

নারায়ণ দেবনাথের জন্ম শতবর্ষ

নিজস্ব প্রতিনিধি : সেন্ট্রাল কলকাতার বিপ্লবী নলিনী গুহ সভাঘরে অনুষ্ঠিত হয় গেল বাংলা সাহিত্যের কমিকস–এর সম্রাট নারায়ণ দেবনাথের জন্ম শতবর্ষ উপলক্ষ্যে একটি মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। অনুষ্ঠানটি আয়োজনের দায়িত্বে ছিলেন একঝাঁক তরুণ শিল্পীর স্বপ্ন স্বরূপ নির্ঝর সংগঠন। অনুষ্ঠানে নারায়ণ দেবনাথের জন্ম শতবর্ষে বিশেষ শ্রদ্ধার্ঘ্য স্বরূপ নির্ঝর নিবেদিত কলরব সকলের মোড়ক উন্মোচন সহ সাহিত্য বিষয়ক আলোচনা, বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও গুণীজন সংবর্ধনার আয়োজন করা হয়েছিল।

প্রধান অতিথি রূপে উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট নেতাজী গবেষক, সাংবাদিক ও সাহিত্যিক ডঃ জয়ন্ত চৌধুরী, এছাড়াও অতিথির আসন অলংকৃত করেন বিশিষ্ট অধ্যাপক ও সাহিত্যিক ডঃ প্রীতম মুখোপাধ্যায়, বিশিষ্ট ক্রীড়া প্রশাসক ও সমাজসেবী উজ্জ্বল সাঁতরা এবং বিশিষ্ট চিকিৎসক ডাঃ রকি মান্না। বিশিষ্ট শিল্পী সুতীর্থা চক্রবর্তী ও রাজিকা ঘোষ সঙ্গীত ও নৃত্য পরিবেশন করেন। আরও অনেকেই কবিতা পাঠও করেন।

সংগঠনের সভাপতি বাবাই পাল, সম্পাদক ও প্রতিষ্ঠাতা অনিশ কোলে, পত্রিকার পরিচালক স্নেহাংশু নস্কর সহ অন্যান্য সদস্য ও সদস্যারা যথা রুপম নস্কর, শুভদীপ সাধুখাঁ, নয়নিকা ঘোষ, ইন্দ্রানী সরদার উপস্থিত ছিলেন, এছাড়াও সৌমি মল্লিক ও সেঁজুতি গোস্বামী সশরীরে উপস্থিত না থাকলেও তাদের যোগদান গুরুত্বপূর্ণ।

গোবরডাঙায় মাতৃভাষা দিবস

নিজস্ব প্রতিনিধি : ২১ ফেব্রুয়ারি আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস পালন করলো গোবরডাঙা আঞ্চলিক সাংস্কৃতিক সংস্থা গোবরডাঙা পৌর উন্নয়ণের পরিষদের সামনে শহীদ বেদীতে মাল্যদান ও পুষ্পার্ঘ্য নিবেদন করে শহীদদের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধার্ঘ্য জ্ঞাপন করা হয়। পরিষদ–এর সভাঘরে আয়োজিত ভাষা দিবস অনুষ্ঠানে উদ্বোধনী সংগীত পরিবেশনা করেন শিল্পী অর্চনা ঘোষ। স্বাগত ভাষণ দেন পরিষদের যুগ্ম সম্পাদক পবিত্র মুখোপাধ্যায়। আন্তর্জাতিক মাতৃভাষার তাৎপর্য বিশ্লেষক করেন প্রাক্তন শিক্ষক অজয় ঘোষ। এছাড়া মাতৃভাষা নিয়ে বক্তব্য রাখেন দীপককুমার দাঁ, স্বপনকুমার বালা, বাসুদেব মুখোপাধ্যায়, ড. সুনীল বিশ্বাস, প্রবীর বিশ্বাস প্রমুখ। শিল্পী কল্পনা পালের উদ্যোগে তাঁর লেখা একান্ত নাটক 'শহীদদের প্রতি' পরিবেশিত হয় গৌতম মণ্ডল ও জয়প্রকাশ মণ্ডলের সহযোগিতায় যা শ্রোতাদের মুগ্ধ করে। স্বরচিত কবিতা পাঠে কবি নবকুমার বিশ্বাস, প্রবীর কুমার হালদার, গৌতম মণ্ডল, কৃষ্ণপ্রসাদ ব্রহ্ম এবং সঙ্গীতে সুলেখা রায় বিশ্বাস, সুমনা প্রধান প্রমুখ অংশ নেয়। সমগ্র অনুষ্ঠানটি প্রাক্তন শিক্ষক ও সমাজসেবী সমীর কিশোর নন্দীর সুন্দর সঞ্চালনায় এবং যুগ্ম সম্পাদক জয়দেব মুখোপাধ্যায়ের আন্তরিক প্রচেষ্টায় বিশেষ নান্দনিক হয়ে ওঠে। সমাজসেবী কালীপদ সরকার, প্রণব রায় প্রমুখ প্রায় ৫০ জন মানুষের উপস্থিতি লক্ষ্যনীয়। সভাপতিত্ব করেন প্রাক্তন অধ্যাপক বিজনকান্তি নন্দী।

শ্রদ্ধা নিবেদন

নিজস্ব প্রতিনিধি : ২০ ফেব্রুয়ারি বারাসাত পৌরসভার বিদ্যাসাগর কক্ষে বিশিষ্ট রবীন্দ্র সংগীত শিল্পী, শিক্ষক, সতু বৈদ্যের সংগীত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্বপ্ননীল–এর আয়োজনে অনুষ্ঠিত হল প্রখ্যাত রবীন্দ্র সংগীত শিল্পী শ্রদ্ধেয়া মায়া সেনের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন অনুষ্ঠান। এই অনুষ্ঠানে নানা স্বাদের রবীন্দ্র সঙ্গীতের ডালি নিয়ে

উপস্থিত ছিলেন এই সময়ের প্রখ্যাত বহু খ্যাতনামা শিল্পী। সতু বৈদ্যের প্রশিক্ষণাধীন 'স্বপ্ননীল' সংগীত শিক্ষায়তন নিরলস ভাবে বহু বছর ধরেই রবীন্দ্র সঙ্গীতের সঠিক ধারাকে সম্মান দিয়ে পরবর্তী প্রজন্ম তৈরিতে সচেষ্ট। এদিন স্বপ্ননীল–এর ভাবনা ছিল রবীন্দ্র সঙ্গীতের উপর পাশ্চাত্য সংগীতের প্রভাব এবং বিদেশী সেই সংগীতের অনবদ্য উপস্থাপন। স্বপ্ননীল–এর বিভিন্ন বয়সের ছাত্রছাত্রীরা নানা দল– অধরা মাধুরী, রম্যবীণা, মৌনবীণা, কিশলয়, সঞ্চারী, কেতকী, ঠাকুর দালান নামে বিভক্ত হয়ে তাদের সমবেত সঙ্গীতের অনবদ্য উপস্থাপনা পরিবেশন করে। অনুষ্ঠানের শুরুতেই স্বপ্ননীল–এর ছাত্রছাত্রীদের পরিবেশিত উদ্বোধনী সংগীতের পরমায়া সেনের স্নেহধন্য ছাত্র ৯৫ বছরের শিল্পীর শিল্পী সুবোধ দে তার অনবদ্য উপস্থাপনায় উপস্থিত দর্শকদের শ্রোতাদের হৃদয় জয় করে নেন এরপর ক্রমে ক্রমে মিত্রা বন্দ্যোপাধ্যায়, অলোক রায়চৌধুরী, রচয়িতা দত্ত রায়, শুভাশিস দত্ত, শ্রেয়া চক্রবর্তী, শর্মি চক্রবর্তী, বহ্নিশিখা ব্যানার্জি, জয়দীপ সিনহা প্রমুখ শিল্পীর অনবদ্য পরিবেশনা প্রায় পূর্ণ প্রেক্ষাগৃহের শ্রোতাদেরকে তৃপ্ত করে। শারীরিক অসুস্থতার মধ্যে দিয়েও শিল্পী শিক্ষক সতু বৈদ্য তার সামগ্রিক প্রয়াসকে অব্যাহত রাখতে আন্তরিক ছিলেন। শিল্পীদের মধ্যে দেবারতি সোম, স্বপন সোম থেকে শুরু করে অনেকেই যেমন মঞ্চকে প্রাণবন্ত রাখেন তেমনি স্থানীয় বহু সংগীত শিল্পী, শিক্ষক, চিকিৎসক, সমাজকর্মীর উপস্থিতিও ছিল চোখে পড়ার মতো। সমগ্র অনুষ্ঠানটি আর.জে.সোমা সরকার ও প্রদীপ মিত্রের সুচারু সঞ্চালনায় এক অন্য রসের অন্য সুরের মূর্ছনা যোগায়।

সংবর্ধনা ও বই প্রকাশ অনুষ্ঠান

নিজস্ব প্রতিনিধি : ২৭ ফেব্রুয়ারি কলকাতা প্রেসক্লাবে আলিপুর বার্তা পত্রিকার প্রাক্তন সাংবাদিক শ্রীধর মিত্রের সাংবাদিকতা জীবনের ৪৯ বছর উপলক্ষে সংবর্ধনা দেওয়া হয়। নিমো বুকস প্রকাশনের তরফ থেকে দেবাশিস দত্ত, লেখক কল্যাণ গুহ, হিডকোর প্রাক্তন চেয়ারম্যান দেবাশিস সেন, কলকাতা দূরদর্শন এর প্রাক্তন অধিকর্তা রাজীব ভট্টাচার্য্য এবং আলিপুর বার্তা পত্রিকার সম্পাদক ড.জয়ন্ত চৌধুরী সহ বহু বিশিষ্ট মানুষ উপস্থিত ছিলেন।

লাইব্রেরীর মুখপত্র সাহিত্যিকা

নিজস্ব প্রতিনিধি : ৮ ফেব্রুয়ারি হাওড়ার আমতার পাবলিক লাইব্রেরীর সভাঘরে আমতা পাবলিক লাইব্রেরীর 'মুখপত্র সাহিত্যিকা' দীর্ঘ

১৭ বছর পর পুনরায় নবরূপে ও নবকলেবরে প্রকাশিত হল। প্রসঙ্গত, মুখপত্রটির নামকরণ করেছিলেন সে যুগের প্রখ্যাত সাহিত্যিক নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়। এদিনের অনুষ্ঠানে উদ্বোধক হিসেবে ছিলেন স্থানীয় বিধায়ক ডঃ নির্মল মাজি, প্রাক্তন ও বর্তমান গ্রন্থাগারিক যথাক্রমে অনিল দেয়াশী ও সাবিনা খাতুন, প্রাক্তন সম্পাদক বিদ্যুৎ চ্যাটার্জী, কবি স্বপন নন্দী ও প্রদীপ চক্রবর্তী, প্রাক্তন শিক্ষক এবং কবি বরুণ বন্দ্যোপাধ্যায় সহ শতাব্দী প্রাচীন আমতা পাবলিক লাইব্রেরীর সঙ্গে জড়িত বহু গুণী মানুষেরা। সমগ্র অনুষ্ঠানটি নানা স্মৃতিচারণা, সঙ্গীত, নৃত্য ও কবিতা পাঠে ভরে উঠেছিল এক আবেশীয় মুগ্ধতায়। অনুষ্ঠানের শেষ পর্বে আমতার দুই গুণী শিল্পীর যুগলবন্দী সকলকে রোমাঞ্চিত করে। যাত্রা ও নাটকের কুশলী অভিনেতা কাশীনাথ মুখার্জি এবং মিউজিক কম্পোজার অশোক(মেনো) সাহা–এই দুই বন্ধুর স্টেজ শো উপস্থিত শ্রোতাদের মুগ্ধ করে। লাইব্রেরীর সম্পাদক সৈকত ঘোষ এবং লেখক ও গবেষক সায়ন দে–র অনবদ্য মঞ্চ সঞ্চালনায় সমগ্র অনুষ্ঠানটি খুবই প্রানবন্ত হয়ে ওঠে।

একযোগে সামাজিক ব্যাধির মোকাবিলায় সুপ্রভাত ফাউন্ডেশন

নিজস্ব প্রতিনিধি : বীরভূমের বোলপুর শহরে সমাজসেবামূলক কাজের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নিয়ে চলেছে 'সুপ্রভাত ফাউন্ডেশন'। নীরবে–নিভৃতে দীর্ঘদিন ধরে বিভিন্ন মানবিক উদ্যোগের মাধ্যমে সাধারণ মানুষের পাশে আসছে এই স্বেচ্ছাসেবী। দরিদ্র ও দুস্থ মানুষের সহায়তা থেকে শুরু করে সামাজিক সচেতনতা গড়ে তোলার ক্ষেত্রে তাদের কার্যকলাপ ইতিমধ্যেই কুড়িয়েছে।

সংস্থার পক্ষ থেকে নিয়মিতভাবে অসহায় পরিবারগুলির মধ্যে খাদ্যসামগ্রী, বস্ত্র ও প্রয়োজনীয় নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্র বিতরণ করা হয়। যেসব মানুষ দু'বেলা ঠিকমতো খাবার জোটাতে পারেন না বা পরনের উপযুক্ত পোশাক নেই, তাদের পাশে এই মূল লক্ষ্য। সমাজের প্রান্তিক মানুষদের মুখে হাসি ফোটাতেই তারা প্রতিনিয়ত কাজ করে চলেছেন। পাশাপাশি সুপ্রভাত ফাউন্ডেশনের আর একটি গুরুত্বপূর্ণ উদ্যোগ হল নেশামুক্ত

সমাজ গড়ার প্রচেষ্টা। বর্তমান সময়ে বহু কিশোর–কিশোরী ও যুবক–যুবতী বিভিন্ন নেশাজাতীয় দ্রব্যের প্রতি আসক্ত হয়ে পড়ছে। এই পরিস্থিতিতে কর্মীরা তাদের পাশে, সচেতনতা প্রচার, পুনর্বাসনের মাধ্যমে সুস্থ জীবনে ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করছেন। পরিবারগুলির সঙ্গেও তারা যোগাযোগ রেখে চলেছেন, যাতে একযোগে এই সামাজিক ব্যাধির মোকাবিলা করা যায়।

এই ধারাবাহিক সামাজিক কর্মকাণ্ডের হিসেবেই ২৭ ফেব্রুয়ারি সংস্থার উদ্যোগে আয়োজিত এক রক্তদান শিবিরে ব্যাপক সাড়া মেলে স্থানীয় বাসিন্দাদের মধ্যে। প্রায় ৫০ থেকে ৬০ জন স্বেচ্ছায় রক্তদান করেন। এই সদস্যদের বক্তব্য, রক্তের চাহিদা মেটাতে ও মানুষের প্রাণ বাঁচাতে এই ধরনের উদ্যোগ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

উপস্থিত ছিলেন বোলপুর থানার আইসি সুদীপ্ত মুখার্জি ও সংস্থার অন্যান্য সদস্যরা। তারা জানান, ভবিষ্যতেও সমাজকল্যাণমূলক নানা কর্মসূচি গ্রহণ করা হবে। মানবতার সেবায় এগিয়ে এসে বোলপুরে এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে সুপ্রভাত ফাউন্ডেশন।

ভাষা দিবসে প্রকাশিত হল চেতনার উন্মেষ

নিজস্ব প্রতিনিধি : ২২ ফেব্রুয়ারি আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উপলক্ষ্যে গুমায় ড. অমৃতলাল বিশ্বাস সম্পাদিত 'চেতনার উন্মেষ' পত্রিকার ত্রয়োদশ সংখ্যা, ফেব্রুয়ারি ২০২৬ প্রকাশিত হয়। সভাপতিত্ব করেন সাহিত্যিক দিলীপ বসু। এছাড়া অতিথিদের মধ্যে ছিলেন সাহিত্যিক ড. চন্দ্রচূড় গোস্বামী, সাহিত্যিক ও গবেষক বাসুদেব মুখোপাধ্যায়, সাহিত্যিক ও সাংবাদিক পাঁচুগোপাল হাজরা, সাংবাদিক কল্যাণ রায়চৌধুরি, কবি গৌরাঙ্গ দাস, টুলু সেন, বিশ্বজিৎ হালদার প্রমুখ। পত্রিকাটি উদ্বোধন করেন উক্ত অতিথিবৃন্দ।

স্বাগত ভাষণে ড. অমৃতলালবাবু বলেন, বাংলা ভাষাকে সমৃদ্ধি ও চেতনাকে বাড়াতে ১৩ বছর ধরে আমি 'চেতনার উন্মেষ' পত্রিকাটি প্রকাশ করছি। এতে নবীন প্রজন্মের কবি সাহিত্যিকদের লেখাও আছে। একদিন এরাই ভালো লিখবে বলে আমার বিশ্বাস। এছাড়া বক্তব্যে সাহিত্যিক ও গবেষক বাসুদেববাবু বলেন, বর্তমানে সারা ভারতবর্ষে বাংলা ভাষায় কথা বললে তাদের উপর নানা অত্যাচার, মারধর এমনকি পিটিয়ে মেরে ফেলাও হচ্ছে। প্রতিদিন খবরের কাগজ খুললেই এসব দেখা যাচ্ছে। অথচ ভাতরবর্ষ নানা ভাষা, নানা পোষাক, নানা জলবায়ুর দেশ। ভাষারও নানা বৈচিত্র্য। মাতৃভাষার প্রতি অবমাননার ফলে গোর্খাল্যান্ড, কামতাপুরী বা গ্রেটার কোচবিহার ইত্যাদি যে বিক্ষোভ শুরু হয়েছে তাতে করে আগামীর ভবিষ্যতে অন্যান্য রাজ্য আরও খণ্ডিত হবে। সুতরাং মাতৃভাষার মর্যাদা দিতে হবে। এব্যাপারে বিজ্ঞানী সত্যেন্দ্রনাথ বসু ও বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের বিদেশ অভিজ্ঞতার কথা বলেন। প্রায় ৭০ জন কবি সাহিত্যিক স্বরচিত কবিতা পাঠ করেন ও বক্তব্য রাখেন। সঞ্চালনায় পত্রিকা সম্পাদক ড. অমৃতলাল বিশ্বাস বিশেষ প্রসংশনীয়। সমগ্র অনুষ্ঠানটি কবি প শিক্ষক সুদিন গোলদার ভিডিও করে রাখেন।

ভ্রম সংশোধন

গত সপ্তাহে ২৮ ফেব্রুয়ারি থেকে ৬ মার্চ ২০২৬, ১৮ নং সংখ্যায় ৬–এর পাতায় মাঙ্গলিকী বিভাগে 'পুনরায় নবরূপে প্রকাশিত হল সাহিত্যিকা' শীর্ষক শিরোনামে ভুলবশত অন্য খবর প্রকাশিত হয়ে গিয়েছিল। খবরটির শিরোনাম হবে 'সুন্দরবনে নাটকের সেমিনার'। আমাদের এই অনিচ্ছাকৃত ভুলের জন্য আমরা অতন্ত্য ক্ষমা প্রার্থী। 'পুনরায় নবরূপে প্রকাশিত সাহিত্যিকা' শীর্ষক খবরটি এই সংখ্যায় প্রকাশিত হল সাতের পাতায়।

আতশ কাচে

বাগানের পঞ্চবাণ

যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনে আইএসএল ফুটবলে মোহনবাগান সুপার জায়ান্ট ৫–১ গোলে মহমেডান স্পোর্টিংকে হারিয়ে দিয়েছে। বিরতিতে মোহনবাগান ৩–১ গোলে এগিয়ে ছিল। সবুজ মেরুন দলের পক্ষে রবিনহো দুটি, মাকলারেন, মনবীর সিং, পেত্রাতোস একটি করে গোল করেন। মহমেডান স্পোর্টিং এর লালথানকিমা গোল করেছেন।

শুরুতেই বিদায়

ভারতের চিরাগ শেট্টি ও সাত্বিক সাইরাজ রানঙ্কিরেড্ডি প্রথম রাউন্ডে হেরে অল ইংল্যান্ড ব্যাডমিন্টন টুর্নামেন্ট থেকে বিদায় নিয়েছেন। বার্মিংহ্যামে পুরুষদের সিঙ্গলসের প্রথম রাউন্ডের ম্যাচে সাত্বিক–চিরাগ জুটি, মালয়েশিয়ার অ্যারন তাই ও কাং খাই জিং এর কাছে ২৩–২১, ২১–১২ গেমে পরাজিত হয়েছেন।

শীর্ষে ভারতীয়রাই

অভিষেক শর্মা আইসিসির টি–২০ ব্যাটারদের ক্রমতালিকায় শীর্ষ স্থান ধরে রেখেছেন। দ্বিতীয় স্থানে আছেন পাকিস্তানের সাহিবজাদা ফারহান। তিনি এক ধাপ উঠে এসেছেন। এক ধাপ নেমে তৃতীয় স্থানে রয়েছেন ইংল্যান্ডের ফিল সল্ট। চতুর্থ স্থানে ঈশান কিষাণ। এক ধাপ উঠেছেন তিনি। শ্রীলঙ্কার পাথুম নিশঙ্ক পঞ্চম স্থানে রয়েছেন। প্রথম ১০–এ অভিষেক, ঈশান ছাড়া ভারতের আরও ২ জন রয়েছেন, ষষ্ঠ স্থানে তিলক বর্মা এবং সপ্তমে সূর্যকুমার যাদব। বোলারদের ক্রম তালিকায় বরুণ চক্রবর্তী শীর্ষ স্থান বজায় রেখেছেন।

প্রয়াত বডিবিল্ডার

বিশিষ্ট বডিবিল্ডার, জাতীয় প্রশিক্ষক ও বিচারক রমা প্রসাদ মুখার্জী পুরুলিয়ায় প্রয়াত হয়েছেন। মৃত্যুকালে বয়স হয়েছিল ৯২। জন্ম মেদিনীপুরে। পরিশ্রম, কঠোর অনুশীলন এবং সংগঠক হিসেবে শুধু ভারতে নয়, আন্তর্জাতিক স্তরেও নিজের পরিচিতি গড়ে তুলেছিলেন। লি হেনির মতন মিস্টার ইউনিভার্স খেতাব জয়ী বডি বিল্ডারদের সঙ্গেও তিনি প্রতিযোগিতায় অংশ নিয়েছেন।

নতুন গ্র্যান্ডমাস্টার

মুম্বইয়ের দাবাড়ু আরভ ডেংলা দেশের ৯৩–তম গ্র্যান্ডমাস্টার হয়েছেন। বসনিয়া–হার্জেগোভিনায় জি এম মিক্স বিজেলিজিনা এবং জি এম নর্ম রাউন্ড রবিন প্রতিযোগিতায় টানা জয়লাভের সুবাদে এই সম্মান অর্জন করলেন ১৭ বছর বয়সী আরভ। এখানেই তিনি তৃতীয় তথা অন্তিম ফিডে নর্ম পেয়েছেন এবং ২৫০০ ইএলও রেটিং পার করেছেন। ক্লাসিক্যাল ফরম্যাটে তাঁর বর্তমান ফিডে রেটিং ২৫০৬।

চ্যাম্পিয়ন বর্ধমান

ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন অফ বেঙ্গল পরিচালিত বাঁকুড়া জেলা ক্রীড়া সংস্থা আয়োজিত অনূর্ধ্ব ১৫ প্রতিযোগিতার তিন জেলার ক্রিকেট প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হল বাঁকুড়া তামলীবাঁধ ময়দানে। বীরভূম, বর্ধমান, দক্ষিণ দিনাজপুর, এই তিন জেলাকে নিয়ে প্রতিযোগিতা শেষ দিনের খেলা ছিল বীরভূম জেলা ক্রীড়া সংস্থা বনাম বর্ধমান জেলা ক্রীড়া সংস্থার। বীরভূম জেলা ক্রীড়া সংস্থা টসে জিতে ব্যাট করার সিদ্ধান্ত নেয়। বীরভূম দল ৪২ ওভারে সমস্ত উইকেট হারিয়ে ১১৫ রান তোলে। ব্যাট হাতে বীরভূমের অধিনায়ক সাবির রহমান ১১৬ বল খেলে ৬টি চারের সাহায্যে ৫৬ রান করে। বল হাতে বর্ধমানের ফাইজ রহমান খান নয় ওভার বল করে ১ মেডেন সহ ২০ রান দিয়ে ৪ উইকেট তুলে নেন। জবাবে খেলতে নামে বর্ধমান দল ২৯.২ ওভারে ৩ উইকেট হারিয়ে ১১৭ রান তুলে নেয়। ব্যাট হাতে বর্ধমানের অদ্রিজ সরকার ৭৯ বল খেলে ১১টি চার ও একটি ছয় এর সাহায্যে ৫৭ রান করে জয়ের ভীত গড়ে দেয়। গ্রুপ সি এর খেলায় গ্রুপ চ্যাম্পিয়ন হয়ে বর্ধমান জেলা ক্রীড়া সংস্থার অনূর্ধ্ব ১৫ এর দল খেলার পরবর্তী পর্যায়ে প্রবেশ করে।

ভূস্বর্গের পেসার আকিব নবির কাছে সব পিচই যেন স্বর্গ!

সুমনা মণ্ডল: লেগ সুইংয়ে বল লাফিয়ে উঠে লোকেশ রাহুলের ব্যাটে চুমু খেয়ে জমা পড়লো কিপারের গ্লাভসে। আবার ভেতরে ঢোকা বলের কোনো কূল–কিনারা না পেয়ে স্টাম্প উড়ে যেতে দেখলেন করুণ নায়ার। কেবল ফাইনাল নয়, গোটা রঞ্জি মরশুমে অবিশ্বাস্য গড়ে উইকেট তুলছেন জম্মু ও কাশ্মীরের পেসার আকিব নবি। ভূস্বর্গেই এই বোলারের কাছে দেশের যে কোনও পিচই যেন স্বর্গ।

গোটা রঞ্জি ট্রফিতে ১৭ ইনিংসে বল করে ৬০ উইকেট নিয়েছেন আকিব। রঞ্জি ট্রফির ইতিহাসে তৃতীয় পেসার হিসেবে এক মরশুমে ৬০টি উইকেট নেওয়ার কৃতিত্ব অর্জন করেছেন। চোখধাঁধানো তাঁর বোলিং গড়, মাত্র ১২.৫৬! স্ট্রাইকরেটও দুর্দান্ত। প্রতি ২৮ বলে পেয়েছেন একটি করে উইকেট। এবারের রঞ্জিতে ৭ বার ৫ উইকেট শিকার করেছেন। আকিব রঞ্জির ফাইনালে কর্নাটকের বিরুদ্ধে প্রথম ইনিংসে ৫ উইকেট নিয়েছেন। কোয়ার্টার ফাইনাল ও সেমিফাইনালেও তিনি ম্যাচজয়ী বোলিং করে 'প্লেয়ার অব দ্য ম্যাচ' হয়েছিলেন। ম্যান অব দ্য টুর্নামেন্ট হয়েছেন।

২৯ বছর বয়সী আকিব অবশ্য ভারতের ঘরোয়া ক্রিকেটে নতুন কেউ নন। ২০২০ সালে প্রথম শ্রেণীতে অভিষেকের পর ৪০ ম্যাচে ১৫১ উইকেট তুলেছেন। তবে এবারের মরশুম তাঁর কেরিয়ারে সত্যিই বিশেষ। দুই দিকেই সুইং করাতে পারা এই পেসারকে ভারতের টেস্ট দলে দেখার সম্ভাবনা জোরালো হচ্ছে। ২০২৬ সালের আইপিএল মরশুমের জন্য দিল্লি ক্যাপিটালস এই ডানহাতি পেসারকে ৩০ লাখের দাম থেকে ৮.৪ কোটি টাকায় কিনেছে।

কাশ্মীরের প্রত্যন্ত অঞ্চলের স্কুলশিক্ষকের ছেলে আকিব পরিবারের বিরুদ্ধে লড়াই করে ক্রিকেটে দেখছেন সফলতার মুখ। চরম প্রতিকূল পরিবেশে

দারুণ লড়াইয়ের মানসিকতা আর ক্রিকেটের প্রতি ভালোবাসা তাকে আজ ভারতের সর্বোচ্চ মঞ্চে নিয়ে এসেছে। তাঁর বোলিংয়ে মুগ্ধ হয়ে সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় থেকে দীনেশ কার্তিক প্রত্যেকেই ভারতীয় দলে সুযোগের কথা জানিয়েছেন। সিএবি সভাপতি সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় সমাজ মাধ্যমে লিখেছেন, 'জম্মু ও কাশ্মীর বিশ্বকে দেখিয়ে দিয়েছে চেষ্টা আর ইচ্ছাশক্তি থাকলে কী করা যায়! ওরা ওদের রাজ্যকে গর্বিত করেছে। কঠিন পরিস্থিতি মানুষকে আরও কঠোর ও শক্ত করে তোলে। আকিব নবি দেশের জার্সিতে খেলার পথে এগিয়ে চলেছে। গ্রীষ্মে ইংল্যান্ড সফর থেকেই তার শুরু হওয়া উচিত।' নিজের এই পোস্টে সৌরভ বিসিসিআই এবং প্রধান নির্বাচক অজিত আগরকর–কেও ট্যাগ করেছেন।

প্রাক্তন ক্রিকেটার দীনেশ কার্তিক আবার লিখেছেন, 'এই রঞ্জি ট্রফি অভিযানটি দেখে আমি নিশ্চিতভাবে একটি কথা বলতে পারি যে, দেশের প্রতিনিধিত্ব করতে চাইছে এমন সমস্ত তরুণ ছেলেমেয়েদের জন্য আকিব নবী একটি উদাহরণ। শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত আধিপত্য বিস্তার এবং প্রায় একাই ঘরোয়া টুর্নামেন্ট জেতা, যা জাতীয় দলে প্রবেশের জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। ফিটনেস, দীর্ঘ স্পেল, বিভিন্ন পিচে বোলিং, আবহাওয়া এবং কোনও পেসারের জন্য কোনও সাহায্য থাকুক বা না থাকুক, তিনি তাঁর দলের জন্য সর্বদাই বিশ্বাসের সঙ্গে আছেন। আকিব তোমাকে অনেক অনেক শুভেচ্ছা। তুমি একজন চ্যাম্পিয়ন এবং আশা করি, আগামীদিনেও অনেক সাফল্য পাবে'।

বাড়লো দর্শকাসন

নিজস্ব প্রতিনিধি : ক্রিকেটপ্রেমীদের জন্য সুখবর। ঐতিহ্যের ইডেন গার্ডেন্স এবার আরও আধুনিক ও বিশাল আকার ধারণ করতে চলেছে। স্টেডিয়ামের সংস্কারের মাধ্যমে বর্তমানের ৬৭ হাজার দর্শকাসন বাড়িয়ে ৮৫ হাজার করার পরিকল্পনা নিয়েছে সিএবি। বড় বড় টুর্নামেন্টের ফাইনাল আয়োজনের দৌড়ে আহমেদাবাদের নরেন্দ্র মোদী স্টেডিয়ামের সঙ্গে পাল্লা দিতেই এই উদ্যোগ।

ইডেন গার্ডেন্সকে নতুন রূপ দেওয়ার পরিকল্পনা ইতিমধ্যেই শুরু হয়েছে। আসন সংখ্যা বাড়িয়ে আরও ১৮ হাজার দর্শককে জায়গা দেওয়ার ব্যবস্থা করা হবে। ফলে মেলবোর্ন ও আহমেদাবাদের পর ইডেনও বিশ্বের অন্যতম বৃহৎ স্টেডিয়াম হিসেবে নিজের অবস্থান করবে। এই কাজের জন্য আনুমানিক ২৫০ কোটি টাকা ব্যয় ধরা হয়েছে। সিএবি জানিয়েছে, চলতি বছরের আইপিএল শেষ হওয়ার পরই সংস্কারের কাজ শুরু হয়ে ২০২৭–এর মধ্যে সম্পূর্ণ হবে।

শুধু ক্রিকেট নয়, ইডেনকে একটি বহুমুখী ক্রীড়াঙ্গণে পরিণত করার লক্ষ্য রয়েছে সিএবি। আন্তর্জাতিক মানের আধুনিক সুযোগ–সুবিধা আনা হবে। বিভিন্ন ধরনের ক্রীড়া আয়োজন সম্ভব হয়। ক্লাব হাউস এবং বি, সি, কে ও এল ব্লক অপরিবর্তিত থাকবে, তবে বাকি গ্যালারিগুলোর সংস্কার করে আসন সংখ্যা বাড়ানো হবে। এই প্রকল্পের জন্য সিএবি ইতিমধ্যেই দরপত্র আহ্বান করেছে। ১৪ মার্চ পর্যন্ত আবেদন জমা দেওয়া যাবে। কারিগরি ও আর্থিক যাচাইয়ের পর যোগ্য সংস্থাকে দায়িত্ব দেওয়া হবে। শর্ত অনুযায়ী, অন্তত ১০০ কোটি টাকার কাজ করার অভিজ্ঞতা আছে এমন সংস্থাই এই প্রক্রিয়ায় অংশ নিতে পারবে। সব পরিকল্পনা ঠিকঠাক চললে ২০২৭ সালের মধ্যেই এক নতুন ও আধুনিক ইডেন গার্ডেন্স দেখতে পাবেন ক্রীড়াপ্রেমীরা।

জাতীয় ভলিবল প্রতিযোগিতায় অব্যবস্থা

মলয় সুর : ৪৬ তম সাব জুনিয়র, অনূর্ধ্ব ১৬ জাতীয় ভলিবল প্রতিযোগিতা হুগলির পোলবা স্পোর্টস অ্যাকাডেমি মাঠে ২৪ ফেব্রুয়ারি শুরু হল। এই প্রতিযোগিতায় সারাদেশের মোট ছেলেদের ২৯ টি এবং মেয়েদের ২৪ টি রাজ্য ও দল অংশগ্রহণ করেছে। গত বছর বাংলার মেয়েরা চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল। এবারে বাংলার মেয়েদের কোচ কৌশিক সুর। অন্যদিকে বাংলার ছেলেদের কোচ সুদীপ্ত কুমার। এদিন প্রথম খেলায় বাংলার ছেলেরা সহজেই ৩–০ গেমে দাদরা নগর হাভেলি এবং দমনদিউ–কে পরাজিত করে। এই প্রতিযোগিতাটির সহযোগী ওয়েস্ট বেঙ্গল ভলিবল অ্যাসোসিয়েশন এবং আয়োজক পোলবা স্পোর্টস অ্যাকাডেমি। ৫টি কোর্টে দিবারাত্রি খেলা হচ্ছে। ফাইনাল খেলা পয়লা মার্চ অনুষ্ঠিত হবে। হুগলির পোলবায় বেশ কয়েকটি ক্লাবঘরের মেঝেতে ম্যাট্রেস পেতে খাওয়া বসা করতে হচ্ছে দেশের একঝাঁক প্রতিভাবান ভলিবল প্লেয়ারকে। ভলিবল প্লেয়ার আর অফিসিয়াল মিলিয়ে ১২০০ জনের বেশি হাজির হয়েছেন পোলবায়। সেই সমস্ত প্লেয়ার ও অফিসিয়ালদের থাকার ব্যবস্থা এতটাই খারাপ যে তাতে লজ্জায় মাথা হেট বাংলার ক্রীড়ামহলে। বিশেষ করে ভিন্ন রাজ্যের টিমগুলোর অফিসিয়ালদের মাথায় হাত। অন্যদিকে, মেয়েদের নিরাপত্তার অভাব দেখে ১৫ টিমকে পোলবা থেকে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে ভদ্রেশ্বর শ্যামসুন্দর চিলড্রেন স্কুলে। সেখানে প্রায় শ–তিনেক মেয়েরা গাদাগাদি করে রয়েছেন। যে ভাবে খেলোয়াড়দের রাখা হয়েছে তা

বাংলার লজ্জা।

সমস্ত বাধা অতিক্রম করে নির্বিঘ্নে শেষ হয়েছে এই প্রতিযোগিতা। ছেলেদের খেলায় উত্তরপ্রদেশ(৩–০) গেমে সাই–কে পরাজিত করে। অন্যদিকে, মেয়েদের ফাইনালে বাংলার সামনে মুখোমুখি হয় তামিলনাড়ু। ঘরের মাঠে বাংলার মেয়েরা প্রচণ্ড হাড্ডাহাড্ডি লড়াইয়ে(৩–২) গেমে তামিলনাড়ুর কাছে পরাজিত হয়। প্রতিপক্ষের ওপর চাপ সৃষ্টি করলেও খুব বেশি ভালো সুযোগ তৈরি করতে পারেনি বাংলা। এদিন বাংলার সেরা লিফটার হন অদ্রীতা ঘোষ। গত বছর বাংলার মেয়েরা চ্যাম্পিয়ন হয়। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য বেশিরভাগ রাজ্যের টিমগুলির খেলোয়ারদের বয়স ভাঁড়িয়ে এসেছে, তাদের বয়স ১৬ বছরের নিচে নয়। তারা একাদশ–দ্বাদশ শ্রেণিতে ও আবার কেউ কলেজে পড়ছে। এই উত্তেজনাপূর্ণ খেলায় প্রচুর দর্শক সমাগম হয়।

ম্যাচ খেললেন আম্পায়াররাই

নিজস্ব প্রতিনিধি : ম্যাচ খেলান যাঁরা, তাঁরাই মাঠ জুড়ে দাপালেন। আমন্ত্রণমূলক প্রীতি ম্যাচ খেললেন দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার বারুইপুর ফুলতলার জেলা স্টেডিয়ামের সাগর সংঘের মাঠে। দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা ক্রীড়া অ্যাসোসিয়েশনের রেফারি সংস্থার আম্পায়াররা ২টি দল নিয়ে টি–২০ ম্যাচ খেলা হয়। রেফারি সংস্থা সভাপতি একাদশ ও সম্পাদক একাদশের মধ্যে খেলাটি হয়। রেফারি সংস্থার সম্পাদক বলেন, ১৫ জন খেলোয়াড় প্রত্যেক দলে অংশগ্রহণ করেছিল। যার মধ্যে এই বছর এই সংস্থার পক্ষ থেকে সিএবির পরীক্ষায় ৭ জন এ র‍্যাঙ্ক করে পাশ করেছে। তার মধ্যে ১ জন বাদে সবাই এই ম্যাচে অংশগ্রহণ করেছিল। প্রীতি ম্যাচ হলেও প্রথমদিকে খুব হাড্ডাহাড্ডি হয়। সভাপতি একাদশ প্রথমে ব্যাট করতে নেমে ২০ ওভারে ১৪৮ রান করে। ১৪৯ টার্গেট দেয়। সম্পাদক একাদশ দল ভালো খেললেও শেষে ১১০ রান করে অলআউট হয়ে যায়। সভাপতি একাদশের দল চ্যাম্পিয়ন হয়। এবছর এই ম্যাচ ষষ্ঠতম বর্ষে পদার্পণ করে। উপস্থিত ছিলেন দক্ষিণ ২৪ পরগনা ক্রীড়া অ্যাসোসিয়েশনের সহ–সভাপতি সুশান্ত দত্ত, রেফারি অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি দক্ষিণারঞ্জন মুখার্জি সহ অন্যরা।

সাফল্যের শিখরে পৌঁছেও সহযোগিতাহীন সুরাজ!

পার্থ কুশারী : চায়ের দোকানদারের ছেলে সুরাজ ক্যারেট বিশ্বজয়ী হয়েছে। সাফল্যের শীর্ষস্থান অর্জন করেও অবহেলিত সে। কোনো সরকারি বা বেসরকারি সংস্থা তার পাশে দাঁড়ায়নি বলে অভিযোগ সুরজের পরিবার। ছেলের অসামান্য প্রতিভার জোরে বিশ্বজয়ের পর পরিবারের খুশি পরিবেশ থাকার কথা থাকলেও সেখানে এখন হতাশার সুর। সুরাজের বাবা আমজাদ মোল্লা, যিনি কষ্ট করে চা বিক্রি করে সংসার চালান, তিনি অভিযোগ করেন, ছেলের সাফল্যের

খবর সবার কাছে পৌঁছেছে, কিন্তু কোনও সাহায্য মেলেনি। অভাবের সংসার হলেও সুরাজ তার অদম্য ইচ্ছাশক্তি ও কঠোর পরিশ্রমের জোরেই এই সাফল্য অর্জন করেছে। কিন্তু ভবিষ্যতে তার এই প্রতিভাকে আরও উঁচুতে নিয়ে যাওয়ার জন্য যে পৃষ্ঠপোষকতা বা আর্থিক সহায়তা প্রয়োজন, তা না পাওয়ায় সুরাজের পরিবার অত্যন্ত চিন্তিত। স্থানীয় বাসিন্দা ও প্রতিবেশীরাও এই ঘটনায় ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন।

রবীন্দ্র সায়র সাঁতার প্রশিক্ষণ কেন্দ্র শুরু

নিজস্ব প্রতিনিধি : পড়াশোনার পাশাপাশি খেলাধূলো শরীরচর্চার একান্ত জরুরী। তার জন্য যোগব্যায়াম, জিম সহ শরীর চর্চার মনো বিকাশে সাঁতার শেখার প্রয়োজন রয়েছে। সুস্থ শরীর গঠনের পাশাপাশি মনো বিকাশে নববারাকপুর পুরসভা পরিচালিত ৪নং ওয়ার্ডে দুর্গাবাড়ি রোডে রবীন্দ্র সায়র সাঁতার প্রশিক্ষণ কেন্দ্র সেশন শুরু হল। পুরসভার পুরপ্রধান প্রবীর সাহা বিশ্ব কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রতিচ্ছবিতে মালা দিয়ে সুইমিং পুলের সামনে নারকেল ফাটিয়ে বাঁশি বাজিয়ে রবীন্দ্র সায়র সাঁতার প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের সেশন সূচনা করেন। উপস্থিত ছিলেন উপপুরপ্রধান স্বপ্না বিশ্বাস, স্থানীয় পুর প্রতিনিধি নির্মিকা বাগচী, কৃষ্ণা বোস, নীতা দে, সুইমিং পুল দায়িত্ব প্রাপ্ত আধিকারিক স্যানিটারি ইন্সপেক্টর ধীরাজ নন্দী সহ শিক্ষার্থীরা, পুরকর্মীরা। পুরসভা পরিচালিত এই সুইমিং পুলে নববারাকপুর সহ দূরদুরান্ত থেকে ছেলে মেয়েরা সাঁতার প্রশিক্ষণ নিতে আসেন। স্থানীয় ও জেলা স্তরে বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করেনও।

পানিত্রাসে নকআউট ফুটবল

নিজস্ব প্রতিনিধি : ১ মার্চ পানিত্রাস উচ্চ বিদ্যালয় মাঠে পানিত্রাস বিবেকানন্দ সেবা সংঘের পরিচালনাধীন বিবেকানন্দ স্পোর্টস অ্যাকাডেমীর ফুটবল কোচিং ক্যাম্পের ত্রয়োদশ বর্ষপূর্তি উপলক্ষ্যে ৮ দলীয় নকআউট ফুটবল টুর্নামেন্ট অনুষ্ঠিত হল। পুরুষদের ফাইনালে কোলাঘাট অ্যাকাডেমি অফ স্পোর্টস, বাঁশবেড়িয়া রিক্রিয়েশন ক্লাব কে ২–১ গোলে পরাজিত করে। মেয়েদের ফুটবল ফাইনালে নির্ধারিত সময়ে এবং অতিরিক্ত সময়ে খেলা অমীমাংসিত থাকায় ট্রাইবেকার হয়। সেখানেও ফয়সালা না হওয়ায় টসে দক্ষিণেশ্বর ফুটবল অ্যাকাডেমি, কোলাঘাট অ্যাকাডেমি অফ স্পোর্টসকে পরাজিত করে। বিবেকানন্দ সেবা সংঘ সারা বছরব্যাপী বিভিন্ন জনকল্যাণমূলক কাজের পাশাপাশি মেয়ে ও ছেলেদের জন্য সুদক্ষ কোচ দ্বারা ফুটবল কোচিং ক্যাম্প পরিচালনা করে।

পিপলনে জমাটি ফুটবল খেলা

দেবাশিষ রায় : উৎসবের আবহে নকআউট ফুটবল খেলা অনুষ্ঠিত হল পূর্ব বর্ধমানের মন্তেশ্বর থানা এলাকার পিপলন গ্রামে। স্বপ্নের নায়ককে এভাবে একেবারে হাতের নাগালে পেয়ে উচ্ছ্বাসে ভেসে গেল সকলে। জানা গিয়েছে, পিপলন রামকৃষ্ণ সংঘ প্রতিবছর নকআউট ফুটবল টুর্নামেন্টের জমজমাট আয়োজন করে থাকে। এবারে ৫৬ তম বর্ষের খেলাকে কেন্দ্র করে এলাকাবাসীর মধ্যে উদ্দীপনা ছিল চরমে। পিপলন ময়দানে আয়োজিত মাসাধিককাল ব্যাপী ফুটবল খেলায় কলকাতা সহ রাজ্যের বিভিন্ন জেলার মোট ১৬টি দল অংশগ্রহণ করেছিল। ঝেলার সূচনা হয়েছিল ১২ জানুয়ারি। ১ মার্চ রবিবার টানটান উত্তেজনার মধ্যে চূড়ান্ত পর্বের খেলায় সিজনা আজাদ হিন্দ ক্লাবকে ৪–১ গোলের ব্যবধানে পরাজিত করে চ্যাম্পিয়ন হয় কুরমুন মেরিনার্স ক্লাব। ম্যান অব দ্য সিরিজ এবং ম্যান অব দ্য ম্যাচের শিরোপা লাভ করেন চ্যাম্পিয়ন দলের যথাক্রমে সুমন মুর্মু এবং মার্শাল মুর্মু। এবারে চূড়ান্ত পর্বের খেলার আকর্ষণ বৃদ্ধির জন্য বর্ণাঢ্য কুচকাওয়াজ, ফুটবল জাগলিং প্রদর্শনের প্রভৃতির পাশাপাশি মাঠে উপস্থিত হয়েছিলেন বিশিষ্ট তারকা অভিনেতা চিরঞ্জিত চক্রবর্তী। খেলা শুরুর আগে কয়েক হাজার দর্শককে চমকে দিয়ে ময়দানে নামেন অভিনেতা স্বয়ং। তিনি একটি বাইকের ব্যাকসিটে বসে গোটা মাঠ পরিক্রমায় মেতে ওঠেন এবং দর্শকদের অভিবাদন গ্রহণ করেন। এমনকি, স্টেজে উঠে বক্তব্য রাখার সময় নিজের কয়েকটি জনপ্রিয় বাংলা সিনেমার সংলাপ আউড়ে দর্শকদের মাতিয়ে দেন। ক্লাবের সাধারণ সম্পাদক ধনঞ্জয় সামন্ত বলেন, এবার কবি সুকান্ত ভট্টাচার্য্য, সুরকার ও গীতিকার সলিল চৌধুরী এবং চলচ্চিত্রকার ঋত্বিক ঘটকের জন্মশতবর্ষকে স্মরণ করে এই খেলার আয়োজন। এই খেলার মাধ্যমে দিকে দিকে সম্প্রীতির বন্ধনকে সুদৃঢ় করার প্রচেষ্টা। রামকৃষ্ণ সংঘের সদস্যদের পাশাপাশি এলাকার সর্বস্তরের মানুষের সহযোগিতায় আগামীতেও এধরনের খেলার উদ্যোগ গ্রহণ করতে পারব বলে আমরা আশাবাদী। এদিনের খেলার মাঠে সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রের বহু বিশিষ্টজন উপস্থিত থেকে খেলোয়াড়দের উৎসাহিত করেন।

www.alipurbarta.org facebook.com/alipur.barta.5 9088703044 alipurbarta1966@gmail.com alipur_barta@yahoo.co.in

Printed by Sudhir Nandi Published by Sudhir Nandi on behalf of Nikhil Banga Kalyan Samity and Printed at Nikhil Banga Prakasani, Vivek Niketan, Vill- Samali, P.O.- Nahajari, P.S.-Bishnupur, South 24 Parganas and Published at 57/1A, Chetla Road, Kolkata- 27. Editor: Dr. Jayanta Choudhuri.

নিখিলবঙ্গ কল্যাণ সমিতি–র পক্ষে সুধীর নন্দী কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত এবং নিখিলবঙ্গ প্রকাশনী, বিবেক নিকেতন, গ্রাম–সামালি, পোস্ট–ন'হাজারি, থানা–বিষ্ণুপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা হইতে মুদ্রিত এবং ৫৭/১এ, চেতলা রোড, কলকাতা–৭০০ ০২৭ (ফোন–২৪৭৯–৮৫৯১) হইতে প্রকাশিত। সম্পাদক : ড. জয়ন্ত চৌধুরী। কার্যকরী সম্পাদক : প্রণব গুহ। সহ সম্পাদক : কুণাল মালিক। ফ্যাক্স নং : ০৩৩–২৮৩৯–১৫৪৪, ই–মেল–alipur_barta@yahoo.co.in/alipurbarta1966@gmail.com